পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 45 Wednesday, 15 January, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা ✱ ৩০ পৌষ ১৪৩১, বুধবার, ১৫ জানুয়ারি, ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

গঙ্গাসাগরে এখনও পর্যন্ত স্নান করলেন ৮৫ লক্ষ ভক্ত!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারিঃ এবারের গঙ্গাসাগরে রেকর্ড ভিড় হবে বলে আগে থেকেই দাবি করেছে রাজ্য সরকার। এই কদিনে ভক্ত সমাগম যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে বুধবারই সংখ্যাটা ১ কোটি ছুঁয়ে ফেলবে বলে আশা করা হচ্ছে। মঙ্গলবার ৮৫ লক্ষের বেশি মানুষ গঙ্গাস্নান সেরে ফিরে গেছেন বলে জানিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তবে এত ভিড়ের মধ্যেও ভক্তদের সুরক্ষায় কড়া নজর রেখেছে সরকার। কারও কোনও সমস্যায় দ্রুত পদক্ষেপ করা হচ্ছে। মঙ্গলবারই গঙ্গাসাগরে পূণ্যস্নান করতে এসে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন ৭৬ বছর বয়সী ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা রমেশ দুবে। শ্বাসকষ্ট ও হৃদরোগে আক্রান্ত ওই ব্যক্তিকে দুপুরেই গঙ্গাসাগর থেকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স করে ডুমুরজলা হেলিপ্যাড গ্রাউন্ডে নিয়ে আসা হয়। তারপর সেখান থেকে গ্রিন করিডোর করে কলকাতার এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে পাঠানো হয়। অন্যদিকে, লাখান সিং নামে ৭৫ বছর বয়সি মধ্যপ্রদেশের এক বাসিন্দাকেও একইভাবে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে হাওড়ায় নিয়ে আসা হয় এবং এখান থেকে এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছেন, গঙ্গাসাগরে তীর্থযাত্রীদের সহায়তায় ১৪২টি সমাজসেবী সংগঠনের ১০

হাজারের বেশি সমাজসেবক দিনরাত কাজ করে চলেছেন। এছাড়া তিনি 'ই-পরিচয়', 'ই-অনুসন্ধান', 'বন্ধন' সহ একাধিক প্রকল্পের কথা আরও একবার মনে করিয়ে দেন। পুণ্যার্থীদের সুরক্ষার্থে ১৩ হাজারেরও বেশি পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। ৪৪টি ওয়াচ টাওয়ার, ১৮টি অ্যান্টিক্রাইম পেট্রোলিং টিম, ৫০টি ফুট পেট্রোলিং টিম, ১৮টি মিসিং পার্সন স্কোয়াড, ২টি স্নিফার ডগ, ২৮টি রিভার পেট্রোলিং টিম, ২৩টি কো-অর্ডিনেশন টিম দিন-রাত মেলা নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকছে। বেনারসের দশনামী সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্যতম বিখ্যাত আখড়া পঞ্চায়েতি মহানির্বানি আখড়ার মহামন্ডলেশ্বর এবং পশ্চিমবঙ্গের এই অড়প্রধান এবং কুম্ভ মেলার অন্যতম আহ্বায়ক স্বামী পরমাত্মানন্দ বলেন কেন্দ্রীয় অর্থ ছাড়া গঙ্গাসাগরের পৌরাণিক মাহাত্ম্য পূর্ণ মহর্ষি কপিল মুনির সাধনার স্থলের এই ঐতিহ্য রক্ষা করা,যাবেনা। মহাকুম্ভ চলাকালীন স্বামী পরমাত্মানন্দ আজ গঙ্গাসাগর পরিদর্শন করেন এবং পরে তিনি পুরীর গোবর্ধন আশ্রমের শংকরাচার্যের সঙ্গে একটি আলোচনায় বসেন। তিনি বলেন, আমাদের পঞ্চায়েতি মহানির্বানি আখড়ার পরমাধ্য দেবতা মহর্ষি কপিল মুনি। পঞ্চায়েতি মহানির্বানি আখ।ার পক্ষে আমি তাঁর মন্দিরে পূজা এবং শ্রদ্ধার্ঘ জানাতে এসেছি। আমরা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর প্রশংসা করি যেভাবে তিনি সাগরের এই তীর্থ বাঁচানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু কেন্দ্র রাজ্য উভয়ের যৌথ উদ্যোগ ছাড়া এই সমুদ্রের ভাঙন রোধ করা যাবে না। পুরানের এই হাজার হাজার বছরের ইতিহাস আমাদের ধর্মের এবং সংস্কৃতির মেলবন্ধন। এই বিষয়ে খুবই শীঘ্রই পঞ্চায়েতি মহানির্বানি আখড়ার একটি মিটিং বেনারসে হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

গঙ্গা সাগর মেলায় পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে পুণ্য স্নানের পর মন্দিরে দর্শনার্থীদের ভীড়। ছবি অনিকেত নস্কর।

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

প্রসূতি মৃত্যু, সি আই ডি তদন্তভার গ্রহন করেছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি ঃ মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনায় রাজ্য গোয়েঃদা সংস্থা সি আই ডি আজ তদন্তভার গ্রহন করেছে। ভবানী ভবনে কর্মরত একজন ডি এস পি পদমর্যাদার আধিকারিকের নেতৃত্বে দুই সদস্যের প্রতিনিধি দল হাসপাতালে গিয়ে কলেজের অধ্যক্ষ মৌসুমী নন্দী ও সুপার জয়ন্ত রাউত এর সঙ্গে কথা বলেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য এই ঘটনায় সি আই ডি তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ গতকালই নবান্নে জানিয়েছিলেন। তিন দিনের মধ্যে তাদের প্রাথমিক রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

তথ্য কমিশনার পদে নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি ঃ শূন্য থাকা রাজ্যের দুই তথ্য কমিশনার পদে নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। রাজ্য কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতর এক বিজ্ঞপ্তিতে যোগ্য প্রার্থীদের ১১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে আবেদন করার নির্দেশ দিয়েছে। প্রশাসন, সমাজ সেবা, আইন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রভৃতি জ্ঞান ও কাজের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিত্বরা রাজ্য তথ্য কমিশনার পদে নিয়োগের জন্য আবেদন করতে পারবেন। আবেদন জমা পড়ার পর মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন বিশেষ নিয়োগ কমিটি বৈঠকে বসে তথ্য কমিশনারদের নাম চূড়ান্ত করবে।

৫ আইপিএস অফিসারের ডিআইজি স্তরে পদোন্নতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি ঃ এরাজ্যের পাঁচজন আইপিএস অফিসার ডিআইজি স্তরে পদোন্নতি পেয়েছেন। এই মর্মে রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতর বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। সেখানে জানানো হয়েছে, ডেভিড ইভান লেপচা, পঙ্কজকুমার দ্বিবেদী, অভিষেক মোদি, অজিত সিং যাদব এবং গৌরব লাল- এই পাঁচজন আইপিএস অফিসার বর্তমান পদে থেকেই ডিআইজি হিসেবে কাজ করবেন। অন্যদিকে, ২০০৭ ব্যাচের ১০ জন আইপিএস অফিসারকে আইজি পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ওয়াকার রাজা, মিরাজ খালিদ, সুধীরকুমার নীলকান্তম, কঙ্করপ্রসাদ বারুই, শ্যাম সিং প্রমুখ।

পিওকে ছাড়া জম্মু ও কাশ্মীর অসম্পূর্ণ ঃ রাজনাথ

আখনুর, ১৪ জানুয়ারি ঃ পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে) ছাড়া জম্মু ও কাশ্মীর অসম্পূর্ণ। তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। মঙ্গলবার জম্মু ও কাশ্মীরের আখনুরে নবম ' ফোর্সেস ভেটেরেনস ডে' উদযাপন অনুষ্ঠানে রাজনাথ সিং বলেছেন, পিওকে পাকিস্তানের জন্য একটি বিদেশি অঞ্চল ছাড়া আর কিছুই নয়। সন্ত্রাসবাদের কারবার চালানোর জন্য পিওকে-র জমি ব্যবহার করা হচ্ছে। পিওকে-তে সন্ত্রাসী প্রশিক্ষণ শিবির চালানো হচ্ছে।প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং আরও বলেছেন, ১৯৬৫ সালে আখনুরে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল।

দিল্লিতে অনেক নতুন রেল প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে ঃ অশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি ঃ দিল্লিতে অনেক নতুন রেল প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। জানালেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, ১০ বছর আগে ইউপিএ সরকারের অধীনে, দিল্লির জন্য ৯৬ কোটি টাকা রেল বাজেট বরাদ্দ ছিল। এখন বাজেট বরাদ্দ ৫৮২ কোটি টাকা, যা আগের তুলনায় ২৭ শতাংশ বেশি। অনেকগুলি নতুন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে-দিল্লিতে ১৩টি স্টেশন এখন পুনরায় বিকশিত হচ্ছে। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আরও বলেছেন, সফদরজং স্টেশনকে জি ৭ স্তরের স্টেশন হিসাবে পুনর্নির্মাণ করা হবে। ব্রজবাসন রেল স্টেশনটি পশ্চিম ভারতের দিকে যাওয়া ট্রেনগুলির জন্য একটি টার্মিনাল হয়ে উঠবে। হযরত নিজামুদ্দিন রেল স্টেশন যা দক্ষিণগামী ট্রেনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি মেগা টার্মিনাল হিসাবে পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে। আনঃদ বিহার রেলস্টেশনের ধারণক্ষমতা বাড়ানো হচ্ছে। মেট্রো এবং আরআরটিএস পরিষেবাগুলির সঙ্গে রেলের একীকরণের জন্য সেখানে একটি স্কাইওয়াক তৈরি করা হচ্ছে। দিল্লি সরাই রোহিলা এবং দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট রাজস্থান অভিমুখী ট্রেনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন।

আসল ঘটনা যেন আড়াল না করা হয়! প্রসূতি মৃত্যু নিয়ে কীসের ইঙ্গিত কুণালের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারিঃ মেদিনীপুরে প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনায় আরজি কর কাণ্ডের আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তাররা জড়িত থাকতে পারে বলে সোমবারই দাবি করেছিলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ! এও বলেছিলেন, ''সরকারের বিরুদ্ধে কুসা রটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে আবার। আন্দোলন করে হয়নি, এবার অন্য কিছু চেষ্টা করা হচ্ছে।'' মঙ্গলবার ফের এ বিষয়ে টুইটে বড় অভিযোগ করেছেন কুণাল। 'বিভ্রান্তি আর নজর ঘোরানোর খেলা বরদাস্ত করবেন না' আর্জি জানিয়ে কুণালের দাবি, 'আশা করি তদন্ত রিপোর্টে ডাক্তারদের কয়েকজনের এই ভয়ানক কীর্তি উঠে আসবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের যথাযথ শাস্তি হবে'। গত শুক্রবার নিষিদ্ধ স্যালাইনে মৃত্যু হয় মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণার এক গৃহবধূর। আশঙ্কাজনক আরও তিনজনকে ইতিমধ্যে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। গঠন করা হয়েছে মেডিক্যাল বোর্ডও। তবে গোটা ঘটনায় রাজ্যজুড়ে তোলপাড় তৈরি হয়েছে। কুণালের অভিযোগ, বিভ্রান্তি আর নজর ঘোরানোর চেষ্টা হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে টুইটে কুণাল 'আসল ঘটনা'ও তুলে ধরেছেন। টুইটে কুণালের দাবি, ''যে তিনজন সিনিয়র ডাক্তারের ওটি করার কথা ছিল, তাঁরা ছিলেন না। এঁদের মধ্যে একজন বিভিন্ন প্রাইভেটে নার্সিংহোমে ওটি করে বেড়ান। অ্যানাসথেসিয়া বিশেষজ্ঞও ছিলেন না। একজন ফার্স্ট ইয়ার পিজিটি কাজটা করে। দুজন থার্ড ইয়ার পিজিটি ওটি করে। সাহায্য করে ইন্টার্ন। কাঁচা হাতে অ্যানাসথেসিয়া দেওয়ার সময় থেকেই সমস্যা শুরু। পরে সামলাতে গিয়ে জটিলতা বাড়ে। বেগতিক দেখে এর সিনিয়রকে খবর পাঠানো হয়। ততক্ষণে সব জটিল।'' এরপরই কুণালের দাবি, ''ধামাচাপা দেওয়ার তাড়াহুড়োয় একই সময়ে একই ডাক্তার পাশাপাশি দুই টেবিলে দুটো ওটি দেখিয়ে ফেলেছেন রেকর্ডে। প্রসূতি এরপর যখন অসুস্থ হন, এঁরা তাঁর টিকিটে বিস্তারিত রেকর্ড করেনি। এরপর গোটা কেলেঙ্কারি চাপতে স্যালাইন ও অন্যান্য দিকে নজর ঘুরিয়ে সরকারবিরোধী প্রচার করানো হচ্ছে। স্যালাইনে কোনো ত্রুটি থাকলে প্রমাণিত হোক সেটাও। কিন্তু তা দিয়ে যেন আসল কান্ড আড়াল না করা হয়।'' যদিও নেট নাগরিকদের একাংশ কুণালের এই 'অতি সক্রিয়তা' নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের মতে, কুণালই মানুষকে বিভ্রান্ত করে আসল ঘটনার দিক থেকে নজর ঘুরিয়ে দিতে চাইছেন।

'উপরতলার হাত না থাকলে এটা হতে পারে না', কলকাতা পুলিশকে বড় নির্দেশ হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারিঃ বন্ধের পথে ট্রাম। বেশ কয়েক মাসে খবরটা সামনে আসতেই ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছিল কলকাতার নাগরিক মহলে। শহরের ঐতিহ্যবাহী এই পরিবহণ মাধ্যম চালু রাখার দাবিতে উঠতে থাকে আওয়াজ। এবার ট্রাম লাইন বুজিয়ে ফেলা বন্ধ করতে নয়া নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, অবিলম্বে ট্রাম লাইন বুজিয়ে ফেলা বন্ধ করতে হবে। এই সংক্রান্ত ছবি-সহ রিপোর্ট রাজ্যের তরফে জমা করতে হবে আদালতে। ট্রাম যে রাজ্যের ঐতিহ্য তা এদিন বারবার বলতে শোনা যায় বিচারপতিকে। শুনানিতে তাঁর স্পষ্ট পর্যবেক্ষণ, ''ট্রাম রাজ্যের ঐতিহ্য। তা তুলে দেওয়া খুব সহজ কাজ। কিন্তু, রাজ্যকে ট্রাম বাঁচাতে উদ্যোগ

নিতে হবে। বহু দেশে ট্রাম চলে। কোথাও কোথাও রাস্তার একেবারে মাঝখান দিয়ে। রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রয়োজন রাজ্যের ট্রাম বাঁচাতে।'' এরপরই দেন একগুচ্ছ নির্দেশ। যে জায়গাগুলি থেকে ট্রাম লাইন তুলে ফেলার অভিযোগ উঠেছে সেখানে তদন্ত করতে হবে কলকাতা পুলিশকে। আদালতের স্পষ্ট পর্যবেক্ষণ, উপরতলার হাত না থাকলে এইভাবে লাইন বুজিয়ে ফেলা যায় না। এদিনই আবার ট্রাম সংরক্ষণে কমিটির রিপোর্ট জমা পড়েছে হাইকোর্টে। তাতেই রাজ্যের তরফে দাবি করা হয়েছে, সমস্যা সমাধানের জন্য নিয়মিত বৈঠক চলছে। একইসঙ্গে এও জানানো হয়েছে ট্রাম লাইন বুজিয়ে ফেলার নির্দেশ রাজ্যের পরিবহণ দফতরের তরফে দেওয়া হয়নি। কিন্তু, তারপরেও ওই কাজ হল কী করে সেটাই ভাবাচ্ছে আদালতকে।

আইনজীবীরা ঠিকমতো সওয়াল করতে না পারায় জামিন পেলেন না ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময় প্রভু

ঢাকা, ১৪ জানুয়ারি ঃ চট্টগ্রামের নিম্ন আদালতে বারবার শুনানি পিছিয়ে গিয়েছে। শেষমেশ যদিও বা শুনানি হল, আইনজীবীরা ঠিকমতো সওয়াল করতে না পারায় জামিন পেলেন না ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময় প্রভু। নতুন বছরও তাঁকে কারাবন্দি হয়েই থাকতে হল। জামিন খারিজ হওয়ার পর অবশ্য তাঁর আইনজীবীরা উচ্চ আদালতে আপিল করার সিদ্ধান্ত নেন। সেই অনুযায়ী আবেদন জানানো হয় ঢাকা হাই কোর্টে। শোনা গিয়েছে, আগামী সোমবার, ২০ জানুয়ারি সেই মামলার শুনানি হবে হাই কোর্টে। আর এখানেই প্রশ্ন উঠছে, উচ্চ আদালতে কি ন্যায় বিচার পাবেন চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভু? হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকেই বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন চলছেই। তার প্রতিবাদী মুখ হয়ে

উঠেছিলেন ইসকন তথা সম্মিলিত হিন্দু জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী। গত ২৫ নভেম্বর বিকালে তাঁকে ঢাকার বিমানবন্দর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ। ২৬ তারিখ চট্টগ্রামের আদালতে তোলা হয় তাঁকে। আনা হয় রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা। কিন্তু শুনানির আগে পরপর কয়েকবার আইনজীবীরা বাধার মুখে পড়েন, শুনানিতে বাধা পড়ে। নতুন বছরেও চট্টগ্রামের নিম্ন আদালতে শুনানিতে জামিন খারিজ হয় চিন্ময় প্রভুর। এরপরই তাঁর আইনজীবীরা ঢাকার উচ্চ আদালতে যাওয়ার পরিকল্পনা নেন। সেইমতো আপিল করা হয়। অবশেষে ২০ জানুয়ারি হাই কোর্টের শুনানির দিন স্থির হয়। ওই দিন আইনজীবীরা চিন্ময় প্রভুর জামিনের আবেদন জানাবেন। কিন্তু ওয়াকিবহাল মহল সন্দিগ্ধ, ঢাকা হাই কোর্টেও কি আদৌ ন্যায়বিচার মিলবে ইসকনের সন্ন্যাসীর? তাদের আশঙ্কা, কোনও ছলচাতুরিতে তাকে ঠিক জেলবন্দি করে রাখতে চাইবে ইউনুস সরকার।

বিচারকরাই বঞ্চনার শিকার! রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত প্রধান বিচারপতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারিঃ বিচার চাইতে যাঁদের কাছে হাজির হন রাজ্যের মানুষ, সেই বিচারকরাই কিনা বঞ্চনার শিকার! বিশেষত জেলা আদালতগুলির ক্ষেত্রে কোথাও বারের জন্য ঘর নেই। কোথাও আবার বিচারকদের বসার জায়গা নেই! নিম্ন আদালতগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে রাজ্যের গাফিলতি নিয়ে অভিযোগ ছিলই। এবার ভরা এজলাসে এবিষয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা গেল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমকে। ক্ষুব্ধ প্রধান বিচারপতিকে এও বলতে শোনা যায়, ''আর কয়েক মাস প্রধান বিচারপতির পদে রয়েছি। তার মধ্যে রাজ্য যদি পদক্ষেপ না করে তবে রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে আমি যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত!'' ঘটনার সূত্রপাত, রাজ্যের ১১টি জেলা আদালত থেকে পরিকাঠামো সংক্রান্ত বিষয়ে একাধিক অভিযোগ এসেছে প্রধান বিচারপতির কাছে। পরিকাঠামোগত এই সমস্যার সমাধানে আগেই রাজ্যকে নির্দেশও দিয়েছিলেন প্রধান বিচারপতি। এদিন প্রধান বিচারপতির এজলাসে ট্রাম সংক্রান্ত মামলার শুনানি চলছিল। তখনই ঘটনাচক্রে আদালতগুলির পরিকাঠামোর প্রসঙ্গ এসে পড়ে। তারপরই ক্ষুব্ধ প্রধান বিচারপতি রাজ্যের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ''কোথাও বারের ঘর নেই, কোথাও বিচারকদের বসার জায়গা নেই।'' রাজ্যের বিভিন্ন নিম্ন আদালতগুলিতে কর্মচারীর সংখ্যাও প্রয়োজনের তুলনায় কম। এনিয়েও এদিন ক্ষোভ প্রকাশ করেন প্রধান বিচারপতি। প্রসঙ্গত, এই সংক্রান্ত মামলায় এর আগে অস্থায়ীভাবে কর্মী নিয়োগ নিয়েও রাজ্যকে তীব্র ভর্ৎসনা করেছিল আদালত। এদিন প্রধান বিচারপতি কার্যত হুঁশিয়ারির উদ্দেশে রাজ্যেকে বলেন, ''আর কয়েক মাস রয়েছি।'' তারমধ্যে সমস্যার সমাধান না হলে তিনি রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত। তবে এ ব্যাপারে রাজ্যের কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

আপনাদের সেবা করা এখন কর্তব্য, বার্তা ওমর আব্দুল্লাহর

আখনুর, ১৪ জানুয়ারি ঃ আপনাদের সেবা করা এখন আমাদের কর্তব্য, মঙ্গলবার সেনাবাহিনীর অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ। জম্মু ও কাশ্মীরের আখনুরে নবম সশস্ত্র বাহিনী ভেটেরেনস ডে অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ বলেছেন, আপনারা দেশের স্বার্থে সব কিছু দিয়েছেন। নিজেদের ভবিষ্যত অথবা জীবন নিয়ে চিন্তা করেননি এবং আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন এবং দেশ রক্ষা করেছেন। আপনাদের সেবা করা এখন আমাদের কর্তব্য। ওমর আব্দুল্লাহ আরও বলেছেন, আপনার আরামদায়ক জীবনযাপন নিশ্চিত করা আমাদের কর্তব্য। আমরা আমাদের দিক থেকে যথাসাধ্য চেষ্টা করব, যাতে রিজার্ভেশন সম্পূর্ণরূপে নিয়োগে ব্যবহৃত হয়, আপনারা কোনও বাধা ছাড়াই স্কিমগুলির অধীনে প্রয়োজনীয় সমস্ত আর্থিক সহায়তা পান।

শুভেন্দু অদিকারিকের কথাকে বিদ্রুপ পার্থর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারিঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নাকি জেলে বসেই প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় কথা বলেন। শুধু তাই নয়, জেলে বসেই নাকি তিনি একাধিক সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন। বিস্ফোরক এই অভিযোগ করেছিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এবার সেই নিয়েই পাল্টা জবাব দিলেন পার্থ। শুভেন্দুর উদ্দেশ্যে বললেন, পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়। বস্তুত, এ রাজ্যের জেল নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ করছিল বিরোধীরা। জেলে বসেই জঙ্গিরা বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। গুচ্ছ-গুচ্ছ এ হেন অভিযোগ সামনে আসতেই নড়েচড়ে বসে কারা দফতর। উন্নত প্রযুক্তির জ্যামার লাগানোর জন্য সচেষ্ট হয়। এরই মধ্যে সোমবার শুভেন্দু বলেন, 'রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে মোবাইলে কথা বলেন। আমি আগের কথা বলব না। সম্প্রতির কথা বলব। পার্থ যেদিন চান বেলের মোরব্বা খান। যে দিন চান খাসির মাংস খান। গত অষ্টমীতে লুচি-ছোলার ডাল খেয়েছেন। আমি বরাবরই দাবি করি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে এই মামলাগুলি নিয়ে যাওয়া উচিত।' এরপর আজ গাড়িতে ওঠার সময় সাংবাদিকরা পার্থকে প্রশ্ন করেন এই বিষয়ে। সেই সময় উত্তর দিতে গিয়ে তিনি কার্যত বিদ্রুপ করে বলেন, ''পাগলে কি না বলে ছাগলে কি না খায়।'' অর্থাৎ বিষয়টি তিনি যে একেবারেই পাত্তা দিতে নারাজা তা হাবেভাবে বুঝিয়ে দিলেন।

মকর সংক্রান্তির উত্তরায়ণ উৎসবে আমদাবাদের ছাদে ঘুড়ি ওড়ালেন অমিত শাহ

আমেদাবাদ, ১৪ জানুয়ারিঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মঙ্গলবার মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে মেতে উঠলেন ঘুড়ি ওড়ানোর উৎসবে। উত্তরায়ণে তিনি আমদাবাদের শান্তিনিকেতন সোসাইটির ছাদে অন্যদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ওড়ালেন ঘুড়ি। আমদাবাদের সাংসদ ছাদে উঠেই আশপাশের বাড়ির ছাদে অপেক্ষায় থাকা শয়ে শয়ে মানুষের দিকে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। তারপর চোস্ত হাতে ঘুড়ি ওড়ালেন। মকর সংক্রান্তি বা উত্তরায়ণ উপলক্ষে গুজরাতে ঘুড়ি উৎসব এক অতি প্রাচীন প্রথা। এদিন শাহের সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল। সোসাইটির লোকজন তাঁদের সাদরে অভ্যর্থনা জানান। সোসাইটিকে সাজানো হয় রংবেরঙের বেলুন ও ঘুড়ি দিয়ে। করা হয় রঙ্গোলি। প্রতিবেশীরা ঢোল-নাগাড়া নিয়ে অপেক্ষাতেই ছিলেন। তবে শুধু মন্ত্রীদের জন্য নয়, এই ঘুড়ি উৎসবে রাজ্যের সর্বত্রই এইভাবেই আনন্দ পালন করে থাকেন মানুষজন। যা দেখতে বহু মানুষ এই সময় গুজরাত-আমদাবাদ সফরে আসেন। উত্তরায়নে ঘুড়ি উৎসবে আমদাবাদের আকাশ-বাতাস জুড়ে এদিন ছিল চিল-চিৎকার কাই পো

চে অর্থাৎ ভোঁকাট্টা। গোটা আকাশে যেন লাখে লাখে রঙের বিন্দু উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল। দুদিন ধরে চলবে এই ঘুড়ি উৎসব। বিশেষত পুরনো আমদাবাদে। সে কারণে এই উসবকে ঘিরে ইদানীং বেড়ে উঠেছে 'ছাদ ব্যবসা'র রমরমা। প্রতি বছর এই উৎসবের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকায় প্রতিযোগীর সংখ্যাও বাড়তে শুরু করেছে। কিন্তু প্রতিযোগিতার জায়গার অভাব পড়তেই শুরু হয়ে গিয়েছে গুজরাতি বেনিয়াদের বেওসার মনোভাব। তাই বাড়ির ছাদ ভাড়া দিচ্ছেন অনেকেই। শুধু সেই প্রতিযোগিতা দেখার জন্য নয়, প্রতিযোগীদের জন্যও ছাদ ভাড়া দেওয়া হচ্ছে। এর জন্য আগাম বুকিংও করতে হচ্ছে। এই পর্যটনকে কেন্দ্র করে এজেন্টদের রমরমাও বাড়ছে সেখানে। প্যাকেজ হিসাবে মেলে ধরা হচ্ছে। সেই প্যাকেজে অতিথিদের দেওয়া হচ্ছে নানা রকম তরল পানীয়, মুখরোচক খাবার। ব্যবস্থা করা হচ্ছে গানের। থাকছে গা-হাত-পা মাসাজ করার লোকও। কয়েক বছর আগে এই ব্যবসা শুরু হয়। গুজরাতে ঘুড়ি অন্যতম বড় ব্যবসা। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানাচ্ছে, দেশের ৪০ শতাংশ ঘুড়ি তৈরি হয় এই রাজ্যে। ঘুড়ি ওড়ানোর জন্যও পুরনো আমদাবাদ বেশ জনপ্রিয় ওই রাজ্যে। সেখানে ৪০০-৫০০টি এমন ছাদ রয়েছে যেগুলি ভাড়া দেওয়া হয়। মকর সংক্রান্তির দু'দিনে এই পর্যটন থেকে এক একজন বাড়ির মালিক এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করেন বলে স্থানীয় সূত্রের দাবি।

মহাকুম্ভের দ্বিতীয় দিন, অমৃতস্নান করলেন বিপুল সংখ্যক ভক্ত

প্রয়াগরাজ, ১৪ জানুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে দ্বিতীয় দিনে পড়ল মহাকুম্ভ মেলা ২০২৫। সাধু ও সন্তদের সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষ মঙ্গলবার ভোর থেকেই প্রয়াগরাজের ত্রিবেণী সঙ্গমে অমৃত স্নান করেন। মকর সংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে মঙ্গলবারই ত্রিবেণী সঙ্গমে প্রথম অমৃতস্নান করেছেন পুণ্যার্থীরা। দেশ-বিদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ আস্থার ডুব দিয়েছেন।মহানির্বাণী পঞ্চায়েতি আখড়ার সন্তরা প্রথম অমৃত স্নানের আগে শোভাযাত্রা করে ত্রিবেণী সঙ্গমে আসেন। পঞ্চায়েতি আখড়া মহানির্বাণীর শ্রী কমলানন্দ গিরি মহারাজ বলেছেন, এটি একটি পরম্পরা রয়েছে, সব আখড়া একের পর এক পুণ্যস্নান করে। শম্ভু পঞ্চায়েতি অটল আখড়ার নাগা বাবা প্রমোদ গিরি বলেছেন, এটা আমাদের জন্য আনন্দের বিষয় যে শম্ভু পঞ্চায়েতি অটল আখড়া এবং মহানির্বাণী পঞ্চায়েতি আখড়া একসঙ্গে শাহী (অমৃত) স্নানের জন্য যাচ্ছে। উল্লেখ্য, সনাতন ধর্মের ১৩টি আখড়ার সাধুরা ত্রিবেণী সঙ্গমে পবিত্র স্নান করবেন।

ভিল্লুপুরমে লাইনচ্যুত ট্রেনের ৫টি বগি, সমস্ত যাত্রী সুরক্ষিত

ভিল্লুপুরম, ১৪ জানুয়ারি ঃ তামিলনাড়ুর ভিল্লুপুরম রেল স্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত হয়ে গেল একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন। ভিল্লুপুরম থেকে পুদুচেরিগামী ট্রেনের ৫টি বগি লাইনচ্যুত হয়ে গিয়েছে। পিআরও রেল (চেন্নাই) জানিয়েছে, মঙ্গলবার ভিল্লুপুরম থেকে পুদুচেরিগামী প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ৫টি বগি লাইনচ্যুত হয়ে গিয়েছে। বিকট শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনটি থেমে যাওয়ায় বড় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে। ট্রেন থেকে সব যাত্রীকে নিরাপদে বের করে আনা হয়েছে।রেলের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, রেলের কর্মীরা এবং প্রকৌশলীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন এবং লাইনচ্যুত ট্রেনটি মেরামতের জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন। প্রযুক্তিগত ত্রুটি নাকি নাশকতা, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ভিল্লুপুরম রেল তদন্ত শুরু করেছে।

ঘন কুয়াশায় অস্পষ্ট তাজমহল, দিল্লি-সহ উত্তর ভারত শীতে কাঁবু

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি ঃ ঘন কুয়াশা থেকে মঙ্গলবারও মুক্তি পেল না দিল্লি, একইরকম অবস্থা উত্তর প্রদেশ-সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে। মঙ্গলবার সকালেও কুয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন ছিল রাজধানী দিল্লি, তাজনগরী আগ্রাও কুয়াশার কবলে ছিল। কুয়াশা এতটাই বেশি ছিল যে, দৃশ্যমানতার অভাবে এদিন সকালে তাজ ভিউ পয়েন্ট থেকে অস্পষ্ট দেখা গিয়েছে তাজমহলকে।কুয়াশার পাশাপাশি শীতের দাপট এখনও রয়েছে উত্তর ভারতে। কনকনে ঠান্ডা অনুভূত হয়েছে দিল্লি, উত্তর প্রদেশে। রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশেও এদিন সকালে জমজমাট ঠান্ডা ছিল। ঘন কুয়াশার কারণে মধ্যপ্রদেশের আগর মালওয়াতে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়েছে।

বিহারে ২১৬ লিটার নেপালি দেশি মদ উদ্ধার

আরারিয়া, ১৪ জানুয়ারি ঃ বিহারের আরারিয়ায় ২১৬ লিটার নেপালি মদ এবং ৩ টি চুরি যাওয়া বাইকের সঙ্গে দুই পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ভারত-নেপাল সীমান্ত এলাকায় টহলদারি চালিয়ে সেখানে অভিযান চালানো হয়। শনিবার পুলিশকে দেখে পালানোর চেষ্টা করে তারা। গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় দুই জনকে ধরে ফেলে পুলিশ।এক

পূর্বাভাসের নির্ভুলতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হবে, আশ্বাস মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্রর

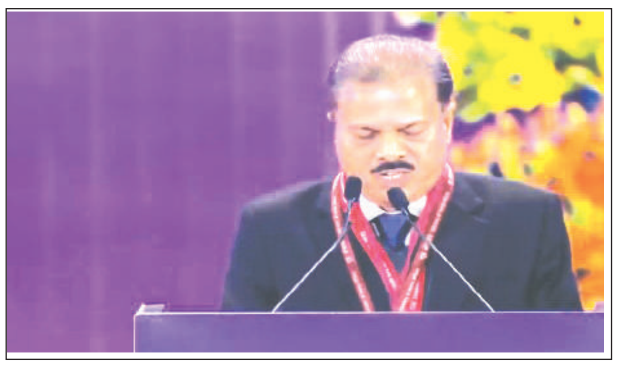

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি ঃ বড় আশ্বাস দিলেন ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)-এর ডিজি ডঃ মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র। তিনি বলেছেন, আমরা আশ্বস্ত করতে পারি, এক অথবা দুই বছরের মধ্যে পূর্বাভাসের নির্ভুলতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হবে। যে কোনও স্থানীয়. গুরুতর আবহাওয়ার ঘটনা শনাক্ত করা যাবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার দিল্লির ভারত মণ্ডপমে ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের ১৫০-তম প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং এবং বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার মহাসচিব সেলেস্ট সাওলোও। ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের ১৫০-তম প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে আইএমডি-র ডিজি মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র বলেছেন, আবহাওয়া ও জলবায়ুর ভবিষ্যদ্বাণীতে রূপান্তরমূলক পরিবর্তন আনতে আমরা এক বছর, পরবর্তী ৫ বছর এবং ২০৪৭ সালের জন্য একটি পরিকল্পনা করেছি। প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেছেন, ভারতীয় আবহাওয়া দফতর, ভূ-বিজ্ঞান মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে আইএমডি-র ১৫০-তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাতে পেরে সম্মানিত বোধ করছি। মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র আরও বলেছেন, পর্যবেক্ষণ ও পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতি হল স্থিতিস্থাপকতা এবং উদ্ভাবনের একটি বর্ণনা, যা জীবন ও সম্পত্তির সুরক্ষা এবং সমাজের কল্যাণের দিকে পরিচালিত করে।

ভারত যে কোনও আবহাওয়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে প্রস্তুতঃজিতেন্দ্র সিং

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়াই ঃ ভারত যে কোনও আবহাওয়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে প্রস্তুত। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। মঙ্গলবার দিল্লির ভারত মণ্ডপমে অনুষ্ঠিত ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)-এর ১৫০-তম প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে জিতেন্দ্র সিং বলেছেন, গত ১০ বছরে, আবহাওয়ার পূর্বাভাসের যথার্থতা ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন আমাদের ইনস্টলেশনগুলি শুধুমাত্র আইএমডি কেন্দ্রগুলিতে সীমাবদ্ধ নয়, এখন আমাদের স্থাপনাগুলি মহাকাশ, স্থল এবং সমুদ্রে রয়েছে।জিতেন্দ্র সিং আরও বলেছেন, মিশন মৌসমের লক্ষ্য হল বিশ্ব-মানের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা, আবহাওয়ার জন্য প্রস্তুত এমন ভারত তৈরি করা। এর মানে প্রত্যাশিত অথবা অপ্রত্যাশিত, ভারত যে কোনও আবহাওয়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে প্রস্তুত। জিতেন্দ্র সিং বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে মন্ত্রটি হল আর 'আজ আবহাওয়া কী হবে' নয় বরং 'আজ আবহাওয়া কী করবে'।

বিকশিত ভারতের লক্ষ্য অর্জনে প্রতিটি নাগরিকের অঙ্গীকার প্রয়োজনঃসেনাপ্রধান

আখনুর, ১৪ জানুয়ারি ঃ বিকশিত ভারতের লক্ষ্য অর্জনে প্রতিটি নাগরিকের অঙ্গীকার প্রযোজন। জোর দিয়ে বললেন সেনাপ্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদী। মঙ্গলবার জম্মু ও কাশ্মীরের আখনুরে অনুষ্ঠিত নবমতম ' আর্মড ফোর্সেস ভেটেরেনস ডে' উদযাপন অনুষ্ঠানে সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী বলেছেন, এই বিশেষ দিনে আমরা সেই সমস্ত সাহসী যোদ্ধাদের শ্রদ্ধা জানানোর সুযোগ পেয়েছি, যারা দেশের সেবায় নিজেদের মূল্যবান সময় উৎসর্গ করেছেন।সেনাপ্রধান দ্বিবেদী আরও বলেছেন, আপনারা সবাই আমাদের সমাজ ও দেশের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। আমাদের দেশ এখন বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য, প্রতিটি নাগরিকের অঙ্গীকার প্রযোজন। রাজ্য সরকারগুলির সামনে সক্রিয়ভাবে সেনাবাহিনীর স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হচ্ছে।সেনাপ্রধান দ্বিবেদী বলেছেন, এই প্রচেষ্টার অনেক দিক রযেছে যা সমান্তরালভাবে অনুসরণ করা প্রযোজন। প্রথমত, প্রাক্তন সৈন্যদের কাজকর্মে সম্পৃক্ত করে রাজ্য কীভাবে উপকৃত হতে পারে এবং দ্বিতীযত, স্বীকৃতি এবং অবদানের একটি সম্পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা যা প্রাক্তন সৈনিক এবং রাজ্য সরকার উভযের জন্যই জয. পরিস্থিতি তৈরি করবে। জেলা পর্যাযেও এই ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে।

দিল্লিতে অনেক নতুন রেল প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছেঃঅশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি ঃ দিল্লিতে অনেক নতুন রেল প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। জানালেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, ১০ বছর আগে ইউপিএ সরকারের অধীনে, দিল্লির জন্য ৯৬ কোটি টাকা রেল বাজেট বরাদ্দ ছিল। এখন বাজেট বরাদ্দ ৫৮২ কোটি টাকা, যা আগের তুলনায় ২৭ শতাংশ বেশি। অনেকগুলি নতুন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে - দিল্লিতে ১৩টি স্টেশন এখন পুনরায় বিকশিত হচ্ছে।রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আরও বলেছেন, সফদরজং স্টেশনকে জি ৭ স্তরের স্টেশন হিসাবে পুনর্নির্মাণ করা হবে। ব্রজবাসন রেল স্টেশনটি পশ্চিম ভারতের দিকে যাওয়া ট্রেনগুলির জন্য একটি টার্মিনাল হযে.উঠবে। হয়ত নিজামুদ্দিন রেল স্টেশন যা দক্ষিণগামী ট্রেনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি মেগা টার্মিনাল হিসাবে পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে। আনন্দ বিহার রেলস্টেশনের ধারণক্ষমতা বাড়ানো হচ্ছে। মেট্রো এবং আরআরটিএস পরিষেবাগুলির সঙ্গে রেলের একীকরণের জন্য সেখানে একটি স্কাইওয়াক তৈরি করা হচ্ছে। দিল্লি সরাই রোহিলা এবং দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট রাজস্থান অভিমুখী ট্রেনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন।

আপনাদের সেবা করা এখন কর্তব্য, সেনাবাহিনীর অনুষ্ঠানে বার্তা ওমর আব্দুল্লাহর

আখনুর, ১৪ জানুয়ারি ঃ আপনাদের সেবা করা এখন আমাদের কর্তব্য, মঙ্গলবার সেনাবাহিনীর অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ। জম্মু ও কাশ্মীরের আখনুরে নবম সশস্ত্র বাহিনী ভেটেরেনস ডে অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ বলেছেন, আপনারা দেশের স্বার্থে সব কিছু দিয়েছেন। নিজেদের ভবিষ্যত অথবা জীবন নিয়ে চিন্তা করেননি এবং আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন এবং দেশ রক্ষা করেছেন। আপনাদের সেবা করা এখন আমাদের কর্তব্য।ওমর আব্দুল্লাহ আরও বলেছেন, আপনার আরামদায়ক জীবনযাপন নিশ্চিত করা আমাদের কর্তব্য। আমরা আমাদের দিক থেকে যথাসাধ্য চেষ্টা করব, যাতে রিজার্ভেশন সম্পূর্ণরূপে নিযোগে ব্যবহৃত হয, আপনারা কোনও বাধা ছাড়াই স্কিমগুলির অধীনে প্রয়োজনীয় সমস্ত আর্থিক সহায়তা পান।

সিরিয়ার ঘটনাবলীর যৌথ কমান্ড রুম আমেরিকা ও ইহুদিবাদী ইসরাইলেঃসর্বোচ্চ নেতা

ইরান,১৪ জানুয়ারিঃইরানের সর্বোচ্চ নেতা বলেছেনঃসিরিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর মূল ষড়যন্ত্রকারী এবং চক্রান্তকারী, মূল হোতা হলো আমেরিকা ও ইহুদিবাদী ইসরাইল। চক্রান্তের প্রধান কমান্ড রুম আমেরিকা ও ইহুদিবাদী ইসরাইলে রয়েছে।এইসব ঘটনা নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি যে তাদের হাতে সে সম্পর্কে আমাদের কাছে প্রমাণ রয়েছে। এসব প্রমাণ নিয়ে সংঃদেহের কোনো অবকাশ নেই।তাসনিম নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, আজ (১১ ডিসেম্বর বুধবার) ইমাম খোমেনি হোসাইনিয়ায় ইসলামি ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আযাতুল্লাহিল উজমা খামেনেয়ীর সঙ্গে দেশের বিভিন্ন স্তরের হাজার হাজার মানুষ সাক্ষা করেছেন।এতে কোনো সংঃদহ নেই যে সিরিয়ায় যা ঘটেছে তা আমেরিকা ও ইসরাইলের যৌথ পরিকল্পনার ফসল। হ্যাঁ, সিরিয়ার একটি প্রতিবেশী সরকার এ ক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট ভূমিকা পালন করেছে এবং করে যাচ্ছে- সবাই তা দেখছে। কিন্তু নিঃসন্দেহে মূল ষড়যন্ত্রকারী এবং চক্রান্তকারী আমেরিকা ও ইহুদিবাদী ইসরাইল। তিনি সিরিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর সাথে ইহুদিবাদী ও আমেরিকার আচরণকে এর অন্যতম প্রমাণ হিসেবে অভিহিত করে বলেনঃতারা যদি সিরিয়ার ঘটনার মূল হোতা না হয়ে থাকে, তাহলে অন্যান্য দেশের মত তারা কেন নীরব থাকল না? কেন তারা শত শত স্থাপনা, বিভিন্ন কেন্দ্রের অবকাঠামো, বিমানবন্দর, গবেষণা কেন্দ্র, বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ সিরিয়ার বিভিন্ন এলাকায় বোমাবর্ষণ করার মতো অযাচিত হস্তক্ষেপ করলো?ঘটনার প্রথম দু'য়েক দিনেই সিরিযার ৭৫টি পয়েন্টে হামলার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করেছে আমেরিকা। বিপ্লবের নেতা এ প্রসঙ্গে বলেনঃতাদের পাশাপাশি ইহুদিবাদীরাও সিরিয়ার ভূমি দখল করে তাদের ট্যাংক নিয়ে দামেস্কের কাছাকাছি চলে এসেছে। যেই আমেরিকা অন্যান্য দেশের ছোটখাটো সীমান্ত লঙ্ঘনের ঘটনায় অনেক বেশি সংবেদনশীলতা দেখায়, তারা একটু প্রতিবাদও তো করলো না, উল্টো বরং তারা সাহায্য করেছে। তো, সিরিয়ার এই ঘটনায. কি প্রমাণ হয় না যে এইসব দুর্ঘটনার পেছনে তাদের হাত রয়েছে?হজরত আয়াতুল্লাহিল উজমা খামেনেয়ী সিরিয়ার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইহুদিবাদীদের জড়িত থাকার আরেকটি প্রমাণ ব্যাখ্যা করে বলেনঃ শেষের দিনগুলোতে সিরিয়ার একটি অঞ্চলের জনগণের জন্য-বিশেষ করে জয়নাবিয়াহ-এলাকার জন্য কিছু সাহায্য ও ত্রাণ পাঠানোর কথা ছিল। কিন্তু ইহুদিবাদীরা সমস্ত স্থলপথ এবং বিমানপথ বন্ধ করে দেয়। আমেরিকা এবং ইহুদিবাদীরা ওই সাহায্যগুলোকে ফ্লাইটের মাধ্যমেও আকাশপথে স্থানান্তর করতে দেয় নি। যদি তারা সিরিয়ার ঘটনার নেপথ্যে না থাকবে এবং কোন সন্ত্রাসী বা সশস্ত্র গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে সিরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করবে, তাহলে তারা সিরিয়ার জনগণকে সাহায্য করা বন্ধ করল কেন?সর্বোচ্চ নেতা বলেনঃপ্রতিরোধ ফ্রন্টের বৈশিষ্ট্য হলোঃযত বেশি ধাক্কা দেবেন, তত তারা শক্তিশালী হবে। যত বেশি অপরাধযজ্ঞ চালাবেন, তত বেশি উদ্যমী হবে। আপনি তাদের সাথে যত বেশি লড়াই করবেন, তত বেশি তারা বিস্তৃত হবে। আমি আপনাদের বলতে চাই, মহান আল্লাহর ইচ্ছায় প্রতিরোধ ফ্রন্ট্রের পরিধি গোটা পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলকে আগের চেয়ে বেশি আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলবে। এই পুরো অঞ্চলে প্রতিরোধ ফ্রন্ট আগের চেওে অনেক বেশি শক্তিশালী হবে।প্রতিরোধের অর্থ সম্পর্কে যার বিন্দুমাত্র ধারনা নেই, তারা মনে মনে ভাবে, যখন প্রতিরোধ ফ্রন্ট দুর্বল হয়ে পড়েছে, তখন ইসলামি ইরানও দুর্বল হয়ে পড়বে। আমি আপনাদের দৃ।তার সঙ্গে জানাতে চাই, সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইচ্ছায়, ইরান অনেক শক্তিশালী এবং সামনের দিকে আরো বেশি শক্তিশালী হবে ইনশাআল্লাহ।অবশ্য যেসব আগ্রাসীর কথা উল্লেখ করলাম তাদের প্রত্যেকেরই একটি উদ্দেশ্য আছে। তাদের লক্ষ্য ভিন্ন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ সিরিযার উত্তর বা সিরিযার দক্ষিণ থেকে ভূমি দখল করতে চাচ্ছে, আমেরিকা এ অঞ্চলে তাদের অবস্থান মজবুত করতে চাচ্ছে,এগুলোই তাদের লক্ষ্য। সময়মতো দেখা যাবে তাদের এইসব লক্ষ্যের কোনোটাই অর্জিত হবে না ইনশাআল্লাহ। সিরিযার দখলকৃত এলাকা মুক্ত হবে উদ্যমী সিরিয়ান যুবকদের মাধ্যমে এটা যে ঘটবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমেরিকার অবস্থানও মজবুত হবে না, আল্লাহর রহমতে, আমেরিকাকেও প্রতিরোধ ফ্রন্টের মাধ্যমে এ অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করা হবে।তিনি গত ১৪ মাসের চাপে হিজবুল্লাহ, হামাস, ইসলামি জিহাদ এবং অন্যান্য ফিলিস্তিনি বাহিনী শক্তিশালী হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। এই শক্তিশালী হবার ঘটনাকে সত্যের চিহ্ন হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেনঃবিপর্যয়ের চাপ এবং সাইয়েদ হাসান নাসরুল্লাহকে হারানোর ক্ষতি খুব ভারী ছিল, কিন্তু হিজবুল্লাহর শক্তি এবং মুষ্টি আরো বেশি শক্তিশালী হয়েছে এবং এই সত্য উপলব্ধি করে তারা যুদ্ধবিরতি চাইতে বাধ্য হয়েছে।তিনি ইহুদিবাদীদের সঙ্গে গাঁটছা৷ বাঁধাকে জাতিগুলোর জন্য লাল রেখা বলে উল্লেখ করে বলেনঃ ইহুদিবাদী এবং তাদের সহযোগীদের জানা উচিত ঐশি নিয়ম অনুসারে অপরাধ কখনও বিজয় নিয়ে আসে না। আজ সেই ঐশি নীতি এবং ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটছে গাজা, জর্দান নদীর পশ্চিম তীর এবং লেবাননে।বহু বছর ধরে সিরিয়ায় ইরানের উপস্থিতির কথা উল্লেখ করে সর্বোচ্চ নেতা বলেনঃ একটি বিষয় যা অধিকাংশ তরুণ-তরুণীই জানে না তা হলো, সিরিয়া সরকারকে আমাদের সাহায্যের আগে, অর্থাৎ পবিত্র প্রতিরক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে যখন সবাই সাদ্দামের পক্ষে এবং আমাদের বিপক্ষে কাজ করছিল, সিরিয়া সরকার তখন ইরানকে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা দিয়েছিল। সিরিয়া সরকার ওই সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ নিয়ে ইরাক থেকে ভূমধ্যসাগরে তেলের পাইপলাইন বন্ধ করে দেয় এবং সাদ্দামকে তার আয় থেকে বঞ্চিত করে।তিনি সিরিয়া ও ইরাকে ইরানি যুবকদের উপস্থিতি এবং কিছু ইরানি কমান্ডারের উপস্থিতির কারণ হিসেবে আইএসআইএস মোকাবেলার কথা উল্লেখ করে বলেনঃআইএসআইএস ছিল নিরাপত্তাহীনতার একটি বোমা। তারা সিরিয়া ও ইরাককে নিরাপত্তাহীন করার পর আমাদের দেশকেও নিরাপত্তাহীন করার চূড়ান্ত লক্ষ্যে কাজ করছিল।আমাদের কর্মকর্তারা খুব দ্রুত বুঝতে পেরেছিলেন যে আইএসআইএসের সন্ত্রাসীযাত্রা বন্ধ করা না হলে নিরাপত্তাহীনতা পুরো ইরানকে ছেয়ে ফেলবে। তাদের সন্ত্রাসী বিপর্যয়ের উদাহরণ আপনারা আমাদের সংসদ, শাহচেরাগ এবং কেরমানের ঘটনাগুলোতে দেখেছেন।সিরিয়ার ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়ের কথা তুলে ধরে তিনি বলেনঃপ্রথম শিক্ষা হল শত্রুকে অবহেলা না করা। সিরিয়ায় শত্রুরা খুব দ্রুত কাজ করেছে কিন্তু তাদেরকে গোয়েন্দা রিপোর্ট আগেই দেওয়া উচিত ছিল এবং তা প্রতিরোধ করা উচিত ছিল। আমাদের গোয়েন্দা সংস্থা কয়েক মাস আগে সিরিয়ার কর্তৃপক্ষকে সতর্কবার্তা পাঠিয়েছিল। আয়াতুল্লাহিল উজমা খামেনেয়ী আরও বলেনঃ ইসলামি বিপ্লবের ৪৬ বছরে আমরা ছোট-বা৷ অনেক কঠিন ঘটনা ও পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গেছি, যেমন সাদ্দামের বিমান তেহরান বিমানবন্দরে বোমাবর্ষণ করেছিল এবং জনগণের হৃদয়ে ভীতি সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু সমস্ত তিক্ত ঘটনার মুখোমুখি হবার পরও ইসলামী প্রজাতন্ত্র এক মুহূর্তের জন্যও নিষ্ক্রিয় হয় নি।সর্বোচ্চ নেতা তাঁর বক্তৃতার শেষে ইরানের জনগণকে সক্রিয় ও সদাপ্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেনঃ আল্লাহর রহমতে এ অঞ্চলে ইহুদিবাদ এবং তাদের পশ্চিমা খবিসদের মূল উপাটন করা হবে।

গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নান, সাধু-সন্তদের সঙ্গে সাগরে ডুব দিলেন অগণিত ভক্ত

গঙ্গাসাগর, ১৪ জানুয়ারি ঃ কথাতেই আছে সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার। প্রতিবারের মতো এবারও অন্যথা হল না, মকর সংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে গঙ্গাসাগরে আস্থার ডুব দিলেন অসংখ্য ভক্ত। সাধু-সন্তদের সঙ্গে গঙ্গাসাগরে ডুব দিয়েছেন দেশ তথা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত পুণ্যার্থীরা। গঙ্গাসাগরে অমৃত স্নানের পর কপিল মুনির আশ্রমে পুজো দিয়েছেন ভক্তরা।মহাকুম্ভ থাকায় এবার গঙ্গাসাগরে ভি। তুলনামূলক একটু কম, তবুও কম বলা যাবে না। মঙ্গলবার ভোর থেকেই গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নান করেছেন বহু মানুষ। এরপর রীতি মেনে পুজো দেন কপিল মুনির আশ্রমে। এই মেলাকে ঘিরে কড়া নিরাপত্তার বঃদোবস্ত করা হয়েছে। পর্যাপ্ত চিকিৎসক, এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স, ওয়াটার অ্যাম্বুল্যান্স এবং প্যারামেডিক্যাল কর্মীর বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

পিছিয়ে গেল ইউজিসি-নেট -এর পরীক্ষা, নতুন দিন জানানো হয়নি

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি ঃ গত ৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে ইউজিসি-নেট পরীক্ষা। চলবে ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত। কিন্তু পোঙ্গাল-সহ আরও কয়েকটি উৎসবের জন্য আগামী ১৫ জানুয়ারির পরীক্ষাটি পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এনটিএ ইতিমধ্যেই একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে এ কথা জানিয়েছে। পরীক্ষার নতুন দিন এখনও জানানো হয়নি।ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি মঙ্গলবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে, ১৫ জানুয়ারি, বুধবার যে পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল, তা পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তবে, ১৬ জানুয়ারির পরীক্ষা হবে। ১৫ তারিখের পরীক্ষা কবে হবে, তাও শীঘ্রই জানিয়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে এনটিএ।

কংগ্রেসকে কিছু গুরুতর আত্মদর্শন করতে হবেঃডি রাজা

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি ঃইন্ডি জোটের অস্তিত্ব এখন প্রশ্ন উঠছে, বিরোধীরাই কংগ্রেসকে দুষছে। এমতাবস্থায় সিপিআই-এর সাধারণ সম্পাদক ডি রাজা বলেছেন, কংগ্রেসকে কিছু গুরুতর আত্মদর্শন করতে হবে। ডি রাজা শনিবার বলেছেন, কংগ্রেস ভারতের বৃহত্তম ধর্মনিরপেক্ষ দল। যখন ইন্ডি জোট গঠিত হয, আমরা চেয়ারপার্সনের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং এটা সম্মত হয়েছিল যে মল্লিকার্জুন খা।গে ইন্ডি জোটের চেয়ারপার্সন হবেন।ডি রাজা আরও বলেছেন, লোকসভা নির্বাচনের পর, যখন বুথ ফেরত সমীক্ষা বেরোয়, ঠিক সেই দিনই মল্লিকার্জুন খাড়গের বাড়িতে বৈঠক হয়েছিল। এরপর আর কোনও বৈঠক হয়নি। বেশ কয়েকটি বিধানসভা নির্বাচন হযেছে, কিন্তু আসন ভাগাভাগির কোনও উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল না। দিল্লি নির্বাচনে সবাই ঘোষণা করেছে যে তারা স্বাধীনভাবে লড়বে। তাই কংগ্রেসকে কিছু গুরুতর আত্মদর্শন করতে

এখন ভারতের অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ, স্পেনে দাবি জয়শঙ্করের

মাদ্রিদ, ১৪ জানুয়ারিঃএখন ভারতের অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ, স্পেনের মাদ্রিদে এমনটাই দাবি করলেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। মঙ্গলবার মাদ্রিদে প্রবাসী ভারতীয়দের এক অনুষ্ঠানে বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর বলেছেন, এখন ভারতের অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান বিশ্বের পরিস্থিতি দেখে বিশ্বের সব দেশই মনে করে যে ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা অনেক দেশের স্বার্থে।এস জয়শঙ্কর আরও বলেছেন, এখন খুব কম দেশ আছে, যারা রাশিযা. এবং ইউক্রেনের সঙ্গে কথা বলার অবস্থানে আছে, ইজরায়েল এবং ইরানের সঙ্গে কথা বলার অবস্থানে রযেছে এবং প্রধানমন্ত্রী মোদী উভযই করতেই সক্ষম। খুব কম দেশ যারা একটি অবস্থানে রযেছে কোয়াডের সদস্য হতে এবং ব্রিকসের সদস্য হতে। এটি এমন কিছু যা খুবই অনন্য। আপনারা যদি এখন বিশ্বের দিকে তাকান, এটি একটি অত্যন্ত মেরুকৃত বিশ্ব। সুতরাং একটি মেরুকৃত বিশ্বে, আমরা এমন একটি দেশ যা সবকা সাথ, সবকা বিকাশ এবং সবকা বিশ্বাসকে বিশ্বে নিয়ে.যেতে সক্ষম। উল্লেখ্য, বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর এখন স্পেন সফরে রয়েছেন। এই সফরে তাঁর বেশ কিছু কমসূচি রয়েছে। ভারতের বিদেশমন্ত্রী হিসেবে জয়শঙ্করের এটাই প্রথম স্পেন সফর।

দাবানলঃলস অ্যাঞ্জেলেস ক্রীড়া দলগুলি ৮ মিলিয়ন ডলার দান করবে ত্রাণে

লস অ্যাঞ্জেলেস, ১৪ জানুয়ারি ঃ সোমবার ১২টি লস অ্যাঞ্জেলেস প্রো স্পোর্টস দল লস অ্যাঞ্জেলেস দাবানলে অগ্নিকাণ্ডে বিধ্বস্তদের সহাযতার জন্য সম্মিলিত ৮ মিলিয়ন ডলার দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।অ্যাঞ্জেল সিটি এফসি, অ্যাঞ্জেলস, চার্জারস, ক্লিপারস, ডজার্স, হাঁস, গ্যালাক্সি, কিংস, এলএএফসি, লেকারস, রামস এবং স্পার্কস আমেরিকান রেড ক্রস, লস অ্যাঞ্জেলেস ফাযার ডিপার্টমেন্ট ফাউন্ডেশন এবং অন্যান্যরা ত্রাণ সংস্থাগুলিতে অবদান রাখবে বলে জানিয়েছে।ফ্যানাটিকস, ক্রীড়া পোশাক প্রতিষ্ঠান এবং ফ্যান গিযার স্টোর, ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ৩ মিলিয়ন ডলার মূল্যের ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করবে। এই সঙ্গে তারা শহরের চারপাশে ত্রাণস্থলে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি কিট, স্কুলের জিনিস সরবরাহ, স্নিকার্স এবং আরও অনেক কিছু বিতরণ করবে।

গেইল মনফিলস ফেডেরারের রেকর্ড ভাঙলেন

অকল্যান্ড, ১৪ জানুয়ারি ঃ গত শনিবার অকল্যান্ডে জিজু বার্গসকে ৬-৩, ৬-৪ এ হারিয়ে এটিপি ট্যুর শিরোপা জেতার সবচেয়ে বযস্ক খেলোয়াড় হয়েছেন গেইল মনফিলস। মনফিলস অকল্যান্ডে ৩৮ বছর এবং ১৩২ দিন বয়সে তাঁর ১৩তম সফরের শিরোপা জয় করেছেন। রজার ফেডেরার ২০১৯ সালে যখন বাসেলে সুইস ইনডোর শিরোপা জিতেছিলেন তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৮ বছর ৭৪ দিন।মনফিলস ২০২৩ সালে স্টকহোম ওপেনের পর এই শিরোপা জয় করতে আগ্রাসন এবং দৃঢ়তা দেখিযেছিলেন। তিনি বর্তমানে ৫২তম স্থানে রয়েছেন এবং এটিপি ট্যুরের ইতিহাসে শীর্ষ একশত স্থান পাওয়া সবচেয়ে বযস্ক খেলোযাড়। অকল্যান্ড ট্রফি জয়ের পর, মনফিলস ফ্লাইটে মেলবোর্ন চলে

আবহাওয়া

আগামী কয়েকদিনে বেশ কয়েক ডিগ্রি পারদ পতন হবে বলে ইঙ্গিত হাওয়া অফিসের। পূর্বাভাস, আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় তাপমাত্রা বেশ কয়েক ডিগ্রি নামতে পারে। রাতের তাপমাত্রাতেও পতন হতে পারে। কলকাতায় বৃহস্পতিবার তাপমাত্রা ১৩ ডিগ্রির আশেপাশে থাকার সম্ভাবনা। সারাদিনই মূলত শীতের কনকনে ভাব অনুভূত হবে। বৃহস্পতিবার ভোরে কিছু জায়গা কুয়াশাচ্ছন্ন হলেও, বেলায় পরিষ্কার থাকবে আকাশ। দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ২১ ডিগ্রি এবং ১২ ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বোচ্চ ৯২ শতাংশ, সর্বনিম্ন ৫৪ শতাংশ ।জোয়ার-সকাল ৮ টা ৫৫ মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫৫ মিনিট। ভাটা-সকাল ৮ টা ৫৫মনিট এবং রাত ২ টা ৫৫মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ০২মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৫৯মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

২৯পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার, ইংরেজীঃ১৩ জানুয়ারী ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২৯ পৌষ, চান্দ্রঃ ১২ মাধব মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ ২৭ পৌষ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ২১ পৌষ ১৯৪৬, মৈতৈঃ১২ বাকচিং, আসামঃ২৬ পুহ, মুসলিমঃ ১১-রজব-১৪৪৬ হিজরী।শ্রীকুর্ম দ্বাদশীসূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ২১ঃ১৬ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ০৭ঃ২৯।চন্দ্র উদয়ঃদুপুর ০২ঃ৩০ঃ৩৭(১১) এবং অস্তঃশেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৭ঃ ৪২(১১)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃ ত্রয়োদশী (জয়া) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ ৫৮ঃ১২ দং ৫৯১৫২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃ রোহিণী দুপুর ঘ ০০ঃ১৮ঃ২১ দং ১৪৫২২৭.৫ পর্যন্ত পরে মৃগশিরাকরণঃকৌলব রাত্রিঃ০৬ঃ ৪৬ঃ২৬ দং ৩১২৪০ পর্যন্ত পরে তৈতিলযোগঃশুক্র দুপুর ঘ ০০ঃ০৩ঃ ৩৭ দং ১৪১৫৩৭.৫ পর্যন্ত পরে ব্রহ্মঅমৃতযোগঃদিন ০৬ঃ২১ঃ২২ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ২৭ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৪৭ঃ৩২ থেকে - ০৯ঃ৫৬ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৬ঃ০১ থেকে - ০২ঃ৫৮ঃ২০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ ৪১ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০১ঃ০৩ঃ৫১ থেকে - ০২ঃ৪৯ঃ৪১ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগঃ রাত্রি ০২ঃ৪৯ঃ৪১ থেকে - ০৩ঃ ৪২ঃ৩৭ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০৭ঃ০৪ঃ২৭ থেকে - ০৭ঃ৪৭ঃ৩২ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ থেকে - ০৬ঃ০০ঃ৩০ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০১ঃ০৫ঃ১৫ থেকে - ০২ঃ২৬ঃ০২ পর্যন্ত। কালবেলাঃ দিন ০৬ঃ২১ঃ২২ থেকে - ০৭ঃ৪২ঃ ০৯ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৪৬ঃ৪৮ থেকে - ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ থেকে - ০৬ঃ৪৬ঃ৪৮ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ৪২ঃ০৯ থেকে - ০৬ঃ২১ঃ২২ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৮২৭৩২৫ (২১) ১ পদচন্দ্রঃ ২৩৪৪২ (৫) ৩ পদমঙ্গলঃ ৩৪৫০১৭ (৮) ১ পদবুধঃ৮১০৯৭ (১৯) ৪ পদবৃহস্পতিঃ১১৮৫১৩ (৪) ৩ পদশুক্রঃ১০১৩৩০১১ (২৪) ৩ পদশনিঃ১০১৮১২৪৬ (২৪) ৪ পদরাহুঃ১১৯০১ (২৬) ২ পদকেতুঃ৫৯০১ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রিবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃধনু রাশি সকাল ০৬ঃ৩৪ঃ৫৪ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ০৮ঃ২১ঃ৪৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ০৯ঃ৫৫ঃ১১ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ১১ঃ২৬ঃ১৬ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০১ঃ০৬ঃ৫০ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০৩ঃ০৫ঃ১৩ পর্যন্ত। মিথুন রাশি বিকাল ০৫ঃ১৮ঃ৩২ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৭ঃ৩৪ঃ ১৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্র ০৯ঃ ৪৫ঃ৩৫ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ১১ঃ ৫৫ঃ৪৭ পর্যন্ত। তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ০৯ঃ৫৬ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ২৫ঃ৪২ পর্যন্ত।

সম্প্রীতির মেলবন্ধনের নিদর্শন জাঙ্গিপাড়ার পৌষ সংক্রান্তির আলুর দমের মেলায়

প্রকাশ মন্ডল, হুগলি, ১৪ জানুয়ারি ঃ সম্প্রীতির মেলবন্ধনের নিদর্শন জাঙ্গিপাড়ার পৌষ সংক্রান্তির আলুর দমের মেলায়। বইমেলা, গ্রন্থমেলা, ফুলের মেলা, মিলন মেলা,আরো অনেকে মেলার সাথে সকলেই পরিচিত কিন্তু কখনো দেখেছেন কি আলুর দমের মেলা?আর এই আলুর দমের মেলাকে ঘিরে সকাল থেকেই হাজার হাজার মানুষ ভিড় জমান হুগলির জাঙ্গিপাড়া থানার রাজবলহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের জান্দা গ্রামে। মূলত বেশ কয়েক দশক ধরে মকর সংক্রান্তির দিনে এই গ্রামে যে মেলা বসে যা আলুর দমের মেলা হিসেবেই পরিচিত লাভ করেছে হুগলি জেলা সহ এই বাংলায়। অন্যদিকে এই মেলাকে সম্প্রীতির মেলবন্ধনের নিদর্শন হিসেবে ধরা হয় কারণ একদিকে চলে মুসলিম ধর্মালম্বীদের পীরের মেলা অন্যদিকে একই স্থানে আরাধনা করা হয় গঙ্গা দেবীর।এই গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে দামোদর নদ আর মকর সংক্রান্তির দিনে বহু মানুষ দামোদর নদে পূর্ণ স্রান সেরে এই মেলায় যোগদান করেন। পূর্ণ স্রান সেরেই প্রথমে তারা খাবার হিসাবে গ্রহণ করেন আলুর দম দিয়ে.মুড়ি এবং সেই আলু অবশ্যই সদ্য তোলা হয় জমি থেকে। নতুন আলু দিয়ে বিভিন্ন ধরনের আলুর দম আলুর দম তৈরি করে বিক্রি হয় মেলা প্রাঙ্গনে। এছাড়াও মেলা উপলক্ষে বিভিন্ন ধরনের দোকানও বসে কোথাও বেতের বোনা ধামাখুলের দোকান তো কোথাও বাঁশের তৈরি ঝুড়ির দোকান তো কোথাও কৃষিকাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির দোকান আবার বাচ্চাদের মনোরঞ্জন করার জন্য বসেছে নাগরদোলা পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের খাবারের স্টল অন্যদিকে বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন খেলার দোকান। একপ্রকার বলা যেতেই পারে যে এই মেলায় দুই ধর্মাবলম্বী মানুষের মিলনক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত হয়েছে দীর্ঘ দু থেকে আড়াইশো বছর ধরে। মেলা উপলক্ষে প্রশাসনের তরফ থেকে সতর্কতা মূলক একধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

ফের উর্ধ্বমুখী তাপমাত্রা, শীত কমলো কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি ঃ একের পর এক পশ্চিমী ঝঞ্ঝায় শীতের পথে বাধা। মঙ্গলবার পৌষ সংক্রান্তির দিনও কনকনে ঠান্ডা উধাও, উল্টে তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি মতো বেড়েছে। মঙ্গলবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৮ ডিগ্রি বেশি। চলতি সপ্তাহে দক্ষিণবঙ্গে জাঁকিয়ে শীত পড়বে না বলেই মনে করা হচ্ছে। সাধারণ শীতের আমেজই থাকবে। পশ্চিম হিমালয়ে কোনও ঝঞ্ঝা এলে উত্তর ভারতের দিক থেকে যে উত্তুরে হাওয়া আসে সেটা কমজোরি হয়ে যায়। মঙ্গলবার পশ্চিম হিমালয়ে ফের একটি ঝঞ্ঝা আছে। তার প্রভাবে আগামী কয়েকদিন উত্তর ভারতজুড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। দক্ষিণবঙ্গ-সহ পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস দেওয়া হয়নি। ঝঞ্ঝা ছাড়াও দিন বড় হতে শুরু করেছে। এই কারণে তাপমাত্রা বাড়ছে। তবে, কয়েকদিনের মধ্যে নতুন করে ঝঞ্ঝা না এলে ফের কনকনে ঠান্ডা উত্তুরে হাওয়া ঢুকবে। তখন তাপমাত্রা নিম্নগামী হবে।

নিয়োগ সংক্রান্ত ইডির মামলায় বিচার শুরু হল পার্থ এবং অন্যদের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি ঃ নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিচার শুরু হল মঙ্গলবার থেকে। বিচার ভবনে গোটা বিচারপর্ব চলছে একটি রুদ্ধদ্বার কক্ষে (ইন ক্যামেরা)। যেখানে বাইরের কারও প্রবেশাধিকার নেই। এই মামলায় আগে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের বয়ান সংগ্রহ করার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। সেই মতো বিচার ভবন থেকে ইডির কাছে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের নামের তালিকা চাওয়া হয়। প্রাথমিকভাবে তিন জন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীর নাম আদালতে জমা দিয়েছে ইডি। সেই মতো মঙ্গলবার বিচার ভবনে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীর বয়ান সংগ্রহ শুরু হয় রুদ্ধদ্বার এজলাসে। বিচার প্রক্রিয়া ' ক্যামেরা' (রুদ্ধদ্বার কক্ষে) চলার কারণে, কোন কোন সাক্ষীকে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীর তালিকায় রাখা হয়েছে, তা প্রকাশ করা হয়নি।

বারংবার বাঘ ঢুকছে মৈপীঠে, এটা কি কোনো অশনি সংকেত

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,কুলতলি, ১৪ জানুয়ারি ঃ মৈপীঠে বাঘের আতঙ্ক কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না। গভীর জঙ্গলে ফিরেও বারবার লোকালয়ের আশেপাশে চলে আসছে এই দক্ষিণরায়। সোমবার রাতে মৈপীঠেরই গুড়গুড়িয়া ভুবনেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েতের গোড়েরচকে ফের মেলে বাঘের পায়ের ছাপ। আর তাতেই ছড়ায় আতঙ্ক। আর মঙ্গলবার সকালে বাঘকে বন্দি করতে কাজে নেমে পড়ে বন দপ্তরের ৪৫ জনের একটি টিম।তাঁরা এসে নাইলনের জাল দিয়ে ঘিরে ফেলে জঙ্গল।ছাগলের টোপ দিয়ে পাতা হয়েছে খাঁচা। তবে দক্ষিন রায় লুকোচুরি খেলছে। এখনো ধরা দেয়নি। গত ৬ ই জানুয়ারি প্রথমবার বাঘের পায়ের ছাপ মিলেছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের কুলতলির মৈপীঠ এলাকায়। বাঘবন্দি করতে ময়দানে নামে বনদপ্তরের কর্মীরা। কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু লাভ হয় নি। দিন দুয়েক পর নদীর পাড়ে মেলে ফের

বাঘের পায়ের ছাপ। সেবারও ফিরে গিয়েছিল হলুদ ডোরাকাটা। পরবর্তীতে সোমবার রাতে ফের লোকালয়ের পাশের জঙ্গলে ফিরে আসে দক্ষিণরায়। স্থানীয়রা বাঘটির উপস্থিতি টের পেয়েছেন বলে দাবি করেন। তাঁরা জানান, গ্রামের একটি মৃত গরুকে জঙ্গলে ফেলা হয়েছিল। সেটি নাকি টেনে নিয়ে যায় বাঘ। রাতেই খবর দেওয়া হয় বনদপ্তরে। তৎক্ষণা পদক্ষেপ নেন চিতুরি বিটের কর্মীরা। মঙ্গলবার সকালে মৈপীঠের ওই এলাকায় যায় বন দপ্তরের ৪৫ জন আধিকারিক। তাঁদের কাছে রয়েছে বিশেষ ক্যামেরা। সকালেই জাল দিয়ে ঘেরা হয়েছে জঙ্গল। লোকালয় সংলগ্ন যে ম্যানগ্রোভে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাঘ, সেখানে পাতা হয়েছে খাঁচা। স্থানীয়দের সতর্ক থাকতে করা হচ্ছে মাইকিং। সব মিলিয়ে বাঘকে বন্দি করতে মরিয়া বনদপ্তর। এ দিকে প্রবল আতঙ্কে স্থানীয়রা। তবে বারংবার দক্ষিন রায়ের এই আনাগোনাকে অশনি সংকেত বলে মনে করছেন পরিবেশবিদরা।

গঙ্গাসাগরে সুকান্ত মজুমদার, মকর সংক্রান্তিতে পুণ্যস্নানের পর পুজোও দিলেন

গঙ্গাসাগর, ১৪ জানুয়ারি ঃ বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার মঙ্গলবার সকালে এসেছেন গঙ্গাসাগরে। এদিন সকাল দশটা নাগাদ সাগর স্নানের জন্য আসেন তিনি। সাগর মেলার এক নম্বর ঘাটে তিনি পুন্যস্নান সারেন। দলীয় .কর্মী ও অনুগামীদের নিয়ে স্নান সারেন তিনি। গঙ্গাসাগর মেলায় আসার রাস্তা জুড়ে শুধুই মুখ্যমন্ত্রীর ছবি সাটানো নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন সুকান্ত। এই মেলাকে জাতীয় মেলার স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার বারবার দরবার করলেও, সুকান্ত দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রীর ছবি সম্বলিত একটি তোরণ গেট তৈরির আবেদন জানানো হলেও স্থানীয় বিডিও সেই অনুমতি দেয়নি। তাই তিনি বলেন, এই মেলায় ৪০ কোটি মানুষ এলেও জাতীয় মেলার স্বীকৃতি পাবে না, যেখানে দেশের প্রধানমন্ত্রীর ছবি ঠাঁই পায় না। সুকান্ত এদিন নিজের এক্স হ্যান্ডেলে জানান, রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনার্থে মকর সংক্রান্তির পুন্যতিথিতে গঙ্গাসাগরে অবগাহন করলাম। আরেকটি টুইটে লেখেন, রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনার্থে পবিত্র মকর সংক্রান্তিতে পূণ্যভূমি গঙ্গাসাগরে কপিল মুনির আশ্রমে বিশেষ পূজা নিবেদন করলাম।

গঙ্গাসাগর মেলায় এসে হারানো মানুষকে ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ করছে বজরঙ্গ পরিষদ

গঙ্গাসাগর, ১৪ জানুয়ারি ঃ দীর্ঘ ১০৬ বছর ধরে গঙ্গাসাগর মেলায় এসে হারানো মানুষকে নিজেদের পরিবার পরিজনদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ করছে বিশিষ্ট স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বজরঙ্গ পরিষদ। প্রতি বছরের মত এবারও তাঁরা এসেছেন গঙ্গাসাগর মেলায়। ইতিমধ্যেই এবারের মেলায় হারিয়ে যাওয়া এক হাজারের বেশি মানুষকে তাঁদের পরিবার পরিজনদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন বজরঙ্গ পরিষদের সদস্যরা। একশোর বেশি মানুষ এখনও রয়েছেন তাঁদের ক্যাম্পে। গঙ্গাসাগর মেলায় এলেই সমস্ত মানুষ মাইকে নানা ভাষায় সচেতন বাণী শুনতে পান। এরমধ্যে শোনা যায়

কারও কারও পরিজনদের হারিয়ে যাওয়ার কথা। মেলায় এসে যারাই হারিয়ে যান তাঁরা বজরঙ্গ পরিষদের দ্বারস্থ হন। আর সেখানেই তাঁদের ক্যাম্পে এই সব হারানো মানুষদের খাওয়া দাওয়া থেকে শুরু করে, তাঁদের পোশাকও দেওয়া হয়। এমনকি শেষ পর্যন্ত যারা পরিবার পরিজনদের খুঁজে পান না, তাঁদের নিজেদের উদ্যোগে দেশের যে প্রান্তের মানুষই তাঁরা হন না কেন বাড়িতে পৌঁছে দেন এই বজরঙ্গ পরিষদের সদস্যরা। প্রশাসনের সহযোগিতায় এই কাজ সম্ভব হচ্ছে বলে জানান তাঁরা। বর্তমান প্রজন্ম যেমন এই কাজ করছেন নিজেদের পূর্বপুরুষের হাত ধরে, তেমনই ভবিষ্যত প্রজন্মও আগামীদিনে বজরঙ্গ পরিষদের এই কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে তাঁরা আশাবাদী।

সামাজিক মাধ্যমে পিঠে-পায়েসের শুভেচ্ছা মমতা-অভিষেকের

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি ঃ রাজ্যবাসীকে পিঠে-পায়েসের শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শাসকদলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার তাঁদের সামাজিক মাধ্যমে উঠে এসেছে আমবাঙালির প্রিয় পিঠে পার্বণের ছবি। মাটির থালায় সাজানো পাটিসাপ্টা, পায়েস, একদিকে সেদ্ধ পুলি, আরেকদিকে ভাজা পুলি। ভোজনরসিকদের কাছে একেবারে কাঙ্ক্ষিত ছবি। মকর সংক্রান্তির শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে সেই ছবি তুলে এনেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ফেসবুক পোস্টে এভাবেই তিনি পৌষ সংক্রান্তি উদযাপন করেছেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক্সবার্তায় সেই পিঠে-মাহাত্ম্যই উঠে এসেছে। সূর্যের সোনালি আলো উষ্ণতা ছড়াক, পিঠে-পাটিসাপটা, নলেন গুড়ের মিষ্টি সুবাসে ভরে উঠুক ঘরদোর - এভাবে মকর সংক্রান্তিতে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে নবান্নের কথাও উল্লেখ করেছেন। নতুন ফসল তোলার মরশুমে একতা আর পারস্পরিক প্রীতি সুদিনের সূচনা করুক, আশীর্বাদপ্রাপ্ত হোক সকলে।

বিজেপির বাংলা বনধ্ের দিনে ভাটপাড়ায় গুলি-বোমা কাণ্ডে এনআইএ-র হাতে গ্রেফতার তৃণমূল কর্মী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি ঃ বিজেপির ডাকা বাংলা বনধের দিনে অর্জুন সিং ঘনিষ্ঠ বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্কু পাণ্ডের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি-বোমা ছোঁড়ার অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। চার মাস পর সেই গুলি-বোমা কাণ্ডে এনআইএ-র জালে শাসকদলের এক কর্মী। ধৃতের নাম মহম্মদ আমিন ওরফে সোনু। মঙ্গলবার ভোরে জগদ্দলের বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেফতার করেছে কেন্দ্রীয় সংস্থার গোয়েন্দারা। সূত্রের খবর, ভাটপাড়ার এই ঘটনায় তৃণমূল কর্মী মহম্মদ আমিনকে আগেই নোটিশ দিয়েছিল এনআইএ। দু-তিন বার নোটিশ পাঠিয়ে তাঁকে হাজিরা দিতে বলা হলেও তাতে সাড়া দেননি তিনি। এরপরই তাঁকে গ্রেফতার করার সিদ্ধান্ত নেন এনআইএ-র তদন্তকারীরা। আর জি কর-কাণ্ডে গত ২৮ আগস্ট বিজেপির ডাকা বাংলা বনধের দিন প্রিয়াঙ্কু পাণ্ডের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি-বোমা ছোড়ার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। বুলেটপ্রুফ গাড়ি থাকায় সেদিন অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান প্রিয়াঙ্কু। তবে, আহত হন তাঁর

ঘনিষ্ঠ দু'জন। রবি সিং নামে এক বিজেপি নেতার কান ঘেঁষে গুলি ছুঁয়ে গিয়েছিল। এই ঘটনাকে ঘিরে সরগরম হয়ে ওঠে ভাটপাড়া। এই ঘটনায় অর্জুন সিং সরাসরি অভিযোগের আঙুল তোলেন স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক সোমনাথ শ্যামের দিকে। তাঁর আশ্রিত দুষ্কৃতীরা প্রিয়াঙ্কুকে খুন করতেই সেদিন জগদ্দলের ঘোষপাড়া রোডে বোমা-গুলি নিয়ে জড়ো হয়েছিলেন বলে দাবি করেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ। অর্জুনবাবুর অভিযোগ সেই সময় উড়িয়ে দিয়ে পাল্টা তাঁকে 'নাটকবাজ' বলে কটাক্ষ করেন সোমনাথবাবুও। এখন প্রশ্ন উঠছে ধৃত আমিন তৃণমূলের কিনা। তা নিয়ে কোনও বক্তব্য পাওয়া যায় নি। মিথ্যা তৃণমূলের দিকে বিজেপি আঙুল তুলছে বলেও কেউ কেউ বলেন, বেল শোনা গিয়েছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যাযের পরিবর্তে অপরাধীরা সরকার চালাচ্ছে ঃ অগ্নিমিত্রা পল

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি ঃ মালদার কালিয়াচকে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী খুনের ঘটনায় রাজ্য সরকারের আইবির সমালোচনা করলেন বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পল। তিনি বলেছেন, মমতা যরিবর্তে অপরাধীরা সরকার চালাচ্ছে। মালদায় তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় মঙ্গলবার অগ্নিমিত্রা পল বলেছেন, এমনটাই হয়, যখন একটি রাজ্য রাজনৈতিক দল নয়, একটি গ্যাং দ্বারা পরিচালিত হয়। মমতা ব্যানার্জির গ্যাং পশ্চিমবঙ্গের সরকার চালাচ্ছে। অগ্নিমিত্রা পল আরও বলেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবর্তে অপরাধীরা সরকার চালাচ্ছে। পুলিশ ব্যস্ত, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামলানোর সময় নেই তাদের। উল্লেখ্য, মালদার কালিয়াচকে মঙ্গলবার গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীর। মৃতের নাম হাসান শেখ। তিনি এলাকায় তৃণমূল কর্মী বলে পরিচিত।

রিপোর্ট তলব করল শিক্ষা দপ্তর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি ঃ গতকাল দক্ষিন কলকাতার একটি বিদ্যালয়ে কাঁচ ভেঙে পরে কয়েকজন ছাত্র আহত হওয়ার ঘটনায় শিক্ষা দপ্তর রিপোর্ট তলব করেছে। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে এই রিপোর্ট চেয়ে ঘটনার পরে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তাও জানতে চাওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। এর প্রেক্ষিতে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক ইতিমধ্যেই রিপোর্ট জমা দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

গঙ্গাসাগরের অসুস্থ তীর্থযাত্রীর জন্য গ্রীন করিডোরের ব্যবস্থা পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৪ জানুয়ারি ঃ গঙ্গাসাগরের অসুস্থ তীর্থযাত্রীর জন্য গ্রীন করিডোরের ব্যবস্থা করলো হাওড়া সিটি পুলিশ। মঙ্গলবার ওই অসুস্থ পুণ্যার্থীকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে গঙ্গাসাগর থেকে নিয়ে আসা হয় হাওড়ায়। ওই তীর্থযাত্রীকে অসুস্থ অবস্থায় এয়ার

অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে আসা হয় হাওড়ার ডুমুরজলার হেলিপ্যাড গ্রাউন্ডে। সেখান থেকে ওই অসুস্থ তীর্থযাত্রীকে নামিয়ে হাওড়া সিটি পুলিশের উদ্যোগে গ্রীন করিডোর করে অ্যাম্বুলেন্স রওনা হয় এম আর বাঙুর হাসপাতালের উদ্দেশ্যে। গোটা ব্যবস্থা তত্ত্বাবধান করেন হাওড়ার সিটি পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা। এই বিষয়ে ডাঃ নারায়ণ বলেন, 'গঙ্গাসাগর মেলা থেকে আসছি। এই পেশেন্টের চারদিন ধরে জ্বর রয়েছে। হাই ফিভার ছিল। এর পাশাপাশি অন্যান্য আরও উপসর্গ রয়েছে। ওনাকে এম আর বাঙুর হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে।'

এবারের গঙ্গাসাগরে এসে মৃত্যু ঘটলো ৫ জন তীর্থযাত্রীর

দুরন্ত বার্তা,গঙ্গাসাগর, ১৪ জানুয়ারি ঃ মঙ্গলবার ভোর থেকে গঙ্গাসাগরে মকর সংক্রান্তির স্নান চলছে। শেষ হবে বুধবার সকাল ৬ টা ৫৮ পর্যন্ত। মঙ্গলবার পর্যন্ত গঙ্গাসাগরে আসা তীর্থযাত্রীদের মধ্যে মৃত্যু ঘটেছে ৫ জনের। অসুস্থ হয়েছে সাত জন। মঙ্গলবার মকর স্নান করতে এসে মৃত্যু ঘটলো উওরপ্রদেশ থেকে আগত ৫৪ বছরের রামপ্রসাদ নন্দ গিরির। এদিন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন ২ জন তীর্থযাত্রী। তাঁরা হলেন- লখন সিং, বয়স ৭৫ বছর, বাড়ি উত্তর প্রদেশের গনেশপুরা এলাকায় এবং রামযশ দুবে, বয়স ৭৬ বছর,বাড়ি ঝাড়খণ্ড রাজ্যে। অসুস্থ দুজনকে এদিন এয়ার লিফটে করে গঙ্গাসাগর থেকে কলকাতার এম আর বাঙুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানেই তাদের চিকিৎসা চলছে। এদিন মেলা কার্যত জন সুমুদ্রে পরিণত হয়। কয়েক লক্ষ মানুষ এদিন পূর্ণ স্নান করে কপিল মুনির মন্দিরে পুজো দিয়ে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। প্রশাসনের তরফে তাদের যাতায়াতের সব রকম ব্যবস্থা করায় বিভিন্ন রাজ্যে থেকে আগত তীর্থযাত্রীরা ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীকে। বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রচুর পূর্ণার্থী এদিন ভীড় করেছিল এখানে তাদের সামাল দিতে পুলিসকে বেগ পেতে হয়।

বাঘাযতীনে চারতলা বাড়ি হেলে পড়ল পাশের বাড়ির ওপর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি ঃ দক্ষিণ কলকাতার বাঘাযতীনে হেলে পড়ল আস্ত একটি ফ্ল্যাটবাড়ি। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই আবাসনে আপাতত কোনও বাসিন্দা থাকছিলেন না। তাই বড় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সেখানে কেউ আটকে নেই। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, 'শুভ অ্যাপার্টমেন্ট ' নামের ওই ফ্ল্যাটবাড়িতে আগেই ফাটল দেখা দিয়েছিল। সেই সময় পুর কর্তৃপক্ষের তরফে ওই ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। অভিযোগ, তার পরে আবার ওই ফ্ল্যাটে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন অনেকে। ফ্ল্যাটবাড়িটি কলকাতা পুরসভার ৯৯ নম্বর ওয়ার্ডের বিদ্যাসাগর কলোনিতে অবস্থিত। স্থানীয়দের দাবি, ফ্ল্যাটটি নিয়ম মেনে তৈরি করা হয়নি। ওই অঞ্চলে তিন তলা ফ্ল্যাট বানানোর অনুমতি দেয় পুরসভা। অভিযোগ, সেই নিয়ম ভেঙে চার তলা ফ্ল্যাট তৈরি করা হয়েছিল। কী কারণে ফ্ল্যাটবাড়িটি হেলে পড়ল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনাস্থলে গিয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা দল এবং পুরসভার আবাসন বিভাগের আধিকারিকেরা। পৌঁছেছেন যাদবপুরের বিধায়ক দেবব্রত মজুমদার এবং স্থানীয় কাউন্সিলর তথা মেয়র পারিষদ সদস্য মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

তুমুল জনপ্রিয়তার কারণে কফি বিশ্বের দ্বিতীয় সেরা বাণিজ্যশিল্প

কৌশিক দাস ঃ বিশ্বের দ্বিতীয় সেরা বাণিজ্যশিল্প হলো কফি। আধুনিক ডায়েটের একটি প্রধান অংশ এই কফি ছাড়া অনেকের যেমন দিন শুরু হয় না, তেমনি অনেকের রাত জাগাও সম্পূর্ণ হয় না। আধুনিক দুনিয়ায় কফির সবচেয়ে বড় ভোক্তা উত্তর আমেরিকা। ইউরোপ, আমেরিকার আদলে বিভিন্ন দেশে হাজারো কফিশপ নির্মিত হয়েছে, সেখানে লাখো মানুষ কফি পান করছে প্রতিদিন। কিন্তু আপনি কি জানেন, কফি সর্বপ্রথম আবিষ্কারের কৃতিত্ব দেওয়া হয় ইথিওপিয়ার এক মেষপালককে?কফির আজকের জনপ্রিয়তার পথটি কিন্তু সুগম ছিল না। ক্যাথলিক খ্রিস্টানেরা প্রথমে তীব্র বিরোধিতা করে একে বলতেন 'ড্রিংক অফ দ্য ডেভিল', অর্থা শয়তানের পানীয়। এমনকি একসময় নারীবাদীরা একে 'গন্ধযুক্ত নোংরা কাদাপানি' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন।

কফি ছাড়া কেউ দিন শুরু করতে পারেন না। আবার কারো কারো রাত জাগাও কফি বিনে অপূর্ণ থেকে যায়। তুমুল জনপ্রিয়তার কারণে কফি বিশ্বের দ্বিতীয় সেরা বাণিজ্যশিল্প। আধুনিক পৃথিবীতে কফির সর্বাধিক প্রচলন উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে।

তবে আফ্রো-এশিয়া ও ওশেনিয়ার বহু দেশে মানুষ প্রতিদিন কফি পান করে। বিবিসির একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, প্রতিদিন প্রায় ২০০ কোটি কাপ কফি পান হয় পৃথিবীতে।

কফির বীজ বিশ্বের সত্তরটিরও বেশি দেশে উপাদিত হয়। বিশেষ করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গ্রিন কফির চাহিদা অপরিশোধিত তেলের পর ব্যবসায়িকভাবে ব্যবহৃত পণ্যের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। বন্য কফি গাছ, সম্ভবত কেফা (কাফা), ইথিওপিয়া থেকে, দক্ষিণ আরবে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং ১৫ শতকে চাষের অধীনে রাখা হয়েছিল। আরব বিশ্বে কফির জনপ্রিয়তা প্রথম মক্কায় এবং তারপরে ১৫ এবং ১৬ শতকে যথাক্রমে কনস্টান্টিনোপলে কফিহাউস তৈরির দিকে পরিচালিত করে। ১৬ এবং ১৭ শতকে একের পর এক ইউরোপীয় দেশে কফির প্রচলন হয়েছিল। কফির আবিষ্কার হয় নবম শতকে। খালেদি নামের মুসলিম এক মেষপালকের হাত ধরে। আরব-ইথিওপিয়ান এই রাখালের মেষগুলো ক্লান্ত হয়ে যেত। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল, মেষ-ছাগলগুলোর ক্লান্তিভাব দূর হয়ে গেছে। উদ্যমতা ও চঞ্চলতায় ভরে ওঠেছে শরীর-মন।

খালেদি এর কারণ অনুসন্ধান করতে শুরু করলেন। অনুসন্ধানের এক পর্যায়ে লক্ষ্য করলেন, চেরি ফলের মতো কোনো ফল খাচ্ছে ছাগলগুলো। ধর্মপ্রাণ ও তাপস-প্রকৃতির খালেদি গাছ থেকে কয়েকটি ফল নিয়ে নিলেন। এরপর দ্রুত হাজির হলেন স্থানীয় মসজিদের ইমামের কাছে। ফলগুলো কাঁচা খেতে পারা সম্ভব হবে না ভেবে, ইমাম পাশে রাখা জ্বলন্ত আগুনে ফলগুলো ফেলে দেখলেন। প্রথমে ফলগুলোকে শয়তানের প্রলোভন' মনে হয়েছিল তার। কিন্তু কিছুক্ষণের ভেতর তার ধারণা পরিবর্তন হয়। আসতে থাকে বিমল সুঘ্রাণ। মুগ্ধ হতে থাকে হৃদয়-প্রাণ। ইমামের শিষ্যরা ফলগুলো সিদ্ধ করে খেতে চাইলেন। তাই তারা সেই বীজগুলো একটি কড়াইতে রাখলেন এবং গরম জল দিয়ে সিদ্ধ করলেন। এভাবেই পৃথিবীর প্রথম পানীয়-কফি তৈরি হয়।

ইমাম ও তার শিষ্যরা এই আবিষ্কারে খুব খুশি ও আনন্দিত হন। পানীয়টির প্রভাবে তারা দীর্ঘ রাত জেগে অধ্যাবসায় চালিয়ে যেতে সক্ষম হলেন। ইবাদত-বন্দেগি ও প্রার্থনার জন্য অত্যন্ত কার্যকরী উপাদানের ব্যবস্থা হয় তাদের। ক্রমে এই পানীয়ের কথা বিভিন্ন দিকে ছড়াতে শুরু করে। পৃথিবীর প্রথম কফি হাউজ চালু হয় ১৪৭৫ সালে। তুরস্কের কনস্টান্টিনোপলে। কফি ছিল মুসলমানদের আবিষ্কার। এরপরও অনেক মুসলিম রাষ্ট্রে কফিকে ভিন্নভাবে দেখা হতো। ১৫১১ সালে মক্কায় মক্কার তৎকালীন তুর্কি গভর্নর খায়ের বেগ কফি নিষিদ্ধ করেন। ভেবেছিলেন, কফির আড্ডায় বিভিন্ন আলাপে জনগণের অসন্তোষ জেগে উঠলে পতন ঘটবে। তাই জোর করে কফিকে হারাম ঘোষণা করান তিনি। তবে ১৫২৪ সালে ওসমানি সুলতান প্রথম সেলিম ফতোয়া জারি করেন এবং কফি খাওয়ার বৈধতা ঘোষণা করেন। খায়ের বেগকে অবৈধ হস্তক্ষেপের কারণে শাস্তি দেওয়া হয়। দারুণ জনপ্রিয় হবার পরেও এ কফিহাউজগুলোতে বারবণিতা ছাড়া অন্যান্য নারীদের প্রবেশ নিষেধ ছিল। ১৬৯৬ সালে মেয়েদের এই এই চাপা ক্ষোভ উঠে আসে ম্যারি অ্যাস্টেলের লেখনীতে। অ্যান এসে ইন ডিফেন্স অফ দ্য ফিমেল সেক্স বইতে তিনি লেখেন, কফি হাউজের বাসিন্দারা বাড়িতে থাকলেও তাদের মন পড়ে থাকে কফিতে। সংসারের প্রতি চরম উদাসীন তারা। সংবাদপত্র, ভোট কিংবা গ্যাজেটের সাথেই তাদের প্রধান সম্পর্ক। কফির আড্ডায় মজে থেকে তারা রেহাই পেয়ে যাচ্ছে নিত্যদিনের একঘেয়ে ঝামেলা থেকে। দেশের জন্য জীবন দিয়ে দিতে পারলেও নিজের পরিবারের জন্য দুই কদম এগোতে পারে না।

অ্যাস্টেলের লেখায় তখনকার সব গৃহিণীর মনের কথাই উঠে এসেছে। এক কাপ চাকে সঙ্গী করে বাড়ির কাজ সামলাতে ব্যস্ত থাকা এই নারীদের ভেতরকার রাগ দানা বেঁধে উঠতে থাকে। ১৬৭৪ সালে কফির বিরুদ্ধে একটি পিটিশন পর্যন্ত জারি করে নারীরা। স্ত্রীরা দাবি করে, তাদের স্বামীরা সংসারের কোনো দায়িত্বই পালন করছে না। কীসের জন্য? কেবল এক কাপ 'নোংরা কালো তিক্ত গন্ধযুক্ত কাদাপানি' এর জন্য। অ্যাস্টেলের লেখনীতে উঠে আসে, আমাদের মহান পূর্বপুরুষদের এই বংশধরেরা কফিপানের মাধ্যমে নিজেদেরকে বনমানুষের বংশধর হিসেবে প্রমাণিত করেছে। এই অদ্ভুত ফলটির কারণেও তাদের ক্ষমতাও হ্রাস পেয়েছে। তারা আমাদেরকে আর আগের মতো সন্তুষ্ট করতে পারছে না! পরবর্তীতে নারীদের পিটিশনের জবাবে পুরুষদের দেয়া বক্তব্যে অ্যাস্টেলের এই দাবিকে অবশ্য ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেয়া হয়। সেখানে বলা হয়, ওয়াইন কিংবা ব্রাউন অ্যাল নামক মদগুলোই বরং পুরুষদের যৌনক্ষমতা কমিয়ে দেয়। কিন্তু কফি তাদের মধ্যে উদ্যমতা বা।।নোর পাশাপাশি যৌনজীবনকে যথাযথভাবে উপভোগ করতেও সাহায্য করে। যে গতিতে কফির প্রসারকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, তার দ্বিগুণ গতিতে বেড়েছে এর জনপ্রিয়তা। বিশ্বজুড়ে কোনো পানীয়ই তাই আধুনিক যুগে কফির সাথে পাল্লা দিতে পারছে না আর। কফি কেবল পানীয়ই নয়, বিপ্লবের যোগানদার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কফিও। কফির প্রভাব এতটাই বেশি ছিল যে তা যেকোনো বিপ্লবের পেছনের শক্তি হিসেবে কাজ করতো। ঠিক খায়ের বেগের মতোই ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশের নেতারা এই কফি হাউজগুলো নিয়ে সতর্ক নজর রাখতেন। মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকায় বিভিন্ন ধর্মীয় বয়ানের মূল অনুষঙ্গ ছিল কফি। তুর্কি ভাষায় কফি হাউজগুলোকে বলা হতো ' ক্বাহভেহ খানেহ'। কফির তুর্কি নাম ক্বাহভেহ এসেছে আরবি 'ক্বাহা থেকে, এর অর্থ 'যে পানীয় ক্ষুধা নষ্ট করে'। পরে তা ইতালিয়ান ভাষায় হয়ে যায় 'ক্যাফে'। বিপ্লবীদের সংগঠিত হবার জায়গা হিসেবে এই কফি হাউজগুলো বেশ জনপ্রিয় হতে থাকে। নিত্যদিনের বিনোদনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠতে থাকে এই কফি হাউজগুলো। সেই সাথে নাচ-গান, দাবা খেলা, রাজনীতি কিংবা অন্য কোনো আলোচিত বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক, গল্পগুজব সবই চলতো সেখানে। তখন এই কফি হাউজগুলোর ডাক নাম ছিলো স্কুল অফ দ্য ওয়াইজ, তথা বিজ্ঞদের পাঠশালা।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চর্চার প্রাণকেন্দ্র এশিয়াটিক সোসাইটি

দুরন্ত বাতা৩, কলকাতা, ১৪ জানুযারি ঃ ২৪২ তম 'দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা দিবস পলিত হচ্ছে ১৫ জানুয়ারি। এদিন সকাল ৯.৩০ মিনিটে সাউথ পার্ক স্ট্রিট সমাধি ক্ষেত্রে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাণ পুরুষ স্যার উইলিয়াম জোন্সের সমাধি ক্ষেত্রে মাল্যদান করেছেন বর্তমান সংস্থার প্রশাসক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আনন্দ সিনহা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সকাল ১০.৩০ মিনিটে 'দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রাঙ্গনে উত্তোলন করছেন প্রশাসক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আনন্দ সিনহা। বিদ্যাসাগর প্রেক্ষাগৃহের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত থাকছেন রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ এডুকেশনাল অ্যাণ্ড রিসার্চ ইন্সটিটিউটের প্রোভাইস চ্যান্সেলর স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ। 'সাউথ এশিয়া ঃ টুডে অ্যাণ্ড টুমরো' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ড. টি.সি.এ রাঘবন (প্রাক্তন ভারতীয় হাইকমিশনার সিঙ্গাপুর এবং পাকিস্তান এবং প্রাক্তন ডিরেক্টর জেনারেল, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স)। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চর্চা এবং গবেষণার প্রাণ কেন্দ্র হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছে এশিয়াটিক সোসাইটি। ভারতের ব্রিটিশ শাসন কালে এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ফোর্ট উইলিয়ামের প্রেসিডেন্সির তৎকালীন রাজধানি কলকাতায় বিচারপতি রবার্ট চেম্বার্সের সভাপতিত্বে ১৫ জানুয়ারি ১৭৮৪ সালে ফিলোলজিস্ট উইলিয়াম জোন্স দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়।

উইলিয়াম জোন্স কলকাতায় এসেই চিন্তা করেছিলেন যে এশিয়ার দুর্লভ সম্পদগুলিকে রক্ষা করতে হবে। এই সব সম্পদকে রক্ষা করতে না পারলে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলি এক সময়ে চিরকালের জন্য হারিয়ে যেতে পারে। সেই কারণে এশিয়ার দুর্লভ সমস্ত সম্পদকে রক্ষা করার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে. এই প্রতিষ্ঠানকে প্রতিষ্ঠা করে যান। ১৮৩২ সালে এই প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল 'দ্য এশিয়াটিক সোসাইট অব বেঙ্গল'। তারপরে ১৯৩৬ সালে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছিল 'দ্য রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল'। অবশেষে ১৯৫১ সালে ১ জুলাই এই প্রতিষ্ঠানের নাম বর্তমান নাম অনুসারে বিশ্বের কাছে পরিচিতি লাভ করে। ১৮০৮ সালে সোসাইটি এই ভবনে চলে আসে। ১৭৮৪ সালে স্যার উইলিয়াম জোন্স এশিয়ার বিষয়ে অধ্যায়নকে প্রাধান্য দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ার লক্ষ্যে কলকাতায় নির্বাচিত কয়েকজন বিশিষ্ট ব্রিটিশ নাগরিকদের সার্কুলার পাঠান। তাঁর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ১৫ জানুয়ারি ১৭৮৪ সালে ৩০ জন ব্রিটিশ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সুপ্রিম কোর্টের গ্রাণ্ড জুরি রুমে মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন এশিয়ার চর্চার প্রাণ কেন্দ্র অতি অবশ্যই প্রতিষ্ঠা করা উচিত। এশিয়া চর্চা সমস্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কাছে এটি সম্পদ স্বরূপ হিসাবে গ্রহণীয় হতে থাকবে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ৪৬ সংখ্যা, বুধবার ৩০ পৌষ, ১৪৩১

উত্তম কুমার প্রসঙ্গে সত্যজিৎ

যেদিন তিনি চির ঘুমের দেশে পাড়ি দিলেন, ঠিক তার দুই দিন পরে, ১৯৮০ সালের ২৬শে জুলাই, তাঁর স্মৃতিচারণে 'নায়ক' স্রষ্টা 'শ্রী সত্যজিৎ রায়' লিখেছিলেন, ''উত্তমকুমারকে যখন প্রথম ছবিতে দেখি তখনও আমি নিজে ছবির জগতে আসিনি। নতুন একটি হিরোর আবির্ভাব হয়েছে বলে শুনছিলাম, ছবিটিও নাকি ভাল, তাই স্বাভাবিক তাগিদেই গেলাম 'সাড়ে চুয়াত্তর' দেখতে। নির্মল দে-র ছবি, পরিচ্ছন্ন পরিচালনা, আঁটসাট চিত্রনাট্য। এই বিশেষ পরিচালকের আর ছবি লেগেছিল বলেই পরে দেখলাম 'বসু পরিবার' ও 'চাঁপাডাঙার বউ'। তিনখানা ছবি পর পর দেখে, মনে হল উত্তমকুমারের অভিনয় ও ব্যক্তিত্বে সত্যিই একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের দুর্গাদাস, প্রমথেশ, ধীরাজ, জহর গাঙ্গুলী প্রমুখের কাজের সঙ্গে এর বিশেষ মিল নেই। মনে হল ছেলেটি হলিউডের ছবি-টবি দেখে। অভিনয়ে থিয়েটারের গন্ধ নেই, চলায়-বলায় বেশ একটা সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্য। ক্যামেরা বস্তুটিকে যেন বিশেষ তোয়াক্কা করে না। তার উপরে চেহারায় ও হাবেভাবে বেশ একটা মন টেনে নেওয়ার ক্ষমতা আছে। উত্তমকুমারের ভবিষ্যৎ আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এর দশ-বারো বছর পর উত্তমকুমারের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ আসে আমার। ইতিমধ্যে উত্তম-সুচিত্রার রোম্যান্টিক জুটি দর্শকদের মন জয় করেছে। লেখক পরিচালক প্রযোজক দর্শক সকলের চাহিদা তৈরি যে এই গল্পের দিকে। 'অগ্নিপরীক্ষা' বা 'হারানো সুর' দেখে এটা বুঝেছিলাম যে এই জুটির সাফল্যের পিছনে লেখক প্রযোজক পরিচালক দর্শক সমালোচক ফিল্ম-পত্রিকা সম্পাদক ইত্যাদি সকলের যতই অবদান থাকুক না কেন, এদের দু'জনের মধ্যেই এমন সব গুণ বর্তমান, যার রাসায়নিক সংমিশ্রণে সোনা ফলতে বাধ্য। শুধু উত্তমের কথা বলতে গেলে এটা বলা যায় যে, নায়িকার সান্নিধ্যে এলেই অনেক নায়কের মধ্যেই সেটিয়ে যাওয়ার ভাবটা ক্যামেরায় অব্যর্থ ভাবে ধরা পড়ে, উত্তমকুমারের মধ্যে সেটি নেই। বরং প্রেমের দৃশ্যে এঁর অভিনয় খোলে সবচেয়ে বেশি। নারী-পুরুষের সম্পর্ক যেখানে চিত্রকাহিনির অন্যতম প্রধান উপাদান, সেখানে এটা যে কত বড় গুণ সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। 'নায়ক'-এর গল্প আমি লিখি উত্তমকুমারের কথা ভেবেই। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের এক অভিনয়-পাগল যুবক ছবিতে নেমে তরতরিয়ে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে যাচ্ছে। এই অবস্থায় এই যুবকের মনে কী ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে, তার মূল্যবোধে কী পরিবর্তন হতে পারে, এও ছিল গল্পের বিষয়। চিত্রনাট্য শুনে উত্তম খুশি হয়। তার একটা কারণ হতে পারে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে কাহিনির সাদৃশ্য। আলোচনা করে বুঝলাম যে গল্পের গভীরে প্রবেশ করতে না চাইলেও, বা না পারলেও, তাঁর চরিত্রটি কীভাবে ফুটিয়ে তুলতে হবে সেটা উত্তম মোটামুটি বুঝে নিয়েছে। তাঁকে আগেও বলে রেখেছিলাম যে, সে যে ধরনের প্রেমের গল্পে অভিনয় করতে অভ্যস্ত, এটা সে ধরনের গল্প নয়। সুতরাং তাকে গতানুগতিক পথ ছেড়ে হাঁটতে হবে। এতে যে প্রেম আছে, তা প্রচ্ছন্ন। এতে নায়কের দোষ-গুণ দুই আছে, এবং তা যে শুধু অন্তরে তা নয়।...

কবি পুত্র রথীন্দ্রনাথের স্ত্রী

প্রতিমা ঠাকুর, ঠাকুর পরিবারের লেখক, কবি, চিত্রশিল্পী ও নৃত্যবিশারদ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রবধূ এবং রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী। তাঁর পিতার নাম শেষেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়। মায়ের নাম বিনয়িনী দেবী। মাত্র ১১ বছর বয়সে প্রতিমার বিয়ে হয় গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটবোন কুমুদিনীর ছোট নাতি নীলানাথের সাথে। গঙ্গায় সাঁতার কাটতে গিয়ে জলে ডুবে নীলানাথের মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী মৃণালিনী দেবী, ছোট প্রতিমাকে দেখে তাকে নিজের পুত্রবধূ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু মৃণালিনীর অকালমৃত্যুর ফলে তা সম্ভব হয় নি। এরপর রথীন্দ্রনাথ বিলেত থেকে ফিরলে, তার সাথে রবীন্দ্রনাথ প্রতিমার আবার বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করেন। তিনি সমাজ সংস্কারকে অগ্রাহ্য করে প্রতিমা এবং রথীন্দ্রনাথের বিয়ে দেন। এই বিয়ে ছিল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির প্রথম বিধবা বিবাহ। কর্মজীবন তিনি রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর স্বামীর সাথে বিশ্বভারতী এবং শান্তিনিকেতনের নানা কাজে নিজেকে নিয়োগ করেছিলেন। তিনি নানারকমের কারুশিল্প প্রবর্তন এবং রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যে পরিকল্পনায় সহযোগিতা করতেন। তিনি একজন ভালো চিত্রশিল্পী ও ছিলেন। তিনি কিছুদিন ইতালীয় শিক্ষক গিলহার্ডির কাছে ছবি আঁকা শিখেছিলেন। বিয়ের অল্প পরে শান্তিনিকেতনে মেয়েদের প্রথম অভিনয় লক্ষ্মীর পরীক্ষাতে তিনি ক্ষীরির চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। তিনি শান্তিনিকেতনে মেয়েদের নাচ শেখাবার ব্যবস্থা করেন। রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মিকীপ্রতিভা' এবং 'মায়ার খেলা'য় তিনি নাচ অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের তিনিই ছিলেন প্রধান উৎসাহী। তাঁর আগ্রহে রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদা বা পরিশোধ নিয়ে নৃত্যনাট্য রচনার পরিকল্পনা করেন। তিনি প্রথমে বর্ষামঙ্গলের দু'একটি নাচে রূপ দেওয়ার পর, তিনি রবীন্দ্রনাথকে পূজারিনী কবিতার নৃত্যনাট্যরূপ লিখে দেওয়ার অনুরোধ করেন। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে মেয়েদের দিয়ে সেটি অভিনয় করানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এরপর রবীন্দ্রনাথ লিখলেন নটীর পূজা। প্রতিমা দেবী অনেক পরিশ্রমের মাধ্যমে শান্তিনিকেতনের মেয়েদের দিয়ে সেটি অভিনয় করান। এই নাটকে শ্রীমতীর ভূমিকায় নৃত্যাভিনয় করেছিলেন নন্দলাল বসুর মেয়ে গৌরী। ১৩৩৭ খ্রিষ্টাব্দে 'নবীন' অভিনয়ের সময় অধিকাংশ নাটকের পরিকল্পনা করেছিলেন প্রতিমা দেবী। প্রায় চোদ্দ বছর পরিশ্রমের মাধ্যমে তিনি রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের একটি স্থায়ী রূপ দিতে সমর্থ হন। চিত্রাঙ্গদার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তিনি নাচের তৈরি করেছিলেন চণ্ডালিকা। নাচের ক্ষেত্রে তিনি পোশাক-পরিচ্ছদ এবং মঞ্চ-সজ্জাতেও তিনি শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্য বজায় রেখেছিলেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

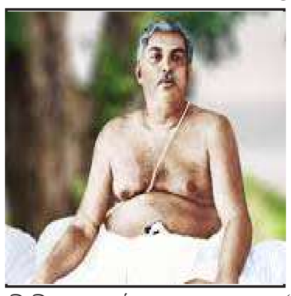

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্প্রসারিত করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সামনে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ-বাণী

স্বামী বিবেকানন্দ, মা সারদা কাউকে নিরাশ করেননি। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। শক্তিকে সঞ্চয় করে তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে জানতে হবে। মা'ই তার উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথে ব্যবহার করতে হবে। কোনও পথে এগিয়ে গেলে জয় আসবে তার উপায় তিনি নির্দ্ধারণ করে দেন। মা সারদা হচ্ছেন মহাশক্তি। জ্ঞানশক্তিদায়িনী। বিদ্যাং শক্তিদায়িনী। তিনি সর্বশক্তিদায়িনী। অধর্মের পরাজয় সুনিশ্চিত। ধর্ম সব সময়ে জয়ী হয়। অধর্মের পরাজয় ঘটে। অর্থমকে ত্যাগ করে মানব ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানব জীবন মহৎ পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে শক্ত করতে হবে।

ভারতের দুই মহাকাব্য রামায়ণ এবং মহাভারতের মূল সূত্রই হল আর ভারতীয় পুরাণ গ্রন্থে রয়েছে গঙ্গা-সাগরের মেলার ইতিহাস

রবীন্দ্রকুমার শীল

গঙ্গা সাগর সাজতে শুরু করে দিয়েছে মকর সংক্রান্তির পুণ্য স্নানের জন্য। সারা ভারতবর্ষের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষেরা এই সময়ে গঙ্গা সাগরে এসে উপস্থিত হয়। তাঁরা বছরে একবার মকর সংক্রান্তির দিন পুণ্য স্থান সেরে কপিল মুনির আশ্রমে পুজো দিয়ে ঘরে ফিরে যান। প্রায় লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ হয়ে থাকে। গঙ্গা সাগরের মেলা যাতে নির্বিঘ্নে হতে পারে তার জন্য প্রশাসন যথেষ্ট সতর্ক এবং যত্নবান হয়। আসলে ভারতবর্ষ দেশটা হচ্ছে আধ্যাত্মবাদের দেশ। আধ্যাত্মবাদকে নিয়ে এখানে চর্চা বেশি হয়ে থাকে। সেই কারণে এই ভারতে যেমন গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটেছে। আবার মহাবীরের আবির্ভাব ঘটে। গুরু নামক এই ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। চৈতন্যদেব বৈষ্ণব ধর্মের প্রাণ পুরুষ এই ভারতের জন্ম গ্রহণ করেন। আবার ব্রাহ্ম ধর্মের প্রবক্তা রাজা রামমোহন রায় এই ভারতের জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ এই ভারতের আবির্ভূত হয়েছিলেন। সুতরাং গঙ্গা সাগর মেলা হচ্ছে একটি ধর্মীয় মেলা। সেই মেলায় অংশ গ্রহণ করতে সারা ভারতের মানুষ এসে উপস্থিত হয়। আবহাওয়া প্রতিকূল থাকলে তাকে অতিক্রম করে গঙ্গা সাগর সঙ্গম স্থলে এসে উপস্থিত হয়ে থাকে সর্ব ধর্মের মানুষেরা। বহু শিখসহ বিভিন্ন ধর্মের মানুষ এসে উপস্থিত হন। তারা হিন্দু ধর্মের আচারের সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে থাকে। গঙ্গার সঙ্গে ভারতের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। সেই নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল আর্যদের আগমনের সময় থেকে। তাদের সাহিত্যে এবং শাস্ত্রীয় গ্রন্থে গঙ্গার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। গঙ্গা জল এত মিষ্ট যা পান করলে শরীর একেবারে শীতলে পরিণত হতে পারে। আবার মাথায় গঙ্গার জল দিলে মাথাকে ঠাণ্ডা করে। সেই কারণে আমরা ভারতীয় পুরানে দেখতে পাই অশান্ত শিব গঙ্গাকে মাথায় রেখে দিয়ে শান্ত হয়ে রয়েছেন। শিব গঙ্গাকে ধারন করেছেন। তিনি গঙ্গার ধারক এবং বাহক। দেবাদেবীশ্বর শিব। গঙ্গার কতকখানি ভারতবাসীদের কাছে আপন তার প্রমাণ পাওয়া যায় ভূপেন হাজারিকার একটি গান থেকে। সেই গানটির কথা হচ্ছে- 'গঙ্গা আমার মা পদ্মা আমার মা'। মানুষের মস্তককে একেবারে নদী মাতৃক করে তোলে।

ভারতবর্ষ হচ্ছে ধর্মের দেশ। আবার ভারতবর্ষ হচ্ছে নদীমাতৃক দেশ। ভারতের বহু নদী প্রবাহিত। গঙ্গা নদীর ওপরে ভারতবাসীরা জীবন জীবিকা নির্ভর করে। গঙ্গা নদী হচ্ছে ভারতের প্রাণ এবং বলা যেতে পারে অন্নদাতা। গঙ্গা নদী আছে বলেই পদ্মা প্রবাহিত। আবার সরস্বতী নদী, কংসাবতী নদী থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজ্যে যেসব নদ নদী রয়েছে তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গঙ্গা নদীর সঙ্গে যোগ রয়েছে। গঙ্গা নদীর জল কোনও দিনই শুকায় না। সেই কারণে এই নদীর জল সব সময়ে স্রোতময়ী। গঙ্গা ভারতে কীভাবে এসে উপস্থিত হয়েছিল তা নিয়ে একটি পুরাণ কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। ভারতের প্রতিটি ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি পুরাণ কাহিনী রয়েছে। হিমালয়কে কেন্দ্র করে পুরাণ কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। ভারতের পুরানে তিব্বতে অবস্থিত কৈলাশ এবং মানব সরোবরের কাহিনীও উল্লেখিত। ভারতের দেবদেবীদের নিয়ে পুরাণ কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। গঙ্গার জলকে পূত পবিত্র বলা হয়ে থাকে। তার কারণ হচ্ছে পুরাণ কাহিনী। পুরাণে রয়েছে যে অযোধ্যার রাজা রামের পূর্ব পুরুষ ৯৯ বার অশ্বমেধ যজ্ঞ করে সফল হয়েছিলেন। প্রতিবার যজ্ঞের ঘোড়াকে পৃথিবীর চারপাশে পাঠিয়ে ছিলেন। সে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজ্যে ফিরে এসেছিল। এবারে সাগর রাজা এক হাজার তম যজ্ঞ করার আয়োজন করলেন। যজ্ঞ করে তিনি ঘোড়াকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে পাঠালেন। কিন্তু ইন্দ্র যজ্ঞের ঘোড়াকে লুকিয়ে রাখলেন কপিল মুনির কাছে। তখন কপিল মুনি ধ্যান করছিলেন। তিনি ধ্যানস্থ ছিলেন। তিনি ঘোড়ার ব্যাপারে কিছুই জানতেন না। ঘোড়া ফিরে আসছে না দেখে সাগর রাজা যজ্ঞের ঘোড়ার সন্ধান করতে তাঁর হাজার পুত্রকে পাঠালেন। তারা সর্বত্র ঘুরে ঘোড়া খুঁজতে শুরু করে দিল। কোথাও ঘোড়াতে দেখতে পাচ্ছিল না। অবশেষে তারা কপিল মুনির আশ্রমে এসে যজ্ঞের ঘোড়াতে দেখতে পেল। রাগে রাজপুত্ররা কপিল মুনিকে ঘোড়া চোর বলে কুকথা বলতে শুরু করে। ঋষি যখন চোখ খুললেন তখন তাঁর চোখের আলোতে ভস্ম হয়ে গেল সাগর রাজার পুত্ররা। সাগর রাজা কুপিল মুনির কাছে হাত জোর করে ক্ষমা চেয়ে নিলেন। তিনি বলেছিলেন, তাঁর পুত্ররা একেবারে নির্দোষ। তারা জানতে পারেনি আপনি ঘোড়া ধরেননি। কিন্তু তারা আপনাকে অপমানিত করে অন্যায় করেছে। আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদেরকে ভস্ম থেকে উদ্ধার করুন। কপিল মুনি তখন উপদেশ দিয়েছিলেন গঙ্গাকে এই ধরনীতে নিয়ে আসতে পারতেই তবে সাগর রাজার পুত্ররা উদ্ধার পাবে। গঙ্গার জলের স্পর্শ পেলে তারা জীবন ফিরে পাবে। ভস্মের ওপরে গঙ্গার জল ছিটিয়ে দিলেই তারা জীবন ফিরে পাবে। কিন্তু গঙ্গাকে আনবে কে? কার সেই রকম শক্তি রয়েছে? গঙ্গা এই ধরনীতে নিয়ে আসলে প্রবল স্রোত শুরু হবে। তার স্রোতে সবার জীবন বিপন্ন হতেপারে। তারপরে রাজা ভগীরথ রাজ্য ত্যাগ

করে এক হাজার বছর ধরে ধ্যান করেছিলেন। কঠোর তপস্যার ফলে গঙ্গা ধরনীতে উপস্থিত হওয়ার বাসনা করলেন। ব্রহ্মা ভগীরথের ইচ্ছা পূরণ করলেন। তারপরে গঙ্গাকে ধারন করতে শিবের দ্বারস্থ হলেন গঙ্গার শক্তিশালী প্রবাহকে ধারন করার অনুরোধ নিয়ে। শিব তাতে রাজি হলেন। শিবের তপস্যা করতে শুরু করেছিলেন ভগীরথ। শিবকে সন্তুষ্ট করে তিনি তাকে রাজি করান। শিব তাঁর মাথার চুলের জটের মধ্যে গঙ্গাকে ধারন করে প্রবাহকে রুখে দিয়েছিলেন। তার ফলে গঙ্গা একেবারে শান্ত হয়ে সমতল ভূমিতে এসে উপস্থিত হলেন এবং সাগর সাগর এক হাজার পুত্র জীবন ফিরে পেল। রামায়নে গঙ্গার কথা উল্লেখ রয়েছে। গঙ্গার শোভা দেখে রামের স্ত্রী সীতা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তারপরে সীতা যখন বনবাসে ছিলেন তখনও সীতা গঙ্গার শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে জীবনের দুঃখের কথা ভুলে থাকতেন। তিনি গঙ্গাকে মা বলে ভাবতেন। তিনি মনে করতেন গঙ্গা সবার মায়ের রূপ ধারন করে এই ধরনীতে প্রবাহিত হচ্ছেন। মহাভারতে গঙ্গা পুত্র ভীষ্মের কথার উল্লেখ পাই। ভীষ্ম ছিলেন গঙ্গার পুত্র। তিনি গঙ্গা পুত্র বলেই খ্যাতি লাভ করেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন হস্তিনাপুরকে রক্ষা করতে আজীবন অবিবাহিত থাকবেন। তিনি জীবন থাকতে হস্তিনাপুরের সিংহাসনকে রক্ষা করবেন। তবে উপযুক্ত রাজার হাতে তিনি হস্তিনাপুর দিয়ে এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করবেন। গঙ্গাকে নিয়ে বহু ইতিহাস রয়েছে। গঙ্গা হচ্ছে ভারতবাসীদের কাছে পূত পবিত্র জল। গঙ্গার জল না পেলে কেউ শুদ্ধ হয় না। যজ্ঞ থেকে শুরু করে ভারতের দেব দেবীর পুজায় গঙ্গার জল অতি অবশ্যই প্রয়োজন। গঙ্গার জল ছাড়া দেব দেবীর পুজা একেবারে অসমাপ্ত হয়ে থাকে। সেই কারণে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যে সব দেব দেবীর পুজো হয়ে থাকে সেখানে গঙ্গার জল অতি অবশ্যই প্রয়োজনীয়। গঙ্গার জল না হলে কিন্তু পুজো করা যায় না। ভারতের দুটি মেলা খুবই বিখ্যাত। এই দুটি মেলা হল কুম্ভ মেলা এবং তারপরে রয়েছে গঙ্গা সাগর মেলা। কুম্ভ মেলা বসে উত্তর ভারতে। উত্তর ভারতের প্রয়াগ বা এলাহাবাদে এই কুম্ভ মেলা বসতে দেখা যায়। আবার গঙ্গা সাগর মেলা প্রতি বছরই একবার করে গঙ্গা সাগর মিলন স্থলে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মকর সংক্রান্তির দিন গঙ্গা সাগরে পূণ্য স্নান হয়ে থাকে। সেই কারণে বলা হয়ে থাকে ভারতের দুটি জাতীয় মেলা একটি হচ্ছে কুম্ভ মেলা এবং আর একটি হচ্ছে গঙ্গা সাগর মেলা। তবে কবে থেকে এই মেলা শুরু হয়েছিল তা অবশ্যই জানা যায় না। তবে অনুমান করা হচ্ছে যে হিন্দু ধর্মের আগমনের শুরু থেকেই এই কুম্ভ মেলা এবং গঙ্গাসাগর মেলার সূচনা। তখন ছিল ভারতে মুনি ঋষিদের যুগ। তখন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার ভার এই সব মুনি ঋষিরা গ্রহণ করেছিলেন। তারা রাজার সন্তানদের শিক্ষিত করার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করতে থাকেন। কীভাবে রাজসভা পরিচালনা করতে হবে এবং প্রজা পালন করতে হবে তার শিক্ষা দান করতেন এই মুনি ঋষিরা। তার পরে রয়েছে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা এবং ধ্যান করা। ধ্যান করে ঈশ্বরের সাধনা করতেন মুনি ঋষিরা। তারা ধ্যানের মধ্যে দিয়ে দেবশক্তি অর্জন করতেন। বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে প্রকৃতি পুজো করতেন এবং যজ্ঞ করে উপাস্য দেব দেবীকে সন্তুষ্ট করতেন। সেই সময় থেকেই শুরু হয়েছিল কুম্ভ মেলা এবং সাগর মেলা। আবার বলা হয়ে থাকে যে গঙ্গা হচ্ছে একজন নারী। সাগর হচ্ছে একজন পুরুষ। গঙ্গা নারী হওয়ার ফলে আর সাগর পুরুষ হওয়ার ফলে তারা মিলিত হয়ে থাকে প্রাকৃতিক নিয়মে। এটা কিন্তু একেবারে প্রাকৃতিক মিলন বলা যেতে পারে। সাগরের সঙ্গে গঙ্গা মিলিত না হলে একটি সময়ে গঙ্গা একেবারে শুকিয়ে যেত। কিন্তু কে বা কারা গঙ্গার সঙ্গে সাগরের মিলন ঘটালেন তার কোনও সূত্র পাওয়া আজও সম্ভব হয়নি। তবে পুরাণ এই মিলনকে সমর্থন দিয়েছে। তারা বলেছে ভগবান সন্তুষ্ট হয়ে গঙ্গা সাগরের মিলন ঘটান। নাহলে গঙ্গা চিরকালের জন্য হারিয়ে যেত। ভারতীয় সভ্যতার গঙ্গার অসীম দান রয়েছে। ভারতীয় সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে গঙ্গার যুক্ত রয়েছে। যুগ যুগ ধরে ভারতীয় সভ্যতা অগ্রসর হতে শুরু করেছে গঙ্গা তার অন্যতম সাক্ষী বলা যেতে পারে। সেই কারণে গঙ্গা হচ্ছে ভারতবাসীদের কাছে ঈশ্বর স্বরূপ। গঙ্গাকে সন্তুষ্ট করার জন্য গঙ্গারতি এবং গঙ্গা পুজোর আয়োজন হয়ে থাকে। আজও বেনারস থেকে শুরু করে হরিদ্বার সন্ধারতির আয়োজন রয়েছে। তবে এখন কলকাতার গঙ্গার ঘাটে শুরু হয়েছে গঙ্গারতির ব্যবস্থা। গঙ্গা পুজোর রীতি রয়েছে। রামায়ণে রাবন রামের দুর্গা পুজোর পুরোহিত ছিলেন। রাবণ জানতেন রাম তাকে হত্যা করতে এসেছে। তিনি দুর্গা পুজোর আয়োজন করেছেন তাকে হত্যা করতে। কিন্তু তবুও রাবণ দুর্গা পুজো করতে একবার না করেন নি। রাম তাকে পুজোর করার জন্য আবেদন পাঠিয়ে ছিলেন। রাবণ তা গ্রহণ করেন এবং রামের দুর্গা পুজো নিষ্ঠার সঙ্গে করেছিলেন। সেই পুজো করা হয়েছিল গঙ্গার জল নিয়ে। তপোবনের পাশ দিয়ে গঙ্গার পবিত্র জল বইতে ছিল। সেই জল নিয়ে এসে রাবণ দুর্গা পুজো সমাপ্ত করেছিলেন। তারপরে আমরা জানি যে রাবণকে হত্যা করেছিলেন রামচন্দ্র। সুতরাং হিন্দু সভ্যতার সঙ্গে গঙ্গা একেবারে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। গঙ্গাকে বাদ দিয়ে ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ একেবারে অসম্ভব সেটা পরিস্কার। সেই কারণে বারবার আওয়াজ উঠতে শুরু করে দিয়েছে যে গঙ্গা সাগর মেলাকে জাতীয় মেলায় পরিণত করতে হবে। গঙ্গা সাগরে যেতে গেলে এখনও মুড়ি গঙ্গা পার হয়ে হয়। সেই কারণে বর্তমান প্রশাসন থেকে আওয়াজ উঠতে শুরু করেছে যে আগামি দিনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে যে মুড়ি গঙ্গার ওপরে সেতু নির্মাণ করার। সেই সেতু নির্মাণ করতে প্রায় কোটির টাকার মতো খরচ রয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। কেন্দ্র রাজ্য সরকার উভয় মিলে সেতু নির্মাণের ব্যয়ভার গ্রহণ করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বেনারসের মাহাত্ম্যকে বিস্তার করার মূলে রয়েছে মহারাষ্ট্রের পণ্ডিত সমাজ। নবদ্বীপকে শ্রেষ্ঠ করার মূলে রয়েছেন চৈতন্যদেব। কলকাতাকে ভারত সেরা করার মুলে রয়েছে ইংরেজ সরকার। ঠিক সেই রকম গঙ্গাকে পবিত্র করার মূলে রয়েছে রামায়ণ, মহাভারত এবং ভারতীয় পুরান গ্রন্থ। গঙ্গাকে নিয়ে এত বেশি চর্চিত আর কোনও নদীকে নিয়ে বিশ্বে করা হয়নি। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে গঙ্গার জলের মধুরতা। গঙ্গার জলের মধুরতা থাকার ফলে ইলিশ মাছ সব কিছু ত্যাগ করে গঙ্গায় এসে ডিম পারে। গঙ্গার মিঠে জলে তারা নতুন প্রাণ সৃষ্টি করার প্রেরণা পায়। অতীতে কোনও ভারতীয় পরিবারের নতুন সন্তান এসে উপস্থিত হলে তাঁর গায়ে কয়েক ফোঁটা গঙ্গার জল ছিটিয়ে দেওয়া হতো। তাকে গঙ্গার জল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হতো এবং একেবারে শুদ্ধ করা হতো। মারাঠা পণ্ডিত নারায়ণ ভট্ট হিন্দুদের পবিত্র স্থানকে নিয়ে একটি কাব্য রচনা করেছিলেন -'ত্রিস্থলীসেতু'। বলা হয় গয়া, কাশী ও গঙ্গা যমুনা সঙ্গমস্থলই প্রয়াগের আসল তিন তীর্থ। এই তিনটে ত্রিস্থলী। আবার ব্রিটিশ ম্লেচ্ছ সাহেবরা গঙ্গাকে পবিত্রতা করে তামাম দেশকে একটি সূত্রে বেঁধে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। মোঘল শাসনের অবসানের বারাণসীর গঙ্গায় একের পর এক ঘাট নির্মিত হয়েছে। সাহেবরা একে রোমান্টিক বলে ভেবেছে। ব্রিটিশ চিত্রশিল্পী উইলিয়াম হজেস, টমাস ড্যানিয়েল থেকে শুরু করে জেমস প্রিন্সেপ যখন বেনারস নিয়ে মুগ্ধ তখন ফ্যানি পার্কস মারিয়া গ্রাহাম সহ আরও অনেকে কলকাতা শহরের ছবি আঁকে মুগ্ধ। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম সঙ্গী হয়ে গেল গঙ্গা। গঙ্গা হচ্ছে ভারতীয় সভ্যতার প্রতীক।

পৌষ পার্বন উৎসবে মোয়া, পুলিপিঠে, পাটিসাপ্টা আর খেজুরের সন্দেশ খাওয়া

রিয়া পোদ্দার, নবদ্বীপ

বারো মাসে তেরো পার্বণ এর অন্যতম শীতের মধ্য বেলায় পৌষ সংক্রান্তি। এই দিনটি কে হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী শুভ মনে করা হয়। এই দিনে সাগর সঙ্গমে পুন্য স্নানে পুন্য মেলে,কথিত আছে সব সাগর বার বার গঙ্গা সাগর একবার। তখন

অবশ্য দুর্গম ছিল ঘন জঙ্গল এর মধ্যে দিয়ে যেতে হতো, তাই সাংসারিক জীবনের দায়িত্ব কর্তব্য মেটার পর গঙ্গা সাগর পুন্য স্নানে যেতেন তখনকার মানুষ। সেখানে মানত রাখতে কোলের শিশু বলি দেওয়া হতো, সেই সাগরে নিক্ষেপ করে। এই দিন থেকে সূর্য দেবতার গতিপথ পরিবর্তন করেন। এর মাঝেই শীতের খেজুর গুড় নারকেল চালের গুঁড়া দিয়ে সে সময় গৃহিণী রা দক্ষ হাতে নতুন উনুন চালের গুঁড়া দিয়ে আলপনা আর সিঁদুর এর ফোঁটা দিয়ে, বানিয়ে ফেলতেন নানা পিঠে পুলি, তা ঠাকুরকে মূলতঃ অগ্নিদেবকে সূর্যদেব ও পরে গৃহ দেবতাকে নিবেদন করে বাড়ির সদস্যেরা গ্রহণ করতেন। কি নেই সেই রসনায় - পায়েসের মধ্যে - চুষির পায়েস,কাওনের চালের পায়েস,রাঙা আলুর পায়েস,সুজির পায়েস। পিঠের মধ্যে -পাটি সাপটা, গোকুল পিঠে, মুগ সামলী, চিতই - দুধ চিতই,মন চিতই,ভাজা চিতই। ঝেঁঝি,মুগের পুলি,রস বড়া, দুধ পুলি,মুগের বরফি, টাটকা, বুটের কুলুই,আসকে,গঙ্গাজলী সহ একাধিক পিঠে তৈরি করা হতো সে সময়, মূল উপাদান চালের গুঁড়া ময়দা ঘি নারকেল কোরা এলাচ ক্ষীর দুধ গুড়। তবে এসময় কুমিল্লা চানপুর এর পোদ্দার পরিবারের একটি দুর্ঘটনা ঘটায় এই দিনে পিঠে তৈরি বন্ধ, বা অশুভ মনে করা হয়। আগের দিন বা পরের দিন তৈরি করা যেতে পারে, পারিবারিক সূত্রে এই বংশের জাতিকা, সেই রীতির দোসর।একদা আমার বড়মা ওরফে বাবাই এর ঠাকুরমা শ্রী মতি নীরদা সুন্দরী দেবী এক প্রকার জোর করে পিঠে পায়েস তৈরি করলেও সে পিঠে রান্নাঘর থেকে চুরি হয়ে যায় অজ্ঞাত ভাবেই, দালানকোঠা চারদিকে ঘেরা বর্ধিষ্ণু অঞ্চলের এমন ঘটনা বিরল। তবে এই দিনে বাড়িতে সাড়ম্বরে পালিত হয় বাস্তু পুজো। এটি মূলতঃ বাস্তুদেব ও সূর্য পুজো, বাড়িতে উঠোনে এই পুজোর করার রীতি। কাঠের উনুন এ পিতলের হাঁড়িতে দুধ গুড় গোবিন্দ ভোগ চাল দিয়ে চরু বসান ঠাকুর মশাই, এই ভোগ একমাত্র ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রস্তুত করা হয়। তারপর কলা পাতাতে ও পাথরের বাটি থালাতে তা বাস্তুদেব কে নিবেদন করা হয়। উঠানে জিয়লের ডাল পুঁতে তার সামনে নৈবেদ্য ও চরুর পায়েস ভোগ নিবেদন করা হয়, এক পাঁচ আট নৈবেদ্য থালা, সাথে গুড় ও তিল পাটালি অবশ্যই নিবেদন করতে হয় । পুজোতে অঞ্জলী নিষিদ্ধ, পুজোর পর ওই কলাপাতা চরুর পায়েস ভোগ উঠোনে হেসো দিয়ে মাটি খুঁড়ে মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয় সেই ভোগ বাস্তুদেবের উদ্দেশ্যে।এই পৌষে হয় পূর্ণিমা ব্রত, পৌষের পূর্ণিমা তিথিতে উঠানে পুকুর খনন করে মাটি দিয়ে চারদিকে ঘিরে তার মধ্যে গঙ্গা জল দুধ দিয়ে পুকুর করে সিঁদুর ধান দূর্বা কাঁচা হলুদ দেওয়া হয়। পাশে কুলোতে ধান বোঝাই করে তার ওপর চারটে ছোট কলসি ভরা গোবিন্দ ভোগ চাল কড়ি দিয়ে বসানো হয়, সাথে ধান দূর্বা কাঁচা লংকা,মঙ্গল ঘট বসিয়ে ব্রত কথা পরা হয় চাঁদ উঠলে, এই ব্রতের উপাচার চাল জল - গোবিন্দ ভোগ চাল নতুন আদা নারকেল কোরা বাটা,গুড়, কাঁচা দুধ দিয়ে চালজল তৈরি করা হয়। সাথে কাওনের চালের পায়েস ও নিবেদন করা হয় মা লক্ষী বা পূর্ণিমা ব্রতের দেবীকে। পৌষ সংক্রান্তির অন্য অনুভূতি বর্ধমান শহরের আকাশে বাতাসে ওড়ে ঘুরির মেলা,সারা আকাশ জুড়ে ভো কাট্টা শব্দ। সেই সাথে দামোদর নদের তীরে বসে সাঁওতাল অধিবাসীদের মেলা , সারাদিন হাড়িয়া তাল পাতারসেপাই, খেজুরের রস সহ নানা রকমের হাতের তৈরি জিনিসপত্র বিক্রী হয়,আশে পাশে গ্রাম থেকে মেলায় আসে সবাই, নদীর পাড়ে বসে চড়ুইভাতি । অপরদিকে এই দিনে চলমান জগন্নাথ মহাপ্রভুকে নানা পিঠে পুলি তৈরি করে নিবেদন করা হয় সাথে থাকে তিল পাটালি। এই দুই পক্ষান্তরে তিন অঞ্চলের সংস্কৃতির পৌষ সংক্রান্তির আবহ ধরা দিল আজকের চালচিত্র এ। শীতের

বাংলার জমিদারি ইতিহাস

বাংলার জমিদারি ইতিহাসে অনেক স্থাপত্য রয়েছে, যেগুলো আজও অতীতের গৌরবময় অধ্যায়ের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এমনই একটি স্থাপনা হলো মুন্সীগঞ্জ জেলার ভাগ্যকুল জমিদার বাড়ি। সময়ের বিবর্তন সত্ত্বেও এটি আজও তার স্থাপত্যশৈলী, ঐতিহ্য এবং ইতিহাসের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে কৌতূহল জাগিয়ে রাখে। গ্রীক স্থাপত্যশৈলীর প্রভাব, শিল্পকলার অসাধারণ নিদর্শন এবং জমিদারি আমলের ইতিহাসকে ধারণ করে থাকা এই বাড়ি এক সময় বাংলার জমিদারি সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু ছিল। জমিদারদের জীবনধারা, তাদের আর্থিক প্রভাব এবং সাংস্কৃতিক অবদান জানতে ভাগ্যকুল জমিদার বাড়ি একটি অপরিহার্য নিদর্শন।

ভাগ্যকুল জমিদার বাড়ি মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলার ভাগ্যকুল গ্রামে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক স্থাপনা, যা আনুমানিক ১৯০০ শতকে জমিদার যদুনাথ রায় নির্মাণ করেন। যদুনাথ রায় ছিলেন একজন ব্যবসায়ী; তিনি বরিশাল থেকে সুপারি, লবণ ও শাড়ি আমদানি করে কলকাতার মুর্শিদাবাদে রপ্তানি করতেন।

এই দ্বিতল ভবনের স্থাপত্যে গ্রীক শিল্পের প্রভাব স্পষ্ট, যার সামনে আটটি বিশাল থাম রয়েছে। ভবনের ভেতরের দেয়ালে ময়ূর, সাপ এবং বিভিন্ন ফুল-পাখির নকশা অঙ্কিত, যা তৎকালীন শিল্পকলার নিদর্শন।

যদুনাথ রায়ের পাঁচ সন্তান ছিল; তাদের জন্য তিনি আলাদা বাড়ি নির্মাণ করেন, যা বর্তমানে কোকিলপেয়ারি জমিদার বাড়ি, জজ বাড়ি ও উকিল বাড়ি নামে পরিচিত। এই জমিদার বংশ ব্রিটিশ আমলে ধনী ও শিক্ষিত পরিবার হিসেবে পরিচিত ছিল। তাদের মধ্যে হরলাল রায়, রাজা শ্রীনাথ রায় ও প্রিয়নাথ রায় উল্লেখযোগ্য, যারা ব্রিটিশদের কাছ থেকে 'রাজা' উপাধি লাভ করেন।

শীতকাল আসা মানেই মেলা আর উৎসব

বিশেষ প্রতিবেদক

মেলা তলা।। কোন ভাবে মেলা তলা কথাটা যৌক্তিকতা আছে কিনা জানা নেই তবে আমার মতো ভবঘুরে মেলা প্রেমীদের কাছে সেই মেলা তলা, বর্ধমান শহরের বইমেলার বই আর ধুলোর গন্ধ,

তখন কলেজ বেলা কৃষ্ণ সায়রের ফুলমেলা, একটু অন্য রকম স্পর্ধা, না মাম বাবাই এর হাত ছেড়ে কলেজের পর এক ঝাঁক ইতিহাস বিভাগের কখনো দাদা দিদি আর প্রিয় সখা সখীর হাতে হাত রেখে আজ খেলা ভাঙার খেলা,কানের দুল থেকে পাহাড় প্রদক্ষিণ কখনো শিশির ভেজা ঘাসে বসে জমিয়ে চা ঝালমুড়ি কখনো সঞ্জয় দত্ত কাকুর ফুচকা পাপড়ি চাট,ঝালের চোটে গুড় বাদাম চোখে আগামী দিনের কত বিনি সুতোয় গাঁথা মালা না কোন বিশেষ সফর সাথী আমার মতো মানুষের কোন দিন জোটে নি,কারণ ঝাঁকের মাঝে আলাদা হতাম না বলে হয়তো। এই দশটা দিন বর্ধমান রাজ কলেজ ক্লাসের পর ওই যে আমারই মতন যারা সব সময় আগলে রাখতো তাদের সাথে ওই পথে,নার্স কোয়াটার পেরিয়ে দুপুরে সেই শান্ত রাস্তা দিয়ে হাঁটতে বড় মন কেমন করতো তাই সুর থাকুক না থাকুক গলায় সেই দাড়ি বুড়োর কোন কলি গুনগুন করতে করতে পথ চলা, এই একলা রাস্তায় হাঁটার রোগটা সহজাত বলতে পারা ওই যে বোহেমিয়ান মানুষ টার আত্মজা, তার প্রতিবিম্ব স্বরূপা। বর্ধমান

উৎসব মানে কখনো নাচ কখনো গান এর অনুষ্ঠান সাথে গুণী শিল্পী আর দাদা দিদিদের সান্নিধ্য লাভের অংশীদার।ভালোই চলছিল হঠাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের পথে পা রাখতে ঠিকানা বদল, সেমিষ্টার এ গেঁড়োতে বাঁধা জীবন। তবে ঢেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে আমিও সেই দলে,বিজয়গড় অঞ্চলে এই সময় বারো ভূতের মেলা। পৌষ সংক্রান্তির যে সব সাধুরা পুণ্য স্নানে যাওয়ার পর এখানে এসে আখড়া গড়েন, তাদেরকে ঘিরে বিরাট মেলা বসে মাঠে। আমার সেখানে ও জুটলো কয়েকজন আমার মতো পেটুক ঠাকুর, শনিবার রবিবার ছুটি, তাই বিকেল হলেই নয় গড়িয়াহাট সাউথ সিটি দক্ষিণাপণ কলেজ স্ট্রিট বলতে গেলে কলকাতার এদিক ওদিক যে মানুষগুলো সফর সঙ্গী তারা মেসের সহচরী। সদলবলে সেজে গুজে বারো ভূতের মেলা যাওয়া মানে গরম জিলিপি , কাঠের তৈরি নানা ঘর সাজানোর সামগ্রী থেকে চায়ের কাপ ফুলদানি আর চপের কথা না বললেই নয়। আমার একটা বদ অভ্যাস আছে বাড়ির লোকেরা বলে, সেই বদ অভ্যাস এর জন্য বিপদে পড়ে ঠেকে ও শিখি না। ওই যে যে কোন মানুষ কে খুব তাড়াতাড়ি বিশ্বাস করে আপন করে নি, আমি নি না তারা আমাকে নেয় তা জানি না। কোন জায়গায় গেলে আমার নতুন বাঁধন তৈরি হয়ে যায় অনায়াসে,যেমন মেসের পাশের ফ্ল্যাটের রাহুলের মা কাকীমার আমি বড় প্রিয় তাই রোজ আমাদের জানলার পর্দা তুলে দেবারতি দিদির ঘর থেকে মৌরি ওগো বধূ সুন্দরী দেখতে দেন, মাঝে মাঝে জানলা দিয়ে বাটি ও জুটে যায়, এপাশে দিদার দোকান রাত সাড়ে বারোটাতে কোল্ড ড্রিংকস অনায়াসেই পাঁচিল টপকে চলে আসে সাথে কালি পুজোর নেমন্তন্ন, ওদিকে ফ্ল্যাটের বৌদির ঘর থেকে আসে ঠেকুয়া।

পুণ্যার্থীদের ফেলা বর্জ্য পদার্থ দিয়ে গঙ্গাসাগরে তৈরি হবে নতুন রাস্তা

দুরন্ত বার্তা, গঙ্গাসাগর, ১৪ জানুয়ারি ঃ রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বেসরকারি সংস্থার সহায়তায় এবার সাগরের উন্নয়নে নতুন উদ্যোগ। গঙ্গাসাগরে পুণ্যার্থীদের ফেলে দেওয়া বর্জ্য পদার্থ দিয়েই তৈরি হতে চলেছে গঙ্গাসাগরের রাস্তা। কথায় বলে 'তীর্থ বারবার গঙ্গাসাগর একবার'। অর্থাৎ সব তীর্থে বারবার গিয়ে যে পুণ্যলাভ হয় গঙ্গাসাগর মেলায় মাত্র একবার এসে সেই পরিমাণ পূণ্যলাভ করা সম্ভব। হিন্দুদের কাছে অত্যন্ত মাহাত্ম্যপূর্ণ এই তীর্থস্থান। গঙ্গানদী এখানে সাগরে এসে মিশেছে। তাই এই স্থানের নাম গঙ্গাসাগর। সাগরের কপিলমুনির আশ্রম প্রাঙ্গনে এবার ৮ জানুয়ারি শুরু হয়েছে গঙ্গাসাগর মেলা, চলবে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত। চলতি বছর ইতিমধ্যেই ৫৫ লক্ষের বেশি পুণ্যার্থী গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নান সেরে গেছেন বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। মকর সংক্রান্তির স্নান উপলক্ষ্যে এলাহাবাদে আয়োজিত কুম্ভ মেলার পরে সবথেকে বড় মেলা হল এই গঙ্গাসাগর মেলা। আর এই উৎসব উপলক্ষ্যে দেশের নানান প্রান্ত থেকে প্রচুর মানুষ জড়ো হন এই সাগরের সৈকতে। এত মানুষের সমাগম হওয়ার কারণে সাগর চত্বরে প্রচুর ময়লা আবর্জনা এই সময় জড়ো হয়। সেই কথা মাথায় রেখে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। আর্বজনাকে রিসাইকেলিং করে কীভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র বানানো যায়, তা নিয়ে একটি কর্মশালা হচ্ছে । মেলা শেষের পরে কাচের বোতল, পুরানো কাপড় এবং অন্যান্য জিনিস সৈকত থেকে সংগ্রহ করা হবে। ফেলে দেওয়া জিনিস যে আবারও পুনর্ব্যবহার করা যায়। এমনকি গঙ্গাসাগরে পুণ্যার্থীদের বর্জ্য পদার্থ ব্যবহার করে নির্মাণ করা হবে গঙ্গা সাগরের বিভিন্ন রাস্তা এমনটাই জানিয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্য অনিতা মাইতি বালা। তিনি জানান, গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৫ উপলক্ষ্যে জানুয়ারি মাস থেকেই গঙ্গাসাগরের ভিড় জমিয়েছে তীর্থ যাত্রীরা, আর এই তীর্থ যাত্রীদের ফেলে দেওয়া বর্জ্য নিয়ে আমাদের এই মহান কর্মযজ্ঞ। তীর্থযাত্রীদের ফেলে দেওয়া বর্জ্য এখানে এনে পুনর্ব্যবহার করে জৈব সার থেকে শুরু করে কাঁচের জিনিসপত্র এমনকি গঙ্গাসাগরে বিভিন্ন রাস্তার ক্ষেত্রে এই বর্জ্য পদার্থ আমরা পুনর্ব্যবহার করে মানুষের কর্মযজ্ঞ গড়ে তুলছি। এই মহান কর্মযজ্ঞে ২০০-র বেশি কর্মী কর্মরত। নামখানা থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ৮ টি ইউনিটে এই মহান কর্মযজ্ঞ চলছে। কর্মীদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে আমরা প্রতিনিয়ত এই জায়গা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখছি ও প্রতিনিয়ত স্যানিটাইজ করছি। গঙ্গাসাগরে তীর্থ করতে আসা পুর্ণ্যার্থীদের বর্জ্য কিভাবে মানুষের ব্যবহারে লাগে সেই কাজ আমরা চালাচ্ছি। আর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন পরিবেশবিদরা।

হাঁসখালিতে ধৃত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৪ জানুয়ারি ঃ হাঁসখালি থানার পুলিশের জালে গ্রেফতার হল বছর ২৩-এর বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী মহম্মদ মিরাজ শেখ। গ্রেফতার হয়েছে এক দালালও। সোমবার রাতে চোরাপথে সীমান্ত পেরিয়ে ওই যুবক ভারতে এসেছিল। তার গতিবিধি বেশ সন্দেহজনক হওয়ায় পুলিশ তাকে ধরে জেরা করে। তার থেকে কোনও বৈধ কাগজপত্র পাওয়া যায়নি। চাপ দিতেই জানা যায়, তার বাড়ি বাংলাদেশের বরিশাল জেলায়। অবৈধভাবে ভারতে আসার জন্য গ্রেফতার করা হয় তাকে। এছাড়াও পুলিশের জালে গ্রেফতার হয়েছে আজিদি মণ্ডল নামে এক দালাল। কী কারণে ওই যুবক বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছিলেন? নাশকতার ছক নাকি অন্য কোনও বিষয় রয়েছে? সেসব প্রশ্নও মাথাচাড়া দিচ্ছে। মঙ্গলবার রানাঘাট আদালতে তোলা হয় ধৃতদের।

Office of the Beldubi Gram Panchayat
Vill + P.O. – Paniarah, P.S. – Panchla, Dist.- Howrah, Pin:-711302.
Notice Inviting Electronic Tender No. 010(06)/NIT/15TH FC/UNTIED/BGP/24-25
The Prodhan, Beldubi Gram Panchayat, Howrah., invites e-Tenders for total 2 (Two) work. Source of Fund: 15th FC UNTIED. Bid submission upload end date (online): **22.01.2025 2.00 PM.** Technical Bid opening date (online): **24.01.2025 2.00 P.M.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Beldubi Gram Panchayat

Office of the Beldubi Gram Panchayat
Vill + P.O. – Paniarah, P.S. – Panchla, Dist.- Howrah, Pin:-711302.
Notice Inviting Electronic Tender No. 008(06)/NIT/15TH FC/TIED/BGP/24-25
The Prodhan, Beldubi Gram Panchayat, Howrah., invites e-Tenders for one work. Source of Fund: 15th FC TIED. Bid submission upload end date(online): **22.01.2025 2.00 PM.** Technical Bid opening date (online): **24.01.2025 2.00 P.M.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Beldubi Gram Panchayat

Office of the Beldubi Gram Panchayat
Vill + P.O. – Paniarah, P.S. – Panchla, Dist.- Howrah, Pin:-711302.
Notice Inviting Electronic Tender No. 007(06)/NIT/15TH FC/TIED/BGP/24-25
The Prodhan, Beldubi Gram Panchayat, Howrah., invites e-Tenders for total 4 (Four)Nos. works. Source of Fund: 15th FC TIED. Bid submission upload end date (online): **22.01.2025 2.00 PM.** Technical Bid opening date (online): **24.01.2025 2.00 P.M.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Beldubi Gram Panchayat

Office of the Beldubi Gram Panchayat
Vill + P.O. – Paniarah, P.S. – Panchla, Dist.- Howrah, Pin:-711302.
Notice Inviting Electronic Tender No. 009(06)/NIT/15TH FC/UNTIED/BGP/24-25
The Prodhan, Beldubi Gram Panchayat, Howrah., invites e-Tenders for total 4(Four) work. Source of Fund: 15th FC TIED. Bid submission upload end date(online): **22.01.2025 2.00 PM.** Technical Bid opening date (online): **24.01.2025 2.00 P.M.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Beldubi Gram Panchayat

Office of the Beldubi Gram Panchayat
Vill + P.O. – Paniarah, P.S. – Panchla, Dist.- Howrah, Pin:-711302.
Notice Inviting Electronic Tender No. 011(06)/NIT/15TH FC/UNTIED/BGP/24-25
The Prodhan, Beldubi Gram Panchayat, Howrah., invites e-Tenders for total 6 (Six) work. Source of Fund: 15th FC UNTIED. Bid submission upload end date(online): **22.01.2025 2.00 PM.** Technical Bid opening date (online): **24.01.2025 2.00 P.M.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Beldubi Gram Panchayat

Office of the ONDA 1 GRAM PANCHAYAT, ONDA, BANKURA
Tender is invited by the undersigned for the following works under NIeTs & NITs given below.

NIT/NIeT No.	Nature of Work	Date of publish	No. of works	Last Date of Submission of BID/Dropping of Tender	Last Date of Submission of BID/ Dropping of Tender
NeIT-20/ CFC-BG/ 2024-25(3rd Call)	Construction of Concrete Road	14-01- 2025	5	22-01-2025 up to 10:30 A.M.	24-01- 2025
NIeT-22/ CFC- BG/ 2024-25	Purchasing of Tubewell Parts	14-01- 2025	1	22-01-2025 up to 10:30 A.M.	24-01- 2025

For details please visit website wbtenders.gov.in or office of the undersigned.
Sd/- Pradhan
Onda 1 G.P

পুলিশের বিশেষ অভিযানে ২,২০০ কিলো ভেজাল হলুদ উদ্ধার, গ্রেফতার দুই

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৪ জানুয়ারি ঃ ভেজাল খাদ্যপণ্যের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বড় সাফল্য পেল রানাঘাটের পুলিশ। শান্তিপুর ব্লকের বাগআঁচড়া এলাকায় গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে সোমবার রাতে এক বিশেষ অভিযানে ২,২০০ কিলো ভেজাল হলুদ ও বিপুল পরিমাণ হলুদ তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে শান্তিপুর থানার পুলিশ। মঙ্গলবার রানাঘাট পুলিশের পক্ষ থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে একথা জানানো হয়। মঙ্গলবার ধৃতদের রানাঘাট বিচার বিভাগীয় আদালতে তোলা হয়। রানাঘাট পুলিশ জেলার এসডিপিও সবিতা গোটিয়াল জানান, এই ভেজাল হলুদ মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। মূলতঃ চালের গুঁড়ো ও ময়দা মিশিয়ে রং ব্যবহার করে এটি তৈরি করা হতো, যা প্যাকেটবন্দি করে বাজারজাত করা হত। এসডিপিও আরও জানান, ভেজাল খাদ্যপণ্যের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং আগামী দিনে আরও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। স্থানীয় সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় এই ধরনের কারবার চলছিল। পুলিশের এই অভিযান এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। উল্লেখ্য, বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার রাতে লোকনাথ সাহার কারখানায় হানা দেয় পুলিশ। তদন্তে জানা গেছে, চালের গুঁড়ো, ময়দা এবং ক্ষতিকর রাসায়নিক রং দিয়ে এই ভেজাল হলুদ তৈরি করা হতো। প্রাথমিকভাবে কারখানার মালিক লোকনাথ সাহা ও সহযোগী পরিতোষ মল্লিককে আটক করা হয়। পরে দুজনকেই গ্রেফতার করে পুলিশ।

ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার রাজগঞ্জ থানার এএসআই

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি ঃ শিলিগুগির এক মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগে রাজগঞ্জ থানার সহকারী সাব-ইনস্পেক্টর (এ এস আই) পদে কর্মরত একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অভিযোগ, তদন্তের অছিলায় এক মহিলাকে রাজগঞ্জে ডেকে এনে ধর্ষণ করেন অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিক। ঘটনার পরই অভিযোগের ভিত্তিতে ওই অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিককে ক্লোজ করে তদন্ত শুরু হয়। দীর্ঘ তদন্ত শেষে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ মঙ্গলবার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে আদালতে পেশ করে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রমাণ সংগ্রহ করে আদালতে উপস্থাপন করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকে রাজগঞ্জ থানার অন্যান্য পুলিশকর্মীদের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। জেলা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এবং এই ঘটনায় কোনওরকম গাফিলতি প্রমাণিত হলে আরও কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মহিলার অভিযোগ ও ঘটনার তদন্তে বিশেষ টিম গঠন করে দ্রুততার সঙ্গে কাজ চালানো হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

বৃদ্ধকে খুন কাণ্ডে গ্রেপ্তার জামাই

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৪ জানুয়ারি ঃ মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের কুশলপুরে চাকু দিয়ে নৃশংসভাবে বৃদ্ধকে হত্যাকাণ্ডে গ্রেপ্তার জামাই। পুলিশি জেরাতে খুনের কথা স্বীকার অভিযুক্তর। খুনের প্রকৃত কারণ কি। আরো কেউ জড়িত রয়েছে কি না? সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ। খুনে ব্যবহার করা অস্ত্র উদ্ধারের চেষ্টায় পুলিশ। অন্যদিকে জসীমউদ্দীনের স্ত্রী সাহানা এখনো মালদা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন। প্রসঙ্গত শুক্রবার গভীর রাতে কুশলপুরের বাসিন্দা জসীমউদ্দীন এবং স্ত্রী শাহানাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপানো হয়। মৃত্যু হয় জসীমউদ্দীনের। ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তারপরেই খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছে প্রথম পক্ষের স্ত্রীর ছোট মেয়ের স্বামী মোজাম্মেল হক। চাঁচলের শিহিপুর থেকে গ্রেপ্তার হয় মোজাম্মেল। পরিবার সূত্রে জানা গেছে জসীমউদ্দীনের দুটি বিয়ে ছিল। বেশ কিছুদিন ধরে শ্বশুরের সঙ্গে বিবাদ চলছিল। স্ত্রীকে হুমকি দিত প্রত্যেককে মেরে দেওয়ার। তারপর এই ঘটনা। যদিও শুধুমাত্র এই কারণ। নাকি ভেতরে রয়েছে আরও রহস্য খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ভারত সরকার
সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক
পণ্ডিত দীনদয়াল অন্ত্যোদয় ভবন,
সিজিও কমপ্লেক্স, লোধি রোড, নিউ দিল্লি-১১০০০৩

তারিখঃ ৭ জানুয়ারি ২০২৫

নোটিশ

মনোযোগ দিনঃ সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রকের সেখো অর কামাও / ইউএসটিটিএডি / নয় মঞ্জিল/ নয় রোশনি প্রকল্পের অধীনে সমস্ত প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলি।

সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রকের সেখো অর কামাও/ ইউএসটিটিএডি/ নয় মঞ্জিল/ নয় রোশনি স্কিমের অধীনে সমস্ত প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলিকে (পিআইএ) যে কোনও লক্ষ্য বছরের জন্য প্রকল্প (গুলি) বরাদ্দ করা হয়েছে তাদেরকে এতদ্বারা অবহিত করা হয়েছে এবং শেষ সুযোগ দেওয়া হয়েছে উপরে উল্লিখিত অধীন মুলতুবি অনুদান (অর্থাৎ, সমস্ত মুলতুবি কিস্তি) প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রয়োজনীয় নথি জমা দেওয়ার জন্য স্কিম।

২. পিআইএসগুলি নিশ্চিত করতে যে সমস্ত প্রয়োজনীয় বৈধ নথিগুলি **৩১ জানুয়ারি ২০২৫ এর বিকাল ৫.০০** এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া হবে। এর মাধ্যমে জমা দেওয়া নথিগুলি মুলতুবি অনুদানের প্রক্রিয়াকরণের জন্য চূড়ান্ত নথি হিসাবে বিবেচিত হবে (অর্থাৎ, সমস্ত মুলতুবি কিস্তি) . উপরন্তু. সংশ্লিষ্ট স্কিম পোর্টালে নথি জমা দেওয়ার বিধান তারপরে প্রত্যাহার করা হবে।

৩. **৩১ জানুয়ারি ২০২৫-এর বিকেল ৫.০০ -এর পরে জমা দেওয়া কোনও নথিকে সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রকের মুলতুবি অনুদানের প্রক্রিয়াকরণের জন্য বিবেচনা করা হবে না (অর্থাৎ, সমস্ত মুলতুবি কিস্তি) সময় বাধা দেওয়া হচ্ছে।**

ফাইল নং. **SAK-17011/1/2024-SAK-MoMA**

স্বা /-
(নিবেদিতা রায় চৌধুরী)
ভারত সরকারের আন্ডার সেক্রেটারি

CBC 27101/11/0004/2425

বরযাত্রী বাসে লুটপাট চালিয়ে তেলেঙ্গানায় লুকিয়ে ছিল ২ কিং পিন, আটক করল পুলিস

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৪ জানুয়ারি ঃ গত ৩০ নভেম্বর বরযাত্রী বোঝাই একটি বাস ও একটি ডাম্পারকে জঙ্গলের রাস্তায় দাঁড় করিয়ে সর্বস্ব লুঠের ঘটনায় এবার পুলিসের জালে ঘটনায় যুক্ত চক্রের ২ মাস্টারমাইন্ড। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর থানার ঢেঙাশোলের জঙ্গলে ঘটা সেই ঘটনার তদন্তে নেমে তেলেঙ্গানায় আত্মগোপন করে থাকা আইসুর মল্লিক ওরফে এডাম এবং জহুর মন্ডল ওরফে জলিলকে গ্রেফতার করেছে বিষ্ণুপুর থানার পুলিস। তেলঙ্গানা থেকে ওই দুই জনকে গ্রেফতার করে ট্রানজিট রিমান্ডে গতকাল বিষ্ণুপুরে নিয়ে আসে পুলিস। এদিন বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে ধৃতদের পেশ করে পুলিস হেফাজতের আবেদন জানানো হবে। গত ৩০ নভেম্বর রাতে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর থানার ঢেঙাশোলের জঙ্গলের রাস্তায় গাছ ফেলে প্রথমে একটি ডাম্পারে ও পরে একটি বরযাত্রী বোঝাই বাসে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে লুঠপাট চালায় ৫ জনের একটি দুস্কৃতীদল। দুস্কৃতীদের আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে পড়ে ভয়ে বরযাত্রীরা তাঁদের যাবতীয় অলঙ্কার ও নগদ টাকা তুলে দেন দুস্কৃতীদের হাতে। লুঠপাটের পরই ওই জঙ্গলে গা ঢাকা দেয় দুস্কৃতীরা। ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় গিয়েও আর দুস্কৃতীদের খোঁজ পায়নি পুলিস। এরপরই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়। দুর্ঘটনাস্থলের আশপাশের মোবাইল টাওয়ার লোকেশান ও স্থানীয় সূত্র কাজে লাগিয়ে ওই ঘটনায় যুক্ত থাকার সন্দেহে বাঁকুড়া ও পার্শ্ববর্তী পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা থানা এলাকা থেকে সাদেক আলি খান ওরফে পিচি, মজিবুর খান ও সামসুদ্দিন মন্ডল নামের ৩ দুস্কৃতিকে গ্রেফতার করে পুলিস। এতদিন ওই ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত মূল মাস্টারমাইন্ড গড়বেতা থানার ছোট আঙারিয়া গ্রামের বাসিন্দা আইসুর মন্ডল ওরফে এডাম এবং জহুর মন্ডল ওরফে জলিল পুলিসের নাগালের বাইরে গা ঢাকা দিয়ে আত্মগোপন করে ছিল। সম্প্রতি তদন্তকারীরা প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে এবং নির্দিষ্ট সূত্র কাজে লাগিয়ে জানতে পারে ওই দুই মাস্টারমাইন্ড তেলেঙ্গানায় গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। এরপরই তদন্তকারীদের একটি দল তেলেঙ্গানার রঙ্গারেড্ডি জেলার কোকাপেট এলাকায় হানা দিয়ে ওই দুই মাস্টারমাইন্ডকে গ্রেফতার করে। পরে সেখান থেকে ধৃতদের ট্রানজিট রিমাণ্ডে নিয়ে গতকাল রাতে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে ফেরেন তদন্তকারীরা। তদন্তকারীদের আশা নিজেদের হেফাজতে নিয়ে ধৃত এই দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে খোয়া যাওয়া সামগ্রী যেমন উদ্ধার করা সম্ভব হবে তেমনই এই চক্রে আর কেউ যুক্ত রয়েছে কিনা সেই ব্যাপারেও তথ্য মিলবে।

দ্বারকেশ্বর নদে ডুবে মৃত্যু নাবালকের

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৪ জানুয়ারি ঃ মকর সংক্রান্তির সকালে বন্ধুর সঙ্গে দ্বারকেশ্বর নদে স্নানে নেমে ডুবে মৃত্যু হল এক নাবালকের। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটে জয়পুরে। অপর বন্ধুকে জয়পুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন। জানা গেছে, মৃত নাবালকের নাম রুদ্রনারায়ণ কুণ্ডু। (১৫)। সে পাত্রসায়র থানার বালসি গ্রামের বাসিন্দা। অপরজন তার বন্ধু। জয়পুরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে ঘুরতে আসে তারা। এদিন সকালে দ্বারকেশ্বর নদের পরাশিয়ার ঘাটে স্নান করতে নামে দুই নাবালক। নদের জলের টানে দুজনই তলিয়ে যেতে থাকে। ঘাটে থাকা অন্যান্যরা তখনই নৌকা নিয়ে উদ্ধারকাজে হাত লাগায়। দ্রুত সেখানে পৌঁছায় জয়পুর থানার পুলিশ। উদ্ধার কাজে হাত লাগায় তারাও। স্থানীয় এবং পুলিশের চেষ্টায় তলিয়ে যাওয়া ২ বন্ধুকে উদ্ধার করা হয়। জয়পুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে রুদ্রনারায়ণকে মৃত বলে জানান চিকিৎসকরা। অন্যজনের চিকিৎসা চলছে। জয়পুর থানার এক আধিকারিক বলেন, উদ্ধার করার পর ২ জনই জীবিত ছিল। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে চিকিৎসকরা রুদ্রনারায়ণকে মৃত বলে জানান। আমরা ছেলেটিকে বাঁচানোর অনেক চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু অতিরিক্ত জল পেটে যাওয়ার কারণে শ্বাসবন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে। দেহটি ময়নাতদন্তর জন্য বিষ্ণুপুর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনায় শোকের ছায়া এলাকায়।

নদীয়ার কল্যাণীতে ডাঃ কে. আর. অধিকারী কলেজে যুব দিবস পালন উপলক্ষ্যে ডাক্তারদের সেমিনার।

মেচেদা ইসকন মন্দিরে পালিত পুষ্পাভিষেক উৎসব

দুরন্ত বার্তা, মেচেদা, ১৪ জানুয়ারি ঃ মঙ্গলবার মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে মেচেদা ইসকন মন্দিরে আড়ম্বরের সঙ্গে পালিত হলো ঐতিহ্যবাহী পুষ্পাভিষেক উৎসব। পুরাণ মতে, মকর সংক্রান্তির দিনে গোপ- গোপিনীরা শ্রীকৃষ্ণকে ঘিরে পুষ্প বৃষ্টি করেছিলেন। সেই ঘটনা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন ইসকন মন্দিরে এই পুষ্পাভিষেক উৎসব পালিত হয়ে আসছে। এদিনের অনুষ্ঠানে জগন্নাথ দেব, বলভদ্র ও সুভদ্রা দেবীকে রাজবেশে সুসজ্জিত করা হয়। এরপর প্রধান পুরোহিত আনন্দময় দাস ব্রহ্মচারীর নেতৃত্বে বিশেষ পূজা -অর্চনার মাধ্যমে দেবতাদের পুষ্প নিবেদন করা হয়। উপস্থিত ভক্তগণ হাতে পুষ্প নিয়ে জগন্নাথ দেবের উদ্দেশ্যে অর্পণ করেন। পাশাপাশি, জগন্নাথ দেবকে বিভিন্ন রকমের পিঠে-পুলি ও মিষ্টান্ন নিবেদন করা হয়। পুজো শেষে ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়, যার মধ্যে ছিল খিচুড়ি, পিঠে ও পুলি। অনুষ্ঠানে স্থানীয় ও দূরদূরান্ত থেকে আসা বহু ভক্তের উপস্থিতিতে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ইসকন মন্দির কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রতি বছরই মকর সংক্রান্তির সময় এই পুষ্পাভিষেক উৎসব অত্যন্ত উৎসাহ ও ভক্তির সঙ্গে পালন করা হয়।

আলুর দমের মেলা বসেছে হুগলির রাজবলহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের জান্দা গ্রামে

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৪ জানুয়ারি ঃ আলুর দমের মেলা বসেছে হুগলির জাঙ্গিপাড়া থানার রাজবলহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের জান্দা গ্রামে। ভিড় জমছে হাজার হাজার মানুষের। তবে এই মেলা যে নতুন এমনটা নয়। বেশ কয়েক দশক ধরেই মকর সংক্রান্তির দিন এই গ্রামে বসছে আলুর দমের মেলা। মেলার হাত ধরেই দেখা যাচ্ছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য ছবি। একদিকে চলে মুসলিম ধর্মালম্বীদের পীরের মেলা, অন্যদিকে একই স্থানে আরাধনা করা হয় গঙ্গা দেবীর। এই গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে দামোদর নদ। মকর সংক্রান্তির দিনে সেখানে বহু মানুষই মকর স্নান করে থাকেন। স্নান সেড়ে যোগ দেন মেলায়। এখানেই রয়েছে চমক। সকলেই খান একই খাবার। আলুর দম-মুড়ি। আর সেই আলুর দম তৈরি হয় একেবারে নতুন আলু দিয়ে। প্রসঙ্গত, শীতের এই সময় হুগলির এই অঞ্চলগুলিতে ব্যাপক আলু চাষ হয়। ডিসেম্বরের শেষ জানুয়ারি থেকেই বাজারে এসে যায় নতুন আলু। সেই আলু মূল আকর্ষণ এই মেলার। এমনকী এই মেলায় যে সমস্ত জিনিসপত্র বিক্রি হয় তাতেও রয়েছে অভিনবত্ব। মূলত কৃষকদের কাজে লাগে এই সব জিনিসই বিক্রি করা হয় মেলায়। বসে নানা ধরনের দোকান। কোথাও বিক্রি হয় বেতের বোনা ধামাখুলের দোকান, তো কোথাও বাঁশের তৈরি ঝুড়ির দোকান, তো কোথাও কৃষিকাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির দোকান। রাজবলহাট ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জয়দেব শীল বলছেন, এটা আসলে পীরের মেলা। প্রায় ২০০ বছরের বেশি সময় ধরে এই মেলা চলে আসছে। শুরুতে সংখ্যালঘুরা এই মেলায় যোগ দিলেও, পরে হিন্দু ধর্মের লোকেরাও এতে মিলে যায়। কিন্তু, এখানের সব থেকে বড় আকর্ষণ আলুর দম। সব মানুষই এখানে আসে আলুর দম নিয়ে। সবাই মিলে একসঙ্গে বসে চলে খাওয়া-দাওয়া।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৫২৯, তারিখ ঃ ১৩.০১.২০২৫। সিনিয়র ডিএসটিই, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **ই-টেন্ডার নম্বর ঃ এসডিএসটিই/সিগ/টি/৪২/২৪-২৫/আরআরএসকে। অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ** নিশ্চিন্দপুর স্টেশনে নতুন ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেম দ্বারা বর্তমান প্যানেল ইন্টারলকিং সিস্টেমের পরিবর্তন। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৩,৭৫,৬১,৯৭০.১৫ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবে ঃ** ৩,৩৭,৮০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ৯ মাস। **টেন্ডার জমা শুরুর তারিখঃ** ২৪.০১.২০২৫। **টেন্ডার জমা বন্ধের তারিখ ঃ** ০৭.০২.২০২৫ তারিখে দুপুর ২.০০টা পর্যন্ত। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ঃ** ০৭.০২.২০২৫ তারিখে দুপুর ২.৩০ মিনিট। **বিশদ বিবরণ যেখানে পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in। কারিগরি যোগ্যতামানঃ** যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে তার আগের মাসের শেষ দিনে সম্পূর্ণ হওয়া গত ০৭ (সাত) বছর সময়কালে টেন্ডারদাতাকে নিম্নোক্ত ক্যাটিগরিভুক্ত কাজগুলির যে কোন একটির সফল সম্পাদন বা উল্লেখযোগ্য সম্পাদন করে থাকতে হবে ঃ (১) তিনটি অনুরূপ কাজ যাদের প্রত্যেকের ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৩০%-এর কম নয়, বা (২) দু'টি অনুরূপ কাজ যাদের প্রত্যেকের ব্যয় বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৪০%-এর কম নয়, বা (৩) একটি অনুরূপ কাজ যার ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৬০%-এর কম নয়। **আর্থিক যোগ্যতামানঃ** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার V/N বা 'V', যেটি কম হবে, তার সমতুল্য হবে, যেখানে V-টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমান কোটি টাকায়, N-যে কাজের জন্য বিড আহ্বান করা হয়েছে তা সম্পাদনের নির্ধারিত বছরের সংখ্যা। গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার গণনা করা হবে "পরীক্ষিত ব্যালান্স শীট অনুসারে পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরের মোট চুক্তিভিত্তিক প্রাপ্ত অর্থের" গড় হিসাবে। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শীট প্রস্তুতি/পরীক্ষা না হয়ে থাকলে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের পরীক্ষিত ব্যালান্স শীট-কে গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার হিসাবের ক্ষেত্রে গণ্য করা হবে। টেন্ডারদাতাকে অ্যানেক্সার-VIB অফ জিসিসি ২০২২ (আলোচ্য টেন্ডার নথির ফর্ম-৬) অনুসারে প্রয়োজনীয় তথ্য জমা দিতে হবে ও তৎসহ চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা যথাযথভাবে শংসয়িত পরীক্ষিত ব্যালান্স শীটের প্রতিলিপি/পরীক্ষিত ব্যালান্স শীট দ্বারা যথাযথভাবে সমর্থিত চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর শংসাপত্র জমা দিতে হবে। **জমাযোগ্য অন্যান্য নথি ঃ** টেন্ডার নথিতে যেরূপ উল্লিখিত। **অনুরূপ কাজ ঃ** ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং কাজ [ইন্ডোর বা (ইন্ডোর+আউটডোর)] এবং/বা প্যানেল ইন্টারলকিং কাজ [ইন্ডোর বা (ইন্ডোর+আউটডোর)] এবং/বা রুট রিলে ইন্টারলকিং কাজ [ইন্ডোর বা (ইন্ডোর+আউটডোর)] সংক্রান্ত যে কোনো কাজকে এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে সমগোত্রীয় কাজ হিসেবে গণ্য করা হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** টেন্ডারদাতাকে টেন্ডার প্রস্তাবের সাথে টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতামান পুরণের ক্ষেত্রে তাঁর/তাঁদের দাবীর সমর্থনে নথি জমা দিতে হবে। টেন্ডারদাতা কর্তৃক জমা দেওয়া যোগ্যতাসূচক তথ্যের সমর্থনে প্রদত্ত নথি/শংসাপত্রের প্রতিলিপির প্রতিটি পাতা টেন্ডারদাতা কর্তৃক বা টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক স্ব-প্রত্যয়িত/ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্ব-প্রত্যয়ন স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প ও তারিখ (প্রতিটি পাতায়) সমন্বিত হতে হবে।

(SDAH-321/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (W.S) Central KMC** invites e-tender for the following works (Submission of bid through online):–
1. NIT No.: **EE/WS/C/MAN/14/R1/2024-2025**
Name of the Work: **Improvement of Filter Water Supply by Replacing 100 mm dia D.I. Main at Satcowrie Mitra Lane and its surrounding areas in Ward No.-14.** Estimated cost: ₹ **4,06,404.88.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **20 days.**
2. NIT No.: **EE/WS/C/MAN/14/P1/2024-2025**
Name of the Work: **Improvement of Filter Water Supply by Replacing P.V.C to D.I Main 16/5 Muraripukur Road and its surrounding areas in Ward No.-14.** Estimated cost: ₹ **3,55,826.92.** Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Period of Completion: **15 days.** Last date and time of online submission of Bid: **28.01.2025 at 12.00 noon** (for Sl. No. 1 & 2). Tender will be opened on: **31.01.2025 at 12.00 noon** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details will be available on and from **17.01.2025 at 12.00 noon** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer, Water Supply (West), KMC** invites e-tender for the following works:–
1. NIT No.: **KMC/WS/PG_67/T031/24-25**
Name of the Work: **Replacement of Old 150 mm DIA service Main by New Same DIA D.I. Pipe Main from 173 Picnic Garden Road to 12/3, Dharmatala Road in Ward No.-67**. Estimated Amount: ₹ **2,66,620.00.** Earnest Money: ₹ **5,500.00.** Period of Completion: **10 days.**
2. NIT No.: **KMC/WS/PG_67/T032/24-25**
Name of the Work: **M.S. Jacketing of Damaged Portion of 900 mm. dia Reserve Main at 4 K.N. Sen Road in Ward No.-67**. Estimated Amount: ₹ **2,58,636.00.** Earnest Money: ₹ **5,200.00.** Period of Completion: **7 days.**
3. NIT No.: **KMC/WS/PG_66/T021/24-25**
Name of the Work: **Betterment of F.W. Supply by Restoration of Leaks of 100 mm. & 150 mm. dia near 26 Topsia 1st Lane to 114/1 Topsia Road, 9/2 to 4 Topsia 2nd Lane, 11 to 20 Topsia Road in Ward No.-66**. Estimated Amount: ₹ **2,11,502.00.** Earnest Money: ₹ **4,300.00.** Period of Completion: **11 days.**
4. NIT No.: **KMC/WS/PG_66/T020/24-25**
Name of the Work: **Restoration of Leaks of Existing 150 mm. & 200 mm dia near 39/1A C.N. Roy Road, 13 Ganesh Ghosh Lane, 1/Q P.G. 3rd Lane & different Locations in Ward No.-66**. Estimated Amount: ₹ **2,41,621.00.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **11 days.**
5. NIT No.: **KMC/WS/PG_66/T019/24-25**
Name of the Work: **Betterment of F.W. Supply of 150 mm, 250 mm & 300 mm dia Mains by Restoration of Leaks near 163 P.G. Road, 8 Topsia Road, 6 P.G. 2nd Lane & other places in Ward No.-66**. Estimated Amount: ₹ **2,93,736.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **12 days.** Last date of receipt/opening of Tender(Online): **25.01.2025 at 1.00 p.m./ 27.01.2025, 1.00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3) & **24.01.2025 at 1.00 p.m./27.01.2025, 1.00 p.m.** (for Sl. No. 4 & 5). The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 5) & **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 5).

The **Executive Engineer (Water Supply) BDT, KMC** invites e-tender online percentage two bid system for the following work:–
NIT No.: **KMC/WS/PBDT/2024-25/6/1st Call**
Name of the Work: **Supply and Installation of 7.5 HP Submersible Pump Motor with Column Pipes for Newly Installed Big-Dia T/W at Jahura Bazar Lane in Ward No.-91.** Estimated cost: ₹ **1,29,726.34.** Earnest Money: ₹ **2,600.00**. Period of Completion: **5 days.** Last date of submission of Bid: **24.01.2025, 2.00 p.m.** Tender will be opened on: **27.01.2025, 2.00 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **15.01.2025, 2.00 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (O&M-III), WS, GRWW KMC** invites e-tender for the following works:–
1. NIT No.: **EE/O&M-III/29OF2024-25/33**
Name of the Work: **Renovation, Development and Fitting-Fixing of Aluminium Doors and Windows with Allied Works at North Side of Filter Bed No.-9, 11, 13 & 15 at Filter House under WTP-1, GRWW.** Estimated Amount: ₹ **4,84,244.00.** Earnest Money: ₹ **9,700.00.** Period of Completion: **21 days.**
2. NIT No.: **EE/O&M-III/80OF2024-25/32**
Name of the Work: **Supplying and Laying PVC Pipe for Alum Dosing arrangement at WTP-1, GRWW.** Estimated Amount: ₹ **1,90,083.00.** Earnest Money: ₹ **3,810.00.** Period of Completion: **10 days.** Last date and time of receipt/opening of Tender(Online): **04.02.2025 at 2.00 p.m./06.02.2025 at 2.00 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2)

The **Executive Engineer (Water Supply/ GRWW), KMC** invites e-tender for the following work:–
NIT No.: **EEWS/KMC/GRWW/24-25/122**
Name of the Work: **Strengthening of "Y" Junction by M.S. Jacketing of 1500 mm. dia and 1600 mm. dia S.S.Grid Adjacent to Clear Water Pumping Station of 25 MGD WTP of GRWW.** Estimated Amount: ₹ **2,56,805.00.** Earnest Money: ₹ **5,140.00.** Period of Completion: **05 days.** Last date and time of receipt/opening of Tender(Online): **28.01.2025 at 2.00 p.m./ 30.01.2025 at 2.00 p.m.** The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://etender.wb.nic.in**

1230/24-25

বিজ্ঞান ওপরিবেশ

অজয় নদের পাড়ে সুমারিতে বিরল প্রজাতির একাধিক পাখি! তথ্য হাতে পেল বনদপ্তর

লাল মুনিয়া, সবুজ বাঁশপাতি, দেশি চাঁদিঠোঁট-সহ নানা বিরল প্রজাতির পাখি, অজয় নদের পাড়ে গড়জঙ্গলে এখন গেল দেখতে পাওয়া যাবে বলে জানাচ্ছে বনদপ্তর। বনদপ্তরের পাখি সুমারিতে উঠে এল এমনই তথ্য। পূর্ব বর্ধমান বন বিভাগের উদ্যোগে কাঁকসায় বিরল প্রজাতির পাখিদের গণনা করা হয়েছিল। বনকর্মীরা কাঁকসার দেউলে অজয় নদের ধারে ধারে পক্ষীপ্রেমীদের সঙ্গে নিয়ে এই সমীক্ষা চালায়। নৌকায় চেপেও চলে সমীক্ষা। এখানে উপস্থিত ছিলেন শিবপুর বিট অফিসার অনুপ কুমার মণ্ডল-সহ বনকর্মীরা। লাল মুনিয়া, মাছরাঙা, সাদা বক, ফিঙে, হাঁড়িচাচা-সহ দশ রকমের বিরল প্রজাতির পাখির দেখা মিলেছে। দেখা মিলেছে বহু পরিযায়ী পাখিরও। দামোদর নদের পাড়ে কাঁকসার আমলাজোড়ার

মোবারকগঞ্জে চলেছে সমীক্ষা। বনদপ্তর সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য জীবজগতে সবার প্রয়োজন। পাখিদের সংখ্যা নিয়েও প্রতিবছর গণনা হয়। সেই সমীক্ষা থেকে বহু বিরল প্রজাতি পাখির দেখা মেলে। সেই পাখি কত রয়েছে, তাও গণনা করা হয়। বিরল প্রজাতির পাখিদের সুরক্ষিত রাখতে বিশেষ নজরদারিও চালানো হয়।

জেলা বন বিভাগের ডিএফও সঞ্চিতা শর্মা বলেন, বনদপ্তরে উদ্যোগে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও পক্ষীপ্রেমীদের সঙ্গে নিয়ে শুরু হয়েছে পাখিদের সমীক্ষা।যে যে এলাকায় রয়েছে বিরল প্রজাতির পাখি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে সেই এলাকায় বিশেষ নজরদারি চালানো হবে।

উল্লেখ্য, হাতি, ব্যাঘ্র সুমারির মতো একটা নির্দিষ্ট সময় পরপর পাখি সুমারিও করে থাকে বনদপ্তর। বনাঞ্চলে জীববৈচিত্র্য ও পাখিদের সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির পরিসংখ্যান পেতে শীতকালে মূলত এই গণনা হয়ে থাকে।

ইন্ডি জোটকে বাঁচিয়ে না রাখলে বিরোধীরা মারা যাবে ঃ সঞ্জয় রাউত

মুম্বই, ১৪ জানুয়ারি ঃ ইন্ডি জোটকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, ফের এই দাবি করলেন উদ্ধব ঠাকরের শিবিরের শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত। তাঁর মতে, ইন্ডি জোটকে বাঁচিয়ে না রাখলে বিরোধীরা মারা যাবে। মঙ্গলবার সকালে মুম্বইয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, ইন্ডি জোট টিকে থাকবে। আমরা যদি ইন্ডি জোটকে বাঁচিয়ে না রাখি, তাহলে বিরোধীরা মারা যাবে। তাঁরা (বিজেপি) বিরোধীদের নির্মূল করবে। লোকসভা নির্বাচনের জন্য ইন্ডি জোট গঠিত হয়েছিল, কিন্তু এখন এই জোটকে অক্ষত রাখা দেশ ও গণতন্ত্রের প্রয়োজন। সঞ্জয় রাউত আরও বলেছেন, দিল্লিতে কংগ্রেস ও এএপি মনে করে তারা বড় শক্তি। সেখানে জোট গঠন করা কঠিন, কিন্তু লোকসভা ও বিধানসভায় (মহারাষ্ট্র) আমাদের জোট অটুট থাকবে। জোটে বড় দল হওয়ায় আমাদের একসঙ্গে রাখা কংগ্রেসের দায়িত্ব।

ইন্ডি জোট শুধুমাত্র জাতীয় স্তরের নির্বাচনের জন্য ঃ শরদ পাওয়ার

মুম্বই, ১৪ জানুয়ারি ঃ ইন্ডি জোট নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন এনসিপি-এসসিপি প্রধান শরদ পওয়ার। তিনি বলেছেন, ইন্ডি জোট শুধুমাত্র জাতীয় স্তরের নির্বাচনের জন্য। মঙ্গলবার শরদ পওয়ার বলেছেন, ইন্ডি জোটে রাজ্য ও স্থানীয় নির্বাচন নিয়ে কখনও কোনও আলোচনা হয়নি। ইন্ডি জোট শুধুমাত্র জাতীয় স্তরের নির্বাচনের জন্য। মহারাষ্ট্রের আসন্ন পৌরসভা নির্বাচনে, সবাই ৮-১০ দিনের মধ্যে একটি মিটিং করে সিদ্ধান্ত নেবে, আমরা একসাথে লড়ব নাকি একা লড়ব। দিল্লিতে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের বিষয়ে এনসিপি-এসসিপি প্রধান শরদ পওয়ার বলেছেন, দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে, আমার অনুভূতি হল আমাদের অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে সাহায্য করা উচিত।

রাষ্ট্রপতির বক্তব্য

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি ঃ পরিসংখ্যান শুধু দক্ষ শাসনের মেরুদণ্ডই নয়, আর্থ-সামাজিক উন্নযনের হাতিয়ারও বটে। মঙ্গলবার ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ভারতীয় পরিসংখ্যান পরিষেবা (আইএসএস) প্রবেশনারিদের একটি দলের সদস্যদের এ কথা বলেন।

কালকাজি আসন থেকে মনোনয়ন পেশ অলকার

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি ঃ দিল্লির কালকাজি বিধানসভা আসন থেকে নিজের মনোনয়নপত্র পেশ করলেন কংগ্রেস নেত্রী অলকা লাম্বা। মঙ্গলবার আইনজীবীকে সঙ্গে নিয়ে নিজের মনোনয়নপত্র পেশ করেন অলকা। মনোনয়ন পেশ করার পর অলকা লাম্বা বলেছেন, আমি কালকাজি আসন থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে আমার মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছি। আমার জন্য এবং আমার দলের জন্য কালকাজির উন্নয়ন এবং দিল্লির উন্নয়নই অগ্রাধিকার।

লাসার গর্ভে লুকিয়ে কোন বিপদ

সাতসকালে প্রবল ভূমিকম্প নেপালে। মার্কিন জিওলজিক্যাল সার্ভের হিসেবে রিখটার স্কেলে ৭.১ মাত্রায় কেঁপে উঠেছে নেপাল-তিব্বত সীমান্ত। যদিও চিনের তরফে দাবি ভূমিকম্পের মাত্রা ৬.৮। ইতিমধ্যেই ৯০ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ১৩০ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেলেও হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়বে বলেই আশঙ্কা। কিন্তু ঠিক কেন এদিন ওই অঞ্চলে হল এমন ভয়াল ভূমিকম্প?

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সেসমিলজি সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকাল ৬টা ৩৫ মিনিটে প্রথম ভূমিকম্পটি অনুভূত হয়। মাটি থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে কম্পন হয়। এই কম্পনের প্রভাব পড়ে দিল্লি, বিহার-সহ উত্তর ভারতের বিরাট অংশে। আতঙ্কিত হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন বহু মানুষ। সবমিলিয়ে মঙ্গলবার সকালে মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে ৬ বার কম্পন অনুভূত হয় নেপাল-তিব্বত সীমান্তে। আর তাতেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে দুই দেশের বিশাল এলাকা। ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছে বাড়ি। ভাইরাল হয়েছে কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া শিগতাসে শহরের ভিডিও। এই ভূমিকম্পের উৎসস্থল তিব্বতের টিংরি কাউন্টি। এখান থেকে মোটামুটি ৮০ কিমি দূরেই বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট। এই গোটা অঞ্চলটাই ভূমিকম্পপ্রবণ। তাই এখানে ভূমিকম্পের আশঙ্কা বেশি থাকে সব সময়ই। গত শতাব্দী থেকে ধরলে বহু ভয়াবহ ভূমিকম্পের সাক্ষী এই অঞ্চল। আসলে ভারতীয় ও ইউরেশিয়ান টেকটনিক প্লেটের মধ্যে চলতে থাকা সংঘর্ষের জন্যই এমন পরিস্থিতি।

এপ্রসঙ্গে বলা যায়, টেকটনিক প্লেটের সংঘর্ষের ফলেই হিমালয় পর্বতমালা গঠিত হয়েছে। কী এই টেকটনিক প্লেট? পৃথিবীর উপরিতলের ভূত্বক বা পাত তথা প্লেটকে টেকটনিক প্লেট বলা হয়। আর এক্ষেত্রে সেই প্লেটের মধ্যে হওয়া সংঘর্ষই ঘটায় ভূকম্পন। টিংরিতে এদিন যে কম্পন অনুভূত হল তার পিছনে রয়েছে উত্তর-দক্ষিণ সঙ্কোচন এবং পশ্চিম-পূর্ব চাপের ফলে লাসা ব্লকের তৈরি হওয়া একটি ফাটল। প্রসঙ্গত, লাসা ব্লক দক্ষিণ তিব্বতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এক ভৌগলিক অঞ্চল। ক্রিটেসিয়াস যুগে অস্ট্রেলিয়া ও পূর্ব আফ্রিকা থেকে উদ্ভূত হয়ে এটি জুড়ে দেয় ইউরেশিয়ান প্লেটকে। আর এই অস্থিরতার কারণেই এখানে বারবার ঘটে চলে ভূমিকম্প।

৩৩ বন্দিমুক্তির বিনিময়ে ৪২ দিনের যুদ্ধবিরতি, নরকের দ্বারে দাঁড়িয়ে শান্তির পথে গাজা-ইজরায়েল!

১৪ জানুয়ারি ঃ আস্ত একটা দেশ কার্যত নরকে পরিণত হওয়ার পর অবশেষে ইজরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির পথে হাঁটল হামাস।

সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে শীঘ্রই ৩৩ জন পণবন্দিকে মুক্তি দিতে চলেছে গাজার এই জঙ্গি সংগঠন। বিনিময়ে ৪২ দিন যুদ্ধবিরতি জারি থাকবে ইজরায়েল ও হামাসের মধ্যে। কাতারের রাজধানী দোহায় আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হচ্ছে যুদ্ধবিরতি চুক্তির খুঁটিনাটি দিকগুলি। সোমবার এই তথ্য প্রকাশ্যে এনেছে মার্কিন সংবাদ মাধ্যম। গত বছরের ৭ অক্টোবর হওয়া হামলার বদলা নিয়ে প্যালেস্টাইনের জঙ্গি সংগঠন হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন নেতানিয়াহু। তার পর থেকেই লড়াই জারি রয়েছে গাজায়। মাঝে পণবন্দিদের মুক্তির বিনিময়ে কয়েকদফা যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পন্ন হয় গাজা ও ইজরায়েলের মধ্যে। জানা গিয়েছে ২৫০ জন পণবন্দির মধ্যে অনেককে ছাড়া হলেও ৯৪ জন এখনও বন্দি হামাসের হাতে। ইজরায়েলের আধিকারিকরা জানান, এই পণবন্দিদের মধ্যে আর ৩৩ জন জীবিত রয়েছেন। যুদ্ধবিরতি চুক্তির বিনিময়ে তাঁদের মুক্তি দেবে হামাস। বিনিময়ে ৪২ দিনের যুদ্ধবিরতি সাক্ষর হবে হামাসের সঙ্গে। সূত্রের খবর, এই যুদ্ধবিরতির মাধ্যমেই হয়ত পুরোপুরি থামতে পারে দুই দেশের যুদ্ধ। উল্লেখ্য, মারণ যুদ্ধ থামানোর লক্ষ্যে হামাস যে পণবন্দিদের মুক্তি দিতে পারে সে আভাষ পাওয়া গিয়েছিল আগেই। যুদ্ধ থামাতে হামাসকে ক।া হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন হবু মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফ্লোরিডায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে ট্রাম্পকে বলতে শোনা যায়, যদি পণবন্দিদের না ফেরানো হয়, নরক নেমে আসবে। আমি চলতে থাকা দরাদরিকে ব্যাহত করছি না। কিন্তু সময়মতো ওরা ফিরে না এলে আমি এই বিষয়ে নাক গলাব। মধ্যপ্রাচ্যে তখন নরক নেমে আসবে। ট্রাম্পের গর্জনের পাশাপাশি যুদ্ধ থামাতে দীর্ঘদিন ধরে মধ্যস্ততাকারীর ভূমিকায় কাজ করছিল কাতার ও মিশর। জানা যাচ্ছে, এই চুক্তির শর্তে দুই দেশের সীমান্ত নিয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা হতে চলেছে। পাশাপাশি ৭ অক্টোবরের পর গাজায় যে সব অঞ্চল ইজরায়েলের দখলে গিয়েছে তা মুক্ত করবে তারা। সেখানে আবার বসবাস করতে পারবেন গাজার বাসিন্দারা। প্রসঙ্গত, গত বছর ৭ অক্টোবরের হামলার ইজরায়েলের ১২০০ মানুষকে হত্যা করেছিল হামাস। এর পর থেকে ইজরায়েলের পালটা হামলায় গাজায় ৪৬৫৬৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।

জন্টার বিমানহানা অরুণাচল সীমান্ত ঘেঁষা বিদ্রোহী ডেরায়! মৃত ১৫

১৪ জানুয়ারি ঃ ভারতের দুই সীমান্তে অস্বস্তি। পূর্ব লাদাখের হাড় কাঁপানো শীত ও চরম আবহাওয়ায় ড্রাগন ফৌজের যুদ্ধ মহড়ায় শঙ্কিত দিল্লি। এর মধ্যেই মায়ানমারের বিদ্রোহী গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় বিমান হামলা চালাল সে দেশের শাসক জুন্টা বাহিনী। অরুণাচল প্রদেশের সীমান্ত ঘেঁষা কাচিন প্রদেশে সশস্ত্র বিদ্রোহী বাহিনী ‘ ইন্ডিপেনডেন্স আর্মি (কেআইএ)-র ডেরায় হামলা চালিয়েছে বলে খবর। এই হামলায় কমপক্ষ ১৫ জন নিরস্ত্র সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। আহত হয়েছেন ১০ জন।

সূত্রের খবর, শনিবার সকাল ১১টা থেকে শুরু হয়েছে ধারাবাহিক হামলা। সান লুন এলাকায় বিরোধীদের নিয়ন্ত্রিত একটি সোনার খনি নিশানা করে ওই হামলা চালানো হচ্ছে বলে খবর। বিদ্রোহীদের অর্থনৈতিক শক্তিতে আঘাত করতেই সোনার খনিতে হামলা চালানো হয়েছে বলে খবর। মারের অন্যতম ধনী বিদ্রোহী গোষ্ঠী কেআইএর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে মূল্যবান ধাতু ও রত্নের বেশ কয়েকটি খনি। তাদের যোদ্ধার সংখ্যা প্রায় সাত হাজার।

কেআইএ-র তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বিদ্রোহী সেনা ঘাঁটি নিশানা করে হামলা চালালেও মৃত্যু হয়েছে নিরীহ সাধারণ মানুষের। এদিকে অরুণাচল সীমান্তে মায়নামারের গৃহযুদ্ধের আগুন বাড়ন্ত হওয়ায় চিন্তায় নয়াদিল্লি। ভারতীয় সেনার প্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী বলেন, ‘ পরিস্থিতির দিকে আমরা নজর রাখছি।’’

বিকশিত ভারতের লক্ষ্য অর্জনে নাগরিকের অঙ্গীকার প্রয়োজনঃ ভারতীয় সেনাপ্রধান

আখনুর, ১৪ জানুয়ারি ঃ বিকশিত ভারতের লক্ষ্য অর্জনে প্রতিটি নাগরিকের অঙ্গীকার প্রয়োজন। জোর দিয়ে বললেন সেনাপ্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদী। মঙ্গলবার জম্মু ও কাশ্মীরের আখনুরে অনুষ্ঠিত নবমতম ‘ন্যাশনাল ফোর্সেস ভেটেরেনস ডে’ উদযাপন অনুষ্ঠানে সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী বলেছেন, এই বিশেষ দিনে আমরা সেই সমস্ত সাহসী যোদ্ধাদের শ্রদ্ধা জানানোর সুযোগ পেয়েছি, যারা দেশের সেবায় নিজেদের মূল্যবান সময় উৎসর্গ করেছেন। সেনাপ্রধান দ্বিবেদী আরও বলেছেন, আপনারা সবাই আমাদের সমাজ ও দেশের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। আমাদের দেশ এখন বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য, প্রতিটি নাগরিকের অঙ্গীকার প্রয়োজন। রাজ্য সরকারগুলির সামনে সক্রিয়ভাবে সেনাবাহিনীর স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেনাপ্রধান দ্বিবেদী বলেছেন, এই প্রচেষ্টার অনেক দিক রয়েছে যা সমান্তরালভাবে অনুসরণ করা প্রয়োজন। প্রথমত, প্রাক্তন সৈন্যদের কাজকর্মে সম্পৃক্ত করে রাজ্য কীভাবে উপকৃত হতে পারে ।

হবু প্রেসিডেন্টের কাছে ঘেঁষার চেষ্টা বিএনপির!

১৪ জানুয়ারি ঃ ফের একবার আমেরিকার প্রেসিডেন্টের গদিতে বসতে চলেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর শপথ নেওয়ার পর আয়োজিত হবে ‘ন্যাশনাল প্রেয়ার ব্রেকফাস্ট’। আর এই বিশেষ অনুষ্ঠানেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে খালেদা জিয়ার পুত্র তথা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে। আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগিরকেও। এতেই প্রশ্ন উঠছে, হবু মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে ঘেঁষার চেষ্টা করছে খালেদার দল? কারণ ট্রাম্পের জয়ের পরই জল্পনা শুরু হয়েছিল যে, এই বর্ষীয়ান নেতার হাত ধরেই মসনদে প্রত্যাবর্তন ঘটতে পারে গদিচ্যুত হাসিনার। যা নিয়ে শঙ্কার মেঘ জমেছে মহম্মদ ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকারের মনেও। মনে করা হচ্ছে, এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ট্রাম্পের মনোভাব বুঝে নিতে চাইছে বিএনপি। আগামী ২০ জানুয়ারি আমেরিকার ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ নেবেন রিপাবলিকান নেতা ট্রাম্প। চলছে তোরজোড়। জানা গিয়েছে, এরপর ৫-৬ ফেব্রুয়ারি ওয়াশিংটন ডিসিতে মার্কিন কংগ্রেসের নেতৃত্বে ট্রাম্পের ন্যাশনাল প্রেয়ার ব্রেকফাস্ট অনুষ্ঠিত হবে। গত শুক্রবার এই অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ জানানো হয় বিএনপিকে। আমন্ত্রিতদের তালিকায় রয়েছেন তারেক রহমান, মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগির, স্থায়ী কমিটির সদস্য ও চেয়ারপার্সনের ফরেন অ্যাফেয়ার্স অ্যাডভাইজারি কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। এবিষয়ে সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন খালেদা জিয়ার প্রেস উইংয়ের সদস্য শায়রুল কবির খান। উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর প্রথমে চিঠি পাঠিয়ে ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন শেখ হাসিনা। তারপর নাকি ফোনেও কথা হয় দুজনের মধ্যে। আর দুক্ষেত্রেই নিজেকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন মুজিবকন্যা। যা নিয়ে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে ইউনুস সরকারের কপালে। চিন্তিত বিএনপিও। বিশ্লেষকদের মতে, ইউনুসের সরকার নির্বাচিত সরকার নয়। হাসিনার পদত্যাগ নিয়েও নানা বিতর্ক রয়েছে। কারণ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মহম্মদ সাহাবুদ্দিনও জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর কাছে হাসিনার পদত্যাগপত্র নেই। বাংলাদেশের প্রতিটি অলি-গলি এবং আমজনতার মধ্যেও জল্পনা, ট্রাম্পের হাত ধরেই হয়ত মসনদে প্রত্যাবর্তন ঘটতে পারে হাসিনার। অন্তত সেই স্বপ্ন দেখা শুরু করেছে আওয়ামি লিগ। অন্যদিকে, হাসিনা সরে যাওয়ায় হারানো জমি ফিরে পেতে মরিয়া বিএনপি। তাই তাঁরা জাতীয় নির্বাচন নিয়ে ক্রমাগত ইউনুস সরকারের উপর চাপ বাড়াচ্ছে। তাই ট্রাম্পের এই আমন্ত্রণে জল মেপে নিতে চাইবে খালেদা জিয়ার দল।দাউদাউ করে জ্বলছে লস অ্যাঞ্জেলস। পুড়ে খাক অন্তত ১২ হাজার বাড়ি। আমজনতা থেকে তারকা-মাথা গোঁজার ঠাঁই হারিয়েছেন সকলেই। এহেন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে স্থানীয় প্রশাসনকে তোপ দাগলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আমেরিকার হবু প্রেসিডেন্টে র কথায়, অপদার্থ প্রশাসনের গাফিলতিতেই এইভাবে আগুনের গ্রাসে চলে গিয়েছে বিরাট এলাকা। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে দাবানলে পুড়ছে লস অ্যাঞ্জেলস। মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬। তার মধ্যেই স্থানীয় কর্তৃপক্ষের আশঙ্কা, আগামী দিনে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে চলেছে। কারণ আগুন নেভাতে সমস্যায় প।ছেন দমকলকর্মীরা। পর্যাপ্ত পরিমাণে জল মিলছে না। যে গতিতে আগুন ছড়াচ্ছে, তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে যত জলের দরকার, সেটার যোগান পাচ্ছেন না দমকলকর্মীরা। ফলে আগুন নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব হয়ে পড়ছে।

জাপানে সুনামির সতর্কতা জারি

১৪ জানুয়ারি ঃ গত বছরের স্মৃতি উসকে ফের ভূমিকম্প জাপানে। জারি সুনামির সতর্কতা। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ৬.৯। ২০২৪ সালের প্রথম দিনেই ৭.৬ মাত্রার তীব্র ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল জাপান। বিপর্যয়ে প্রাণ গিয়েছিল পঞ্চাশের উপরের মানুষের। ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছিল বিস্তর। সেই ক্ষত এখনও দগদগে। এর মাঝেই নতুন বছরের শুরুতে ফের কাঁপল জাপান। জানা গিয়েছে, আজ সোমবার স্থানীয় সময় রাত ৯টা ১৯ মিনিট নাগাদ দক্ষিণ-পশ্চিম জাপানে আঘাত হানে ভূমিকম্প। প্রথম কম্পন ও অনুভূত হয় মিয়াজাকি প্রদেশের কাছে অবস্থিত কিউশু দ্বীপে। মাটির ৩৭ কিলোমিটার নিচে ভূমিকম্পের উৎসস্থল। তীব্র কম্পনের পরই সুনামির সতর্কতা জারি করে জাপানের আবহাওয়া সংস্থা। এক্স হ্যান্ডেলে তারা জানায়, ‘ অনুরোধ করা হচ্ছে, উপকূলবর্তী এলাকায় যাবেন না। ভূমিকম্পের জেরে সমুদ্রতটে এক মিটার (তিন ফুট) উচ্চতার ঢেউ আছড়ে পড়তে পারে। সকলে সাবধান থাকুন।’ তবে আজকের ভূমিকম্পের জেরে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কত তা এখনও জানা যায়নি। উল্লেখ্য, বিশ্বের সবচেয়ে ভূমিকম্পপ্রবণ দেশের মধ্যে অন্যতম জাপান। গত বছরের ১ জানুয়ারি কম্পনের পর দুদিন ধরে চলে আফটার শক। তাসের ঘরের মতো ভেঙে প।ছিল বড় বড় বাড়ি, হোটেল। মাঝখান থেকে দুভাগ হয়ে যায় একাধিক হাইওয়ে। সোশাল মিডিয়ায় ধবংসের সেই ছবি দেখে মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল বিশ্বের। জাপানের নাগরিকদের আতঙ্ক আরও বাড়িয়ে গত বছর জারি করা হয় মেগা ভূমিকম্পের সতর্কতা। কম্পনের তীব্রতা ৮ ও ৯ মাত্রা পর্যন্তও হতে পারে বলে জানায় সেদেশের আবহাওয়া সংস্থা।

Name Change

I,YASMINA BIBI,W/O- KHAIRUL ANAM LASKAR RESIDING AT Z4/178, BADARTALA LANE, NADIAL, KOLKATA - 700044, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS YEASMINA LASKAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/12/2024.THAT YASMINA BIBI AND YEASMINA LASKAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Diptasish Majumder alias Diptasish Majumdar (Old Name) S/o Surajit Majumder Residing at C/W-26, Rabindra Nagar, Vtc - Maheshtala(M), P.o - Bartala, District - 24 Pgs(S), Pin - 700018 West Bengal India shall henceforth be known as Diptasish Mazumder (New Name) as declared before the Notary Public, Kolkata vide affidavit no 007/2025 Dated 14-01-2025. Diptasish Majumder, Diptasish Majumdar (Old Name) and Diptasish Mazumder (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Abdul Klam (old name) son of Md Hossain, residing at 2, Topsia Road, Tiljala, Kolkata- 700039, West Bengal, India, shall henceforth be known as Abul Kalam (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 14/01/2025. Abul Kalam (new name) and Abdul Klam (old name) both are the same and one identical person.

Name Change

I, Ananda Mondal (old name) son of Amulya Mandal, residing at Vill. & P.O.- Mamjoan, P.S.- Hanskhali, Ranaghat, Pin- 741121, West Bengal, India, shall henceforth be known as Ananda Mandal (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 13/01/2025. Ananda Mandal (new name) and Ananda Mondal (old name) both are the same and one identical person.

Name Change

I DIPAK ARORA(OLD NAME),S/O BHAGAMAL ARORA RESIDENT OF ACHALABALA LANE, CHATTERJEE MANSION,ASANSOL-723301 HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEEPAK ARORA (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 14/01/2025. DIPAK ARORA(OLD NAME) AND DEEPAK ARORA(NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,JOHORA BIBI,WIFE OF KASEM ALI, RESIDING AT VILL & PO - SARAPUL,NORTH24PARGANAS - 743286,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JOHURA BIBI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC KOLKATA ON 09/01/2025.THAT JOHORA BIBI AND JOHURA BIBI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I ADURI DAS W/O CHAND DAS MY NAME HAS BEEN RECORDED IN MY AADHAAR AS ADURIBALA DAS AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 23-12-24. ADURI DAS AND ADURI BALA DAS is SAME PERSON. MY ORIGINAL NAME IS ADURI DAS AND ORIGINAL DATE OF BIRTH IS 1/1/1976 R/o VILL BATHANGACHHI PO BHORULIA PS KALIGANJ, DIST-NADIA.

Name Change

I, SEEMA KUMARI (old name) wife of PRAMOD GUPTA, residing at RAJ BADI 67, DEBENDRA CHANDRA DEY ROAD, P.O.- TANGRA, Kolkata -700015 , West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as SEEMA GUPTA (new name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata, dated 13/01/2025. SEEMA GUPTA (new name) and SEEMA KUMARI (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, VINITA SINHA (old name) wife of SATINDER PAL SHARMA, residing at Shyam Kunj, Flat-24, floor-4th, 12B Lord Sinha Road, Middleton Row Kolkata- 700071 , West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as NAMRATA SHARMA (new name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata, dated 07/01/2025. NAMRATA SHARMA (new name) and VINITA SINHA (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, MADHUMITA SUBRATA MUKHERJEE (Old Name) wife of SUBRATA MUKHERJEE, residing at P 67/1 C I T ROAD SCHEME 4 M , P.O.- BELEGHATA, Kolkata -700010 , West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as MADHUMITA MUKHERJEE (New Name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata, dated 13/01/2025. MADHUMITA MUKHERJEE (New Name) and MADHUMITA SUBRATA MUKHERJEE (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Asma Ibrahim Khan (Old Name) wife of Ashraf Hussein Altaf Hussein Ansari , residing at Shamim Palace 3rd Floor, Flat-302, 18/1, Hossain Shah Road , P.O.- Khidderpore, KOLKATA -700023 , West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Asma Ashraf Hussein Ansari (New Name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata, dated 13/01/2025. Asma Ashraf Hussein Ansari (New Name) and Asma Ibrahim Khan (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Santu Mondal (old name) son of Ananda Mandal, residing at Vill. & P.O.- Mamjoan, P.S.- Hanskhali, Ranaghat, Pin- 741121, West Bengal, India, shall henceforth be known as Santu Mandal (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 13/01/2025. Santu Mandal (new name) and Santu Mondal (old name) both are the same and one identical person.

Name Change

I, Satter Saik (Old Name) S/O-Mallik Sekh residing at Shikarpur Musalmanpara, Po-Shikarpur, Ps-Murutia, Dist- Nadia, West Bengal, Pin-741158. I have change my new name to Sattar Sekh by notary public Berhampore court on 14/01/2025. My name Sattar Sekh & Satter Saik are same and one indentical person.

Name Change

I, Abu Manzur (Old Name) S/O-Abu Sekh residing at Vill-Satgharia, Po-Budhia, Ps-English Bazar Dist- Malda, West Bengal, Pin-732128. I have change my new name to Manjur Ali by notary public Berhampore court on 14/01/2025. My name Manjur Ali & Abu Manzur both are same and one indentical person.

Name Change

I Darponarayan Das, S/O of Late Nitya Gopal Das residing at 39A Prince Rahimuddin Lane, Kolkata 700033 have changed my name and shall henceforth be known as Darpanarayan Das as declared before First Class Judicial Magistrate , Alipore Court, South 24 Pgs, West Bengal vide affidavit no: 693 dated:22-9-04. Darponarayan Das and Darpanarayan Das both are same and identical person.

Name Change

I, Ansar Mohammad S/o Late Sk Maksed Residing at Vill+P.o - Serkhanchack, P.s - Khejuri ,District - East Medinipur, Pin- 721432 West Bengal India shall henceforth be known as Sk Ansar Mohammad. I declare that Sk Ansar Mohammad and Ansar Mohammad is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 14-01-2025.

Name Change

I, Chaitali Pal (old name) wife of Debabrata Das, residing at 15/130, Jheel Road, Bank Plot, Kolkata- 700075, West Bengal, India, shall henceforth be known as Chaitali Das (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 14/01/2025. Chaitali Das (new name) and Chaitali Pal (old name) both are the same and one identical person.

Name Change

I,PRADIP KUMAR CHOWDHURY,S/O LATE DURGA MOHAN CHOWDHURY, RESIDING AT 48 BIDHANPALLI MAIN ROAD, NONACHANDANPUKUR,NORTH 24 PARGANAS - 700122, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRADIP CHOWDHURY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC KOLKATA ON 13/01/2025.THAT PRADIP KUMAR CHOWDHURY AND PRADIP CHOWDHURY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Kiran Samanta (old name) son of Bula Samanta, residing at Gouripur Samanta Para, Jagatballavpur, Howrah- 711414, West Bengal, India, shall henceforth be known as Kiran Kumar Samanta (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 14/01/2025. Kiran Kumar Samanta (new name) and Kiran Samanta (old name) both are the same and one identical person.

Name Change

I, Sajid (old name) son of Abul Kalam, residing at 2, Topsia Road, Tiljala, Kolkata- 700039, West Bengal, India, shall henceforth be known as Md Sajid Ansari (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 14/01/2025. Md Sajid Ansari (new name) and Sajid (old name) both are the same and one identical person.

Name Change

I, Jonyat Afzal (Old name) S/o-Jahurul alam shaikh, resident at, Vill- Kuli Chowrasta, Po-Kuli Kandi, Ps-Burwan, Distict-Murshidabad, Pin-742168. do hereby declare that I have changed my name from Jonyat Afzal to Janayat Afzal Shaikh (New name) and henceforth I shall be known as Janayat Afzal Shaikh in all purpose, vide affidavit sworn before the Notary at Berhampore on 13/01/2025 Janayat Afzal Shaikh and Jonyat Afzal both are same and one identical person.

Name Change

I, Razzak Sekh (Old name) S/o-Ramjan Sk, resident at, Vill- Dhaparia, Po-Matchpota, Ps- Nakashipara, Distict-Nadia, Pin-741124. do hereby declare that I have changed my name from Razzak Sekh to Rajjak Sk (New name) and henceforth I shall be known as Rajjak Sk in all purpose, vide affidavit sworn before the Notary at Berhampore on 14/01/2025 Rajjak Sk and Razzak Sekh both are same and one identical person.

Name Change

I, Najrul Mondal, S/o- Arman Mondal, resident of Vill. Hantra Dakshinpara, P.o- Chhota Andulia, P.s- Chapra, Dist. Nadia in West Bengal, Pin-741124 do hereby declare that I have changed my name from Nazrul Mandal to Najrul Mondal and henceforth I shall be known as Najrul Mondal in all purpose, vide affidavit No. 38 sworn before the Notary Public at Krishnagar, Nadia on 26.12.2024. Najrul Mondal and Nazrul Mandal both are same and identical person.

Name Change

I Darponarayan Das, S/O of Late Nitya Gopal Das residing at 39A Prince Rahimuddin Lane, Kolkata 700033 have changed my name and shall henceforth be known as Darpanarayan Das as declared before First Class Judicial Magistrate , Alipore Court, South 24 Pgs, West Bengal vide affidavit no: 693 dated:22-9-04. Darponarayan Das and Darpanarayan Das both are same and identical person.

Name Change

I, Akram Ali Sardar (old name) son of Aburali Sardar, residing at Dakshin Ramchandrakhali, Basanti, P.O- Sonakhali, Baruipur, Pin: 743312, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Md Akram Ali Sardar (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 10/01/2025. Akram Ali Sardar (old name) and Md Akram Ali Sardar (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, MD ZULFIKER RAHAMAN,RESIDING AT NORTH GUMA, AMDANGA, NORTH 24 PARGANAS - 743704, WEST BENGAL.DO HEREBY NOTIFIED THAT MY FATHER MD ABUL HOSSAIN SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD ABUL HOSSAIN BISWAS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/01/2025.THAT MD ABUL HOSSAIN AND MD ABUL HOSSAIN BISWAS BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, MAHABBATUN NECHHA,RESIDING AT VILL - MANJILHATI,PO - CHAKLA,PS - DEGANGA, NORTH 24 PARGANAS - 743424, WEST BENGAL.DO HEREBY NOTIFIED THAT MY FATHER HABIBUR RAHAMAN (OLD NAME) SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HABIBAR RAHAMAN (NEW NAME)VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT BARASAT ON 26/11/2024.THAT HABIBUR RAHAMAN AND HABIBAR RAHAMAN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

দক্ষিণ দিনাজপুরে শুরু পাখি সুমারি, দেখা মিলল ১০ প্রজাতির পক্ষীর

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৪ জানুয়ারি ঃ জেলার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বন দফতরের উদ্যোগে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাজুড়ে শুরু হয়েছে পাখি

সুমারি। মঙ্গলবার পর্যন্ত এই সুমারিতে অন্তত ১০টি প্রজাতির পাখির দেখা মিলেছে বালুরঘাট এবং আশপাশের এলাকায়। নতুন করে পরিযায়ী পাখির আগমন এই অঞ্চলের জীববৈচিত্র্যের ইতিবাচক প্রতিস্ফলন ঘটাচ্ছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। উল্লেখ্য, পাখি সুমারি শুরু হয়েছে সোমবার থেকে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর সহ প্রতিটি মহকুমা এবং ব্লকে এই সুমারি চলবে। জীববৈচিত্র্য রক্ষায় দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলা 'বার্ডস এন্ড এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশন সমিতি'-র সম্পাদক বিশ্বজিত বসাক জানান, শীতকালে দক্ষিণ দিনাজপুরে পরিযায়ী পাখিদের আগমন হয়। তবে এবছর আরও বেশি সংখ্যক পাখির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা এই অঞ্চলের পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক ইঙ্গিত। বিশেষজ্ঞদের মতে, দক্ষিণ দিনাজপুরের বিভিন্ন জলাভূমি এবং বনাঞ্চল শীতকালে পরিযায়ী পাখিদের জন্য নিরাপদ আবাসস্থল হয়ে ওঠে। এবারও সুমারিতে প্রাপ্ত তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করে পাখিদের প্রজাতি এবং সংখ্যা সম্পর্কে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হবে। এই উদ্যোগের ফলে এলাকার পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং পাখি সংরক্ষণে আরও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল। বন দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই সুমারি শেষ হলে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে, যা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

পুলিশি অভিযানে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ মাদক, ধৃত এক

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ১৪ জানুয়ারি ঃ পূর্ব বর্ধমানের দেওয়ানডিহিতে প্রচুর মাদক উদ্ধার করল পুলিশ। মঙ্গলবার ভোরে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দেওয়ানডিহি থানার পুলিশ বিশেষ অভিযান চালায়। এলাকায় রেল লাইনের পারে একটি চার চাকা গাড়ি থেকে ওই বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে গাড়ির চালককে। ধৃতের নাম সঞ্জয় রাহা। সে বীরভূমের বাসিন্দা। গাড়িটি থেকে প্রায় ৭১.৯০ কেজি মাদক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে ১১ প্যাকেট গাঁজাও। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, কোচবিহারের মাথাভাঙা থেকে এই মাদক বর্ধমান পাচার করা হচ্ছিল। তবে সঞ্জয় একাই না-কি এর নেপথ্যে কোনও চক্র কাজ করছে, খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

বিডিও পরিদর্শনের পরেও মেলেনি আবাসের ঘর, জেলা শাসকের দরবারে চা শ্রমিকেরা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি ঃ মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত করলা ভ্যালী চা বাগানের শ্রমিকেরা আবাসের

ঘর পাবার আবেদন জানাতে জেলাশাসক সামা পারভিনের শরণাপন্ন হয়। এই প্রসঙ্গে চা শ্রমিক গোবিন্দ ওরাও বলেন, এর আগে আমরা আবাসের ঘরের দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছিলাম, এবং সদর বিডিও কার্যালয় ঘেরাও করেছি, সেই আন্দোলনের পর সদর বিডিও মিহির কর্মকার করলা ভ্যালী চা বাগানে নিজে গিয়ে আমাদের দুরবস্থা দেখে আসেন। কিন্তু তার পরেও আমাদের ওখানে নতুন করে সার্ভে কাজ হয়নি, আমাদের অবস্থা যে কে সেই রয়ে গেছে, তাই আজ আমরা ডি এম ম্যাডামকে বিস্তারিত জানাতে এসেছি। অপরদিকে চা বাগানের দুঃস্থ শ্রমিকেরা আবাসের ঘর থেকে বঞ্চিত হবার ঘটনা জেলা শাসককে জানাতে আসা স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা রুবিনা ওরাও বলেন, ২০১৮ সালে সার্ভে হয়েছিলো, আমাদের ওখানে সবাই আবাস ঘর পাবার উপযুক্ত, এর পরেও আজ পর্যন্ত সবাই ঘর পেলো না। বিডিও অফিস আশ্বাস দিলেও কাজ হয়নি। আজ আমার জেলা শাসকের কাছে এসেছি।

সরকারি উদ্যোগে ধান সংগ্রহে নতুন নজির তৈরি হয়েছে

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি ঃ চলতি খারিফ মরসুমে রাজ্যে সরকারি উদ্যোগে ধান সংগ্রহে নতুন নজির তৈরি হয়েছে । এপর্যন্ত সহায়ক মূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে ৩৫ লক্ষ টন ধান সংগ্রহ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ১০ লক্ষাধিক চাষি সরকারের কাছে ধান বিক্রি করেছেন । নাম নথিভুক্ত করেছেন মোট প্রায় ২০ লক্ষ চাষি। ধান বিক্রির পর চাষিদের অ্যাকাউন্টে তার দাম মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আগে কখনও এত বেশি পরিমাণে ধান এইসময়ের মধ্যে কেনা হয়নি বলে রাজ্যের খাদ্য দফতর জানিয়েছে। জানুয়ারি মাসের মধ্যেই মোট ধান কেনার পরিমাণ ৪০ লক্ষ টন ছাড়িয়ে যাবে বলেও তারা আশাবাদী। নভেম্বর মাস থেকে শুরু হওয়া খরিফ মরশুমে গড়ে ৫৫ লক্ষ টন ধান সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এবার তার থেকে অনেক বেশি ধান সংগ্রহ করা যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু পূর্ণবয়স্ক বাইসনের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি ঃ গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল পূর্ণবয়স্ক এক পুরুষ বাইসনের। ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি বানারহাট থানার অন্তর্গত রেড ব্যাংক এবং ডায়না চা বাগানের মাঝামাঝি এলাকায়। ঘটনাস্থলে বনদফতর ও পরিবেশ প্রেমী সংগঠনের কর্মীরা। এলাকাবাসী এবং পথ চলতি মানুষরা রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করার সময় রাস্তার ধারে জঙ্গল থেকে দুর্গন্ধ পান। এরপর এলাকাবাসীরা ওই জঙ্গলে খুঁজতে শুরু করে। তখনই ওই জঙ্গলের মাঝে একটি ফাঁকা জায়গায় একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ বাইসনকে মৃত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। মৃত বাইসনকে দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাত খবর দেন বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ড লাইফের বনকর্মীদের। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ড লাইফের বনকর্মীরা। বনকর্মীদের অনুমান। সন্ধ্যা হলেই ঘন কুয়াশায় ঢাকা থাকে রাস্তাঘাট। আর সেই সময় এই পূর্ণবয়স্ক বাইসনটি হয়তো রাস্তা পারাপার হচ্ছিল। তাতেই এই বিপত্তি। যদিও এখনো পর্যন্ত পরিস্কার বলা যাচ্ছে না আসল ঘটনা কী। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসলেই বোঝা যাবে এই মৃত্যুর আসল কারণ। পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের কর্মীদের বক্তব্য দ্রুত গতিতে গাড়ি চলাচল করে এই রাস্তা দিয়ে হয়তো গাড়ির দুর্ঘটনায় মৃত্যু হতে পারে। গাড়ির গতি কম করে চলাচলের আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা।

অগ্নিকান্ডে ভস্মীভূত বাড়ি, অগ্নিদগ্ধ বৃদ্ধা

দুরন্ত বার্তা, তুফানগঞ্জ, ১৪ জানুয়ারি ঃ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হলো গোয়াল ঘর। আগুন ভয়াবহ রূপ নেওয়ায় ঘরের থেকে গরু বের করতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বৃদ্ধা। ঘটনাটি ঘটে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের বারোকোদালি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিরহাট ভান্ডিজেলাস এলাকায় ভবেশ বর্মনের বাড়িতে এই অগ্নিকাণ্ড। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল সন্ধ্যায় গোয়াল ঘরে সন্ধ্যা দিতে গিয়ে গোয়াল ঘরে পাট কাঠিতে আগুন লেগে যায় পরবর্তীতে আগুন ভয়াবহ রূপ নেওয়ায় দ্রুত গোয়াল ঘর থেকে গরু বের করতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয় এক বৃদ্ধা। দ্রুত সেখান থেকে থাকে নিয়ে যাওয়া হয় তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন ওই বৃদ্ধা। আহতের নাম মোহনবালা বর্মন (৬৫)। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বক্সিরহাট থানার পুলিশ ও দমকলের একটি ইঞ্জিন, দীর্ঘ প্রায় দুই ঘন্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন।

স্যালাইন বিতর্কে নাম জড়ালো নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালের

দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ, ১৪ জানুয়ারি ঃ স্যালাইন বিতর্ক এবার নবদ্বীপে। নিষিদ্ধ 'ল্যাকটেট' বা আর এল স্যালাইন নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ব্যবহার হচ্ছে, এমনই অভিযোগ তুলল স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। রবিবার রাতে সমাজমাধ্যমে এবিষয়ে একটি পোস্ট করেন বিজেপির নদীয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলা কমিটির সদস্য তথা নবদ্বীপ উত্তর মণ্ডলের প্রাক্তন সভাপতি আনন্দ দাস। ওই নেতার অভিযোগ ৭ জানুয়ারি থেকে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের নিষেধাজ্ঞার পরও পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যাল-এর তৈরি আর এল স্যালাইন প্রযগে করা হচ্ছে নবদ্বীপ ষ্টেট জেনারেল হাসপাতালের রোগীদের শরীরে। ওই নেতা হাসপাতাল সুপারের শাস্তি ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ দাবি করেছেন। যদিও তিনি এখনও পর্যন্ত কোথাও লিখিত ভাবে অভিযোগ করেননি। কিন্তু কেন? জবাবে ওই নেতা জানিয়েছেন,আমাদের সাংগঠনিক কিছু কাজ চলছে। তাই লিখিত অভিযোগ করার সময় পাইনি। তবে লিখিত অভিযোগ করার প্রস্তুতি চলছে। অন্যদিকে এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। হাসপাতাল সুপার অনঘ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি অভিযোগের সঙ্গে যে স্যালাইনের ছবি দেখা যাচ্ছে তা আদৌ আর এল নয়। তিনি পাল্টা বলেন, যে ছবি সমাজমাধ্যমে ঘুরছে তা ভালো করে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে সেগুলি সবই অন্য ধরনের স্যালাইন। এন এস, ডিএনএস বা ডি ফাইভ। যারা এসব ছবি বাজারে ছেড়েছেন তাদের বিষয়টি সম্পর্কে ন্যূনতম ধারনা নেই বলেই এই ধরনের অভিযোগ করছেন। কিন্তু অন্যান্য স্যালাইনগুলিও তো পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালের তৈরি। এই প্রসঙ্গে সুপারের বক্তব্য, আমাদের পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে যে 'ল্যাকটেট' ছাড়া যে ওষুধসব নিয়ে কোন সমস্যা নেই সেগুলো ব্যবহার করা যাবে। ওই কোম্পানিটি রাজ্য সরকারের ড্রাগ ডেলিভারি সিস্টেমের নথিভুক্ত সরবরাহকারী হিসাবে আর এল ছাড়াও নানা ধরনের ওষুধ, স্যালাইন দিয়ে থাকে। এগুলি আমরা সরাসরি কিনি না। জেলা থেকেই সরবরাহ করা হয়। সুপারের আরও দাবি আর এল স্যালাইন নিয়ে আজকে খুব হৈ চৈ হচ্ছে বটে কিন্তু ওই প্রায় তিন মাস আগেই ওই স্যালাইনের ব্যবহার নবদ্বীপ হাসপাতালে বন্ধ। সুপারের দাবি, আর এল স্যালাইন কোনও রোগীর শরীরে দেওয়া হচ্ছে এমনটা ছবিতে দেখা যাচ্ছে না। উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে হাসপাতালের পরিষেবাকে বিঘ্নিত করতে কেউ বা কারা এই ধরনের মিথ্যা অপপ্রচার এবং রোগীদের মধ্যে অনর্থক আতঙ্কের সৃষ্টি করতে চাইছে। রবিবার রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ করার নাম করে ওয়ার্ডে ঢুকে এই ধরনের ভুয়ো খবর তৈরি করা হয়েছে। বিষয়টি খুবই নিন্দনীয়। জানা গেছে নবদ্বীপ হাসপাতালে দৈনিক গড়ে একশ ইউনিটের বেশি আর এল স্যালাইনের প্রয়োজন হয়। রোগী বিশেষ করে প্রসূতিদের প্রয়োজনীয় স্যালাইনের পুরোটা সবসময় কর্তৃপক্ষ সরবার করতে পারেন না। সেক্ষেত্রে রোগীর পরিবারকে বাইরে থেকে দু'একটি স্যালাইন কিনতে হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এই নিয়ে ক্ষোভ আছে রোগীর পরিজনদের। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন কোম্পানির রিঙ্গার ল্যাকটেট তাঁরা কিনে আনেন। সুপার জানিয়েছেন হাসপাতালে আরএল স্যালাইন চলেছে কিন্তু তা হিকস্ কোম্পানির তৈরি। ইতিমধ্যেই অন্য কোম্পানির আর এল স্যালাইন পর্যাপ্ত পরিমাণে এসে গিয়েছে হাসপাতালে। এই বিষয়ে নবদ্বীপের পুরপ্রধান বিমানকৃষ্ণ সাহা বলেন, বিষয়টি নিয়ে কিছু নেতা সস্তা রাজনীতি করছে। চিকিৎসা নিয়ে আমরা রাজনীতি চাইনা। আমরা চাই মানুষ যেন উপযুক্ত পরিষেবা পান। সেক্ষেত্রে কোনওরকম বিচ্যুতি বরদাস্ত করা হবে না। তিনি বলেন, আমরা পুরো বিষয়টির ওপর নজর রাখছি।

মন্দিরে চুরি, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৪ জানুয়ারি ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমারে মন্দিরে দুস্কৃতীদের দৌরাত্ম্য! মন্দির থেকে খোয়া গেছে গয়না ও সোনার অলঙ্কার। সোমবার রাতে নন্দকুমারে ভবতারিণী মায়ের মন্দিরের তালা ভেঙে গয়না চুরি করল দুস্কৃতীরা। দেবীর রুপোর চূড়া, বালা, হার-সহ সোনার অনেক অলঙ্কার চুরি গেছে। মঙ্গলবার সকালে জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নন্দকুমার থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই তারা ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে। দুস্কৃতীদের খোঁজ চলছে।

DAINHAT MUNICIPALITY
P.O.-Dainhat,
Dist.: Purba Burdwan

For Details of floated e-tender against the Development work under
E-NIT 18D.M/ENGG/2024-25
Date-14/01/2025
E-NIT 19D.M/ENGG/2024-25
Date-14/01/2025
For Details Visit:
http://dainhatmunicipality.org
& wbtenders.gov.in
Office ph no 7478003845
Sd/- **Chairman,**
Dainhat Municipality

DAINHAT MUNICIPALITY
P.O.-Dainhat,
Dist.: Purba Burdwan

For Details of floated e-tender against the Development work under
E-NIT 17D.M/ENGG/2024-25
Date-14/01/2025
For Details Visit:
http://dainhatmunicipality.org
& wbtenders.gov.in
Office ph no 7478003845
Sd/- **Chairman,**
Dainhat Municipality

Notice Inviting E-Tender

Tender Ref: (i) AMTA-I/AGP/E-NIT/01/2024-2025 (ii) AMTA-I/AGP/E-NIT/03/2024-2025 DATE: 09-01-2025 BID SUB. CLOSING DT: **20-01-2025 AT 12 PM** Technical bid opening DT **22-01-2025 AT 12 PM** & (iii) **AMTA-I/AGP/E-NIT/02/2024-2025 DATE: 09-01-2025** BID SUB. CLOSING DT: **21-01-2025 AT 12 PM** Technical bid opening DT **23-01-2025 AT 12 PM** Electronic Tenders are hereby invited by the Prodhan, Anulia Gram Panchayat, Amta-I Block for implementation of Fourteen (14) No. work within Anulia Gram Panchayat, Howrah. Details are available in (**http://wbtenders.gov.in** & **http://etender.wb.nic.in**) and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Anulia Gram Panchayat

হাওড়া পৌরনিগম
৪. মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১

নংঃ **WB-HMC/TN/ED/WS/09/24-25** ই-টেন্ডার তারিখঃ ১০।০১।২০২৫

ই- টেন্ডার নোটিশ

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন পিভিসি হ্যান্ড টিউব ওয়েল স্থাপনের জন্য একই প্রকৃতির কাজের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য সম্পদশালী এবং বাস্তবসম্মত ঠিকাদারদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার (নির্ধারিত ফর্মে) আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। অনলাইন ক্লোরিনেশন সিস্টেমের বার্ষিক অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ, এমএস পাইপলাইনের জরুরি মেরামত কাজ। পাম্প হাউসের জন্য জরুরী কাজ, গভীর নলকূপের জন্য পাম্পের বার্ষিক অপারেশন, নতুন পাইপ লাইন স্থাপন। বিশদ সম্পর্কিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং OSD (WS) বিভাগ থেকে পাওয়া যাবে। অফিসের ওয়েবসাইট, এবং **www.wbtenders.gov.in**। বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ (অনলাইন) **০১.০২.২০২৫ বিকাল ৩.০০ টা**। হাওড়া পৌরনিগম কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ ব্যতিরেকে কোনো আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

১৪৩(৩) /২৪-২৫
১৪.১.২৫

সচিব
হাওড়া পৌরনিগম

OFFICE OF THE
BHANDERGACHA GRAM PANCHAYAT
Under Amta-I Dev. Block
VILL+PO-Panpur, P.S.-Amta, Dist-Howrah, Pin-711401(W.B.)

GRAM PANCHAYAT TENDER NOTICE

Sealed Tenders are invited by the Pradhan, Bhandergacha Gram Panchayat, Panpur, Amta, Howrah, for 7 nos. of work vide Memo No- Bhan/21 to Bhan/26, Dated- 14/01/2025, (wbtenders.gov.in). Date of e-Published:-**14-Jan-2025 11:00 AM**, Closing Date: **25-Jan-2025 15:30 PM**., Opening Date (Technical):- **28-Jan-2025 11:00 AM**. Date of Opening of Bid (Financial):- To be Notified later on. Detail information available at this GP Office during the working hours.

Sd/-Pradhan,
Bhandergacha Gram Panchayat
Panpur, Amta, Howrah.

মালদায় আবারও খুন তৃণমূল কর্মী! জখম আরও দুজন, উত্তেজনা এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৪ জানুয়ারি ঃ দুলাল খুনের রেশ এখনও কাটেনি। এই পরিস্থিতিতে মালদায় আবারও শুটআউট। গুলিতে মৃত্যু হাসা শেখ নামে এক তৃণমূল কর্মীর। গুলিবিদ্ধ তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি বকুল শেখ ও এসারউদ্দিন শেখ। রক্তাক্ত অবস্থায় আহত দুজনকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাসপাতালে। অভিযোগ, এর নেপথ্যে তৃণমূল কর্মী জাকির শেখ। কিন্তু কেন হামলা? গোষ্ঠীকোন্দল নাকি অন্য কিছু? উঠছে প্রশ্ন? অভিযুক্তদের খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে কালিয়াচকের নওদা - যদুপুর অঞ্চলের সালেপুর এলাকায় ড্রেন ও রাস্তার উদ্বোধন করতে গিয়েছিলেন অঞ্চল সভাপতি বকুল শেখ। সেখানে দলের অন্যান্য নেতা- কর্মীরাও ছিলেন। আচমকা চার-পাঁচজন সেখানে হাজির হন। বকুল শেখকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে তারা। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন তৃণমূল নেতা। গুলিবিদ্ধ হন তৃণমূল কর্মী হাসা শেখও। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। জখম হন প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান এসারউদ্দিন শেখও। ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিকভাবেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। হাসা শেখের দেহ উদ্ধার করে পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। বাকি দুজনকে উদ্ধার করে ভর্তি করা হয়েছে মালদা মেডিক্যালে। কিন্তু কে এর নেপথ্যে? কেন এই হামলা? প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ঘটনার পিছনে তৃণমূল কর্মী জাকির শেখ। তাঁর নির্দেশেই নাকি এদিন হামলা চালায় দুস্কৃতীরা। কিন্তু কেন? তৃণমূলেরই একাংশের দাবি, গোষ্ঠীকোন্দলের জেরেই এই হত্যাকাণ্ড। কিন্তু ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরীর দাবি, গোষ্ঠীকোন্দল নয়, এই হামলার কারণ অন্যকিছু। বাংলাদেশিরা হামলা চালিয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি। উল্লেখ্য, ১২ দিন আগে খুন হন মালদার তৃণমূল কাউন্সিলর দুলাল সরকার। তার নেপথ্যে উঠে আসে তোলাবাজির ভাগ বাটোয়ারা সংক্রান্ত বিবাদ। এবার নিশানায় অঞ্চল সভাপতি, এক্ষেত্রেও কি কারণ বখরা নাকি অন্য কিছু? জানার চেষ্টায় পুলিশ। স্থানীয় এক বাসিন্দা মেহবুব আলম জানান, ওই ড্রেনটি প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেটি নতুন করে করার জন্য টেন্ডার করা হয়েছিল। সেখানেই এক পঞ্চায়েত সদস্যর সঙ্গে তাঁদের ঝামেলা হয়। বকুলরা সেখানে একটি রাস্তার উদ্বোধনে গিয়েছিলেন। ওই ঝামেলার জেরে বিপক্ষ গোষ্ঠীর লোকজন বকুলদের উপর গুলি চালায়। ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপায়। বকুল আর এসারুদ্দিনের মাথায় গুলি লেগেছে। একজন ঘটনাস্থলেই মারা গিয়েছেন। হামলাকারীরা কিছুদিন আগে তৃণমূলে যোগ দিয়েছে। ওরা রাতে টিএমসি, দিনে কংগ্রেস। ওরা জাকিরের লোকজন। মেডিক্যালের জরুরি বিভাগে ঢোকার আগে এসারুদ্দিন ওরফে রাজুও জানান, যারা আমাদের উপর গুলি চালিয়েছে, তাদের বেশির ভাগই তৃণমূলের। কিছুদিন আগে কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে যোগ দিয়েছে। ওদের সঙ্গে কংগ্রেসের লোকজনও ছিল। ওরা সব জাকিরের লোকজন। এসডিপিও (কালিয়াচক) ফয়জাল রেজা জানিয়েছেন, নয়াবস্তি এলাকায় আজ গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে। একজন মারা গেছে। দু'জন আহত। ঘটনার পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে।

নিখোঁজ গৃহবধূকে পরিবারের হাতে তুলে দিয়ে মানবিকতার নজির সৃষ্টি করলো জীবন্তি ক্লাব

দুরন্ত বার্তা, কান্দি, ১৪ জানুয়ারি ঃ বাড়ি থেকে পালিয়ে আসা গৃহবধূকে পরিবারের হাতে তুলে দিয়ে মানবিকতার নজির সৃষ্টি করলো জীবন্তি ক্লাবের সদস্যরা । মঙ্গলবার সকালে কান্দির জীবন্তি বাজারে একটি অচেনা মহিলাকে ঘোরাফেরা করতে দেখে সন্দেহ হয় জীবন্তি ক্লাবের সদস্যদের, তাকে জিজ্ঞাসা বাদ করার পর জানতে পারা যায়, ওই মহিলার নাম প্রভাতী কর্মকার। বাড়ি কান্দির গোপাল নগরে। কয়েক বছর আগে বিয়ে হয়েছে লালবাগ থানার অন্তর্গত ডাহাপাড়া এলাকায়। কিন্তু পারিবারিক অশান্তির কারণে মানসিক ভাবে দুশ্চিন্তায় ভুগছিলেন তার ফলে হঠাৎ আজ মঙ্গলবার সকালে বাড়ি থেকে পালিয়ে আসে এবং জীবন্তি বাজারে মানসিক অসঙ্গতভাবে ঘোরাফেরা করছিল। মাঝে মধ্যে গাড়ির সামনে চলে আসছিল এই সময়ে চা খাচ্ছিল জীবন্তি ক্লাবের সদস্য, হায়দার, গুরেন টনিক, তারা মেয়েটির সঙ্গে কথা বলে রাস্তা থেকে নিয়ে এসে

প্রথমে জামা কাপড়ের ব্যবস্থা করে বাড়ির লোকজনকে খবর দেওয়া হয়। তারপর বাড়ির পক্ষ থেকে প্রভাতী কর্মকার এর স্বামী যাদব কর্মকার এসে জীবন্তি থেকে বাড়ি নিয়ে যায়। এই বিষয়ে তার স্বামী যাদব কর্মকার বলেন আমার স্ত্রী মানসিকভাবে কিছুটা ভারসাম্য হীন। সকালে বাড়ি থেকে হঠাৎ পালিয়ে আসে, দুটি ছেলের মধ্যে ছোট্ট ছেলে সঙ্গে ছিল তাকে রাস্তায় রেখে চলে আসে। আমরা সকলেই খোঁজাখুজি করছিলাম খুব চিন্তায় ছিলাম, এর মধ্যেই জীবন্তি থেকে আমাদের ফোন করে জানায়। আমরা এসে প্রভাতী কর্মকারকে নিয়ে বাড়িতে নিতে যাচ্ছি এবং জীবন্তি ক্লাবের সদস্যদের অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যদিও এ বিষয়ে প্রভাতী কর্মকর এর মা সুভদ্রা কর্মকার বলেন কী বলবো আমারা গরীব মানুষ, মেয়েকে যতটা দেখার প্রয়োজন, শ্বশুরবাড়ির লোকজন ততোটা দেখে না। তাই মেয়ে অতিরিক্ত চিন্তা করে মানুসিক অসুস্থ হয়ে গেছে। জীবন্তির মানুষ আমার মেয়েকে বাড়ির মানুষের কাছে তুলে দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মকর সংক্রান্তিতে ভক্তদের ভিড় মন্দিরে মন্দিরে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি ঃ আজ পৌষ সংক্রান্তি অনেকেই আবার এই দিনকে মকর সংক্রান্তি বলে থাকেন আর এই বিশেষ দিনে সকাল থেকেই শিলিগুড়ির মন্দিরে মন্দিরে ভক্তদের উপচে পড়লো ভিড়। মূলতঃ মকর সংক্রান্তিতে সূর্যদেব দক্ষিণায়ণ থেকে উত্তরায়ণে যান, যার কারণে একে উত্তরায়ণ উৎসবও বলা হয়। এছাড়াও, মকর সংক্রান্তি খিচড়ি নামে পরিচিত। মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গা স্নান এবং সূর্য দেবতার বিশেষ পুজোর বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। হিন্দু ধর্মে মকর সংক্রান্তির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। প্রতি বছর পৌষ মাসে এই উৎসব পালিত হয়। হিন্দু পঞ্জিকা অনুসারে, এই সময় সূর্য ধনু রাশিতে তার যাত্রা শেষ করে মকর রাশিতে প্রবেশ করে। যা মকর সংক্রান্তি নামে পরিচিত। মকর সংক্রান্তিতে, সূর্যদেব দক্ষিণায়ন থেকে উত্তরায়ণে স্থানান্তরিত হন, যার কারণে এটিকে উত্তরায়ণ উৎসবও বলা হয়। এছাড়াও, মকর সংক্রান্তি খিচড়ি নামে পরিচিত। মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গা স্নান এবং সূর্য দেবতার বিশেষ পুজোর বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এছাড়াও, এই দিনে দানের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। তাই এদিন সকাল থেকেই শিলিগুড়ির বিভিন্ন মন্দিরে দেখা মিলল ভক্তদের ব্যাপক ভিড়। মন্দিরে মন্দিরে ছিল ভক্তদের লম্বা লাইন। আজকের এই বিশেষ দিনে সকলেই পুজো দিতে ভিড় জমান শিলিগুড়ির মন্দিরগুলিতে।

শিয়ালদহ-আজমেঢ়-শিয়ালদহ এক্সপ্রেসের যাত্রাপথ আংশিক বাতিল

উত্তর পশ্চিম রেলওয়ের জয়পুর ডিভিশনে নরেনা ইয়ার্ডে ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং বিল্ডিং স্থানান্তর সংক্রান্ত কাজ সমেত হিরনোদা-ফুলেরা-ভাঁওসা শাখায় অটোমেটিক ব্লক সিগন্যালিং ব্যবস্থা, গহলোতা ও মণ্ডাওরিয়ার মধ্যে ব্রিজ নং-২৭০ এবং মণ্ডাওরিয়া ও কিশনগড়ের মধ্যে ব্রিজ নং-২৭৯-এর স্ল্যাব প্রতিস্থাপন-এর জন্য, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির যাত্রাপথ নিম্নরূপে আংশিকভাবে বাতিল থাকবে ঃ **১২৯৮৭ শিয়ালদহ-আজমেঢ় এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০১.২০২৫) **জয়পুরে** সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে ও **১২৯৮৮ আজমেঢ়-শিয়ালদহ এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০২.২০২৫) **জয়পুর** থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে এবং উভয় ট্রেনের যাত্রাপথ **জয়পুর ও আজমেঢ়ের মধ্যে আংশিকভাবে বাতিল** থাকবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/Br-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work:
NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/125/074/24-25/BUSTEE
Name of work : **Maintenance of cement concrete road at Anandanagar Slum Area near Pre. No.-H/31/7A/12 and others in Ward No.-125**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,67,685.99**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of bid: **23.01.2025 - 12 noon**. The tender will be opened on: **25.01.2025 - 12 noon**. The bid forms and other details are available on and from **15.01.2025 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-XIII, KMC** invites e-quotation online two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/XIII/117/OM_PUT/22-23/01 (3rd call)
Name of work : **Operation and maintenance of two storied pay and use toilet at Rai Bahadur Road near Nila Petrol Pump in Ward 117 Br XIII**.
2. NIT No. : KMC/XIII/118/OM_PUT/22-23/03 (3rd call)
Name of work : **Operation and maintenance of pay and use toilet opposite of Prem. No. 85/222, S. N. Roy Road in Ward 118 Br XIII**.
3. NIT No. : KMC/XIII/118/OM_PUT/22-23/04 (3rd call)
Name of work : **Operation and maintenance of pay and use toilet opposite Prem. No. 109, Agarwala Garden Rd in Ward 118 Br XIII**.
Security Deposit for each work: **Rs. 10,000.00**. Period of Contract for operation of each work: **36 Months**. Last date of submission of bid: **04.02.2025** up to **11 a.m.** (for sl. no. 1 to 3). Tender will be opened on: **06.02.2025 (11 a.m.)** (for sl. no. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **21.01.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 1 to 3) from the website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 3).

The **Executive Engineer (Civil), Borough IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/IX/079/042/2024-2025/BUSTEE (2nd call)
Name of work : **Desilting at Tina Kholi Bustee and surrounding areas in Ward No. 79**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 1,98,707.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
2. NIT No. : KMC/IX/073/033/2024-2025
Name of work : **Repairing of bustee passages at 15, 16, 22 M. P. Lane, 7/4, 7/5, 9/1, 11,16, 20 S.S. Bose Row and surrounding area in Ward No. 73**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 2,99,965.23**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **25 Days**.
3. NIT No. : KMC/IX/073/036/2024-2025
Name of work : **Improvement of passages at 37, 37A, 39, 39A Kalighat Road and etc in Ward No. 073**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 1,99,966.41**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **20 Days**.
4. NIT No. : KMC/IX/073/039/2024-2025
Name of work : **Renovation of privy at 15, 16, 22 M.P Lane, 7/4, 7/5, 9/1, 11, 16 S.S. Bose Row in Ward No. 073**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 2,99,430.44**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **20 Days**.
5. NIT No. : KMC/IX/078/080/2024-2025
Name of work : **Restoration of Bitumenous Road surface at 12 Ekbalpore Lane to 33/1 Mominpore Road (Disturbed by K.M.C. W/S Department) in Ward No. 78**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 4,09,528.79**. Earnest Money: **Rs. 8,300.00**. Period of Completion: **45 Days**.
6. NIT No. : KMC/IX/078/084/2024-2025
Name of work : **Repairing of I.P.S footpath at 8/H/20 Bhukailash Road and 12/1, 13, Mayurbhang Road its surrounding area in Ward No. 78**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 3,91,250.65**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00**. Period of Completion: **45 Days**. Last date and time of submission of bid: **25.01.2025 - 12 noon** (for sl. no. 1 to 6). Tender will be opened on: **27.01.2025 - 12 noon** (for sl. no. 1 to 6). The bid forms and other details are available on and from **15.01.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 1 to 6) from the website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 6).

The **Executive Engineer (Civil), Br.-XI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XI/110/076/24-25/R/BUSTEE
Name of work : **Construction of new sanitary latrines at Mondal Para & Kola Bagan (Bustee Area) in Ward No. 110, Br-XI**. Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 2,26,338.54**. Earnest Money: **Rs. 4,600.00**. Period of Completion: **45 Days**.
2. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XI/112/059/2024-25/R
Name of work : **Development of road side fencing at H. L. Sarkar Road in Wd No. 112, Br-XI**. Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 2,98,840.62**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of bid: **22.01.2025 - 12 noon** (for sl. no. 1 & 2). The tender will be opened on: **24.01.2025** (for sl. no. 1 & 2).
3. NIT No. : KMC/EEC/XI/114/060/24-25/R
Name of work : **Maintenance work of pond cleaning and removal of water hyacinth including weeds etc at Diff. Places Viz. 205 Purba Putiary (Itkhola), Young Star Club Jora Bill etc in Ward-114**. Estimated Value (Including GST & CESS): **Rs. 2,79,760.91**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Time of Completion: **30 Days**.
4. NIT No. : KMC/EEC/XI/111/057/2024-2025/R/BUSTEE
Name of work : **Construction of 3 nos. sanitary latrines at Brahmapur Place, Brahmapur More and Brahmapur Ghosh Para in Bustee Area in Wd. No.-111, Br.-XI**. Estimated Value (Including GST & CESS): **Rs. 2,97,584.63**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Time of Completion: **30 Days**.
5. NIT No. : KMC/EEC/XI/114/063/24-25/R
Name of work : **IMP of drainage at South Ananda Pally from H/O Rita Sen to Kalu Halder in Ward No.-114**. Estimated Value (Including GST & CESS): **Rs. 4,15,254.25**. Earnest Money: **Rs. 8,400.00**. Time of Completion: **30 Days**.
6. NIT No. : KMC/EEC/XI/111/018/2024-2025/R
Name of work : **Annual maintenance work (Sanitary & Plumbing) of MTMTB Hospital at Boral in Ward No.-111, Br.-XI**. Estimated Value (Including GST & CESS): **Rs. 4,92,878.16**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Time of Completion: **365 Days**. Last date and time of submission of bid: **25.01.2025 - 12 noon** (for sl. no. 3 to 6). Date and time of opening of bid: **28.01.2025 - 12 noon** (for sl. no. 3 to 6). The bid forms and other details are available on and from **14.01.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 1) / **15.01.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 2) and **17.01.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 3 to 6). The website **https://etender.nic.in** (for sl. no. 1 to 6).

The **Director General (Civil), KMC** invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XI/104/043/24-25/R (2nd call)
Name of work : **Renovation of C.C Road from P-15/1A to P-15/1C Jheel Road in Ward No. 104**. Estimated Value (Including GST & CESS): **Rs. 2,83,316.36**. Earnest Money: **Rs. 5,800.00**. Time of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of bid: **25.01.2025 - 12 noon**. Date and time of opening of bid: **27.01.2025 - 12 noon**. The bid forms and other details are available on and from **15.01.2025 (5 p.m.)** from the website **https://etender.nic.in**

CORRIGENDUM

(1) NIT No. : KMC/XIII/120/043/24-25 (1st call), (2) NIT No. : KMC/XIII/120/046/24-25/BUSTEE (1st call) published in this Newspaper on **03.01.2025 (Key No. 1152/24-25)** of **Engineering Civil, Br-XIII Deptt.** (Sl. No. 3 and 7) Last date of submission of bid **18.01.2025 (up to 11 a.m.)** instead of 11.01.2025 (up to 11 a.m.) (for Sl. No. 1 & 2). Tender will be opened on **20.01.2025 (11 a.m.)** instead of 13.01.2025 (11 a.m.) (for Sl. No. 1 & 2). All other remain unaltered.

1232/24-25

পারফর্ম করতে না পারলে কাটা হবে টাকা!

‘দায়বদ্ধতা’ বাড়াতে বোর্ডের নতুন ভাবনা

মুম্বই, ১৪ জানুয়ারিঃ ক্রিকেটারদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই কেন্দ্রীয় চুক্তির বিষয়টি এনেছিল বোর্ড। কোন ক্রিকেটাররা কোন ফরম্যাটে খেলছেন। অনেকেই শুধুমাত্র টি-টোয়েন্টি কিংবা টেস্ট খেলে থাকেন। আবার তিন ফরম্যাটে খেলা ক্রিকেটাররাও রয়েছেন। উঠতি ক্রিকেটারদেরও চুক্তির আওতায় আনে বোর্ড। কেন্দ্রীয় বার্ষিক চুক্তিতে বিভিন্ন ক্যাটেগরি রয়েছে। সেই অনুযায়ী টাকার পরিমাণও। অর্থাৎ চুক্তিতে থাকা কোনও ক্রিকেটার, খেলার সুযোগ পাক না পাক, পারফরম্যান্স যেমনই হোক, সেই টাকা নিশ্চিত। এরপর খেলার সুযোগ পেলে ম্যাচ ফি, ইনসেনটিভ এসব রয়েইছে। কিন্তু ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া সফরের পারফরম্যান্সের পর বোর্ডের নতুন ভাবনা। অস্ট্রেলিয়ায় বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির বিপর্যয় নিয়ে রিভিউ মিটিং হয়েছে। জানা গেছে মিটিংয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে। ভ্যারিয়েবল পে। কর্পোরেট মডেল। বার্ষিক চুক্তির পাশাপাশি ইনসেনটিভ চালু করেছিল বোর্ড। তাতেও এ বার রদবদল হতে পারে। আরও সহজ করে বললে, ভালো পারফরম্যান্স করলে বেশি টাকা। আর খারাপ পারফরম্যান্সের জন্য টাকা কেটে নেওয়া হতে পারে। টেস্ট ক্রিকেটের প্রতি অনেকের অনীহা দেখে গত বছর ইনসেনটিভের নিয়ম এনেছিল বোর্ড। অনেক ক্রিকেটারই ঘরোয়া ক্রিকেটে কিংবা জাতীয় দলের হয়ে লাল-বলের ক্রিকেটে আগ্রহ দেখান না। শুধুমাত্র আইপিএল এবং টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটেই আকর্ষিত হন। এই রীতি ভাঙতে ইনসেনটিভের ব্যবস্থা করেছিল বোর্ড। মরসুমে যতগুলি টেস্ট খেলছে ভারতীয় দল, কোনও প্লেয়ার যদি তার ৫০ শতাংশের বেশি ম্যাচ খেলেন, ম্যাচ প্রতি তাঁকে ৩০ লক্ষ টাকা ইনসেনটিভ হিসেবে দেওয়া হবে। কোনও প্লেয়ার যদি ৭৫ শতাংশের বেশি ম্যাচে একাদশে থাকেন, তাঁর ক্ষেত্রে ম্যাচ প্রতি ইনসেনটিভ হয়ে যাবে ৪৫ লক্ষ টাকা! এই নিয়মেই বদলের ভাবনা। অনেক প্লেয়ারই ৫০ শতাংশ কিংবা ৭৫ শতাংশর বেশি ম্যাচ খেলে

থাকেন। কিন্তু পারফরম্যান্স নেই। অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতের দুই সুপারস্টার ব্যাটার রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিও ব্যর্থ। বিরাট তবু প্রথম টেস্টে একটি সেঞ্চুরি করেছিলেন। রোহিতের পরিস্থিতি খুবই সঙ্গীন। বোর্ডের ভ্যারিয়েবল পে-নিয়ম চালু হলে, কে কত শতাংশ ম্যাচ খেলছে এটা যেমন জরুরি তেমনই পারফরম্যান্স। প্লেয়ারদের মধ্যে দায়বদ্ধতা বাড়াতেই এমন ভাবনা বলে মনে করা হচ্ছে। তবে সবটাই এখনও ভাবনার পর্যায়ে। বোর্ডের নিয়মের পরিবর্তনে আরও একটি হল বিদেশ সফরে স্ত্রী বা পরিবারের সদস্যদের থাকা নিয়ে নতুন নিষেধাজ্ঞা এবং কোচিং স্টাফদের চুক্তির সময়সীমা নির্ধারণ। বর্তমান সময়ে ক্রিকেটারদের বিদেশ সফরের সময় তাঁদের স্ত্রীরা বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা প্রায়ই তাঁদের সঙ্গে থাকেন। যেমন, বিরাট কোহলির সঙ্গে অনুস্কা শর্মা এবং কেএল রাহুলের স্ত্রী আথিয়া শেট্টি অস্ট্রেলিয়া সফরের বেশিরভাগ সময়েই তাদের স্বামীর সঙ্গে ছিলেন। স্টেডিয়ামে তারা উপস্থিত থাকতেন, আবার বাইরে ঘোরাঘুরি করেও সামাজিক মাধ্যমে আলোচিত হতেন। তবে, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের বর্তমান সিদ্ধান্তে এই বিষয়টি নিয়ে বড় ধরনের পরিবর্তন আসতে চলেছে। বোর্ডের নতুন নিয়ম অনুযায়ী, ৪৫ দিনের বিদেশ সফরের ক্ষেত্রে ক্রিকেটাররা শুধুমাত্র ১৪ দিন পর্যন্ত তাদের স্ত্রীর সঙ্গে থাকবেন। এর বেশি সময় তাদের সঙ্গে থাকার অনুমতি দেওয়া হবে না। অর্থাৎ, পরিবারকে দীর্ঘসময় সঙ্গে রাখার সুযোগ এবার আর থাকছে না। এছাড়াও, ক্রিকেটারদের এখন থেকে টিম বাসে চলাফেরা করা বাধ্যতামূলক হবে। এককভাবে মাঠে যাওয়া বা ঘুরতে যাওয়ার অনুমতি তাঁদের আর দেওয়া হবে না। বোর্ডের মতে, বিদেশ সফরে পরিবারের সদস্যদের দীর্ঘসময় থাকার কারণে ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্সে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এই কারণে ২০০৯ সালের পূর্ববর্তী নিয়ম অনুযায়ী, নতুন নিয়ম আনা হয়েছে, যেখানে পরিবারের সদস্যরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাদের সঙ্গে থাকতে পারবেন। এর পাশাপাশি, কোচিং স্টাফদের ক্ষেত্রেও বিসিসিআই কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিশেষ করে, গৌতম গম্ভীর, যিনি বর্তমানে ভারতীয় দলের কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, তার ম্যানেজার গৌরব অরোরা যেহেতু টিম বাসে দলের সঙ্গে যাতায়াত করেছেন, বোর্ড সেই নিয়মেও পরিবর্তন আনতে চাইছে। গম্ভীরের ম্যানেজারকে আর দলের বাসে যাতায়াত করার অনুমতি দেওয়া হবে না। এমনকি, তিনি টিম হোটেলে থাকতেও পারবেন না এবং স্টেডিয়ামে ভিআইপি বক্সে বসার সুযোগও তিনি আর পাবেন না। বোর্ড জানিয়ে দিয়েছে যে, যদি কোনো ক্রিকেটারের ব্যাগের ওজন ১৫০ কেজির বেশি হয়, তাহলে তার জন্য অতিরিক্ত খরচ ক্রিকেটারকেই বহন করতে হবে। এই নিয়মও মূলত খেলোয়াড়দের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আনা হচ্ছে। বিসিসিআইয়ের এই নতুন সিদ্ধান্তগুলো ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্য পরিচালনায় এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে। খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্সের ওপর কড়া নজর রাখা এবং দলীয় শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার জন্য বোর্ড যে কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা স্পষ্ট। আগামীদিনে বোর্ডের এই উদ্যোগ ভারতীয় ক্রিকেটে আরও ভালো ফল নিয়ে আসবে, এমনটাই আশা করছে ক্রিকেটপ্রেমীরা।

ডিসেম্বরের সেরা ক্রিকেটার বুমরাহ

দুবাই, ১৪ জানুয়ারিঃ দল হারলেও ব্যক্তিগত লড়াই জিতেছেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট সিরিজ হেরেছে ভারত। কিন্তু জিতে গিয়েছেন জসপ্রীত বুমরাহ। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্সকে হারিয়ে ডিসেম্বর মাসের সেরা ক্রিকেটার হয়েছেন তিনি। আইসিসি এই সম্মান দিয়েছে বুমরাহকে। পাশাপাশি ডিসেম্বর মাসে মহিলাদের সেরা ক্রিকেটার হয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার অলরাউন্ডার অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড। অস্ট্রেলিয়ায় ভারত ভাল খেলতে না পারলেও প্রশংসা কুড়িয়েছেন বুমরাহ। পাঁচটি টেস্টে ১৩.০৬ গড়ে ৩২টি উইকেট নিয়েছেন তিনি। বর্ডার-গাভাসকর সিরিজে কোনও বোলারের নেওয়া এটি সর্বাধিক উইকেট। তিনটি ইনিংসে পাঁচ বা তার বেশি উইকেট নিয়েছেন বুমরাহ। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পার্থে ভারত যে একটি টেস্ট জিতেছে, তাতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বুমরাহ। ভারত সিরিজ হারলেও সিরিজের সেরা ক্রিকেটার হয়েছেন বুমরাহ। এ বার আরও একটি শিরোপা পেলেন তিনি। ডিসেম্বর মাসে আইসিসির সেরা ক্রিকেটারের তালিকায় ছিলেন বুমরাহ, কামিন্স ও ডেন প্যাটারসন। বিশ্ব জুড়ে ক্রিকেটপ্রেমী, আইসিসির বিশেষজ্ঞ কমিটি, প্রাক্তন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার ও সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের ভোটে সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হন। সেখানে বাকিদের হারিয়েছেন বুমরাহ। মাসের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়ে বুমরাহ বলেন, ‘‘ডিসেম্বর মাসে আইসিসির সেরা ক্রিকেটার হতে পেরে খুব আনন্দ হচ্ছে। পরিশ্রমের দাম পেলে সকলের ভাল লাগে। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি সবচেয়ে কঠিন দ্বিপাক্ষিক প্রতিযোগিতা। প্রতিটি মুহূর্তে লড়াই চলে। এমন একটা ট্রফিতে দেশের হয়ে ভাল খেলতে পেরে আমি গর্বিত।’’

খেলবেন শুভমন রঞ্জিতে বিরাট কোহলিরও খেলা উচিত, মত রোহনের

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারিঃ অস্ট্রেলিয়ায় বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে ভালো পারফর্ম করতে পারেননি। চোটের জন্য অবশ্য প্রথম টেস্টে খেলতে পারেননি। এরপর বক্সিং ডে টেস্টে বাদও পড়েন। ঘরের মাঠে দুর্দান্ত খেলেছেন। এশিয়ার বাইরে শুভমন গিলের পারফরম্যান্স খুবই হতাশার। ফর্মে ফিরতে মরিয়া শুভমন গিল। বোর্ডের নানা ভাবনায় চাপ বাড়ছে ক্রিকেটারদের উপরও। রঞ্জি ট্রফিতে ফিরতে দেখা যেতে পারে একঝাঁক তারকা ক্রিকেটারকে। যেমন শুভমন গিলই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, রঞ্জির পরের রাউন্ডের ম্যাচে খেলবেন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি স্কোয়াডে নেই শুভমন। একই ভাবে বিরাট কোহলি, ঋষভ পন্থদেরও খেলা উচিত এমনটাই মত দিল্লি ক্রিকেট সংস্থার প্রেসিডেন্ট রোহন জেটলির। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিও। রঞ্জি ট্রফি এ বার দুটি পর্বে। ২৩ জানুয়ারি থেকে ষষ্ঠ রাউন্ডের ম্যাচ শুরু। পঞ্জাব ক্রিকেট সংস্থাকে খেলার বিষয়ে জানিয়ে দিয়েছেন শুভমন গিল। যদিও স্কোয়াড এখনও ঘোষণা হয়নি। শুভমন খেললে সুযোগ ওয়াসিম জাফরের সঙ্গে কাজ করার। রঞ্জি ট্রফির ইতিহাসে সর্বাধিক রান স্কোরার জাফরের থেকে শেখার সুযোগ পাবেন। ভারতের টেস্ট ও ওয়ান ডে ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা এ দিন থেকে মুম্বই রঞ্জি টিমের সঙ্গে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। তাঁকেও মুম্বই জার্সিতে ষষ্ঠ রাউন্ডের ম্যাচে নামতে দেখা যেতে পারে। বিরাট কোহলি কি একই পথে হাঁটবেন? এমনটাই চান দিল্লি ক্রিকেট সংস্থার প্রেসিডেন্ট। দিল্লির জার্সিতে ফের বিরাট-পন্থদের নামা প্রসঙ্গে রোহন জেটলি বলছেন, ‘‘আসলে ওরা এত ম্যাচ খেলে, তাই জানি না সম্ভব কি না। তবে বিরাট-পন্থ যদি ফিট থাকেন, অবশ্যই রঞ্জি ট্রফিতে খেলা উচিত। প্রত্যেকটা ক্রিকেটারেরই উচিত ঘরোয়া ক্রিকেটকে গুরুত্ব দেওয়া।’’

প্রথম পর্বে পরাজিত, দ্বিতীয় পর্বে মহামেডানের বিপক্ষে নয়া পরিকল্পনা

চেন্নাই, ১৪ জানুয়ারিঃ ইন্ডিয়ান সুপার লিগের চেন্নাইয়িন এফসি এই মুহূর্তে এক কঠিন সময়ের মধ্যে রয়েছে। শেষ আট ম্যাচের মধ্যে মাত্র একটিতে জয়। এই মরসুমে প্লে অফের আশা কার্যত শেষ দক্ষিণ ভারতের এই দলের কাছে। তবে, চেন্নাইয়িনের কোচ ওয়েন কয়েল দলের সামগ্রিক মনোভাব এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী। এরই মধ্যে আগামী ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ মহামেডান এসসি। চেন্নাইয়িনের জন্য এমনই এক কঠিন সময় এসেছিল যখন তারা ওড়িশা এফসির বিরুদ্ধে ২-০ গোলে এগিয়ে ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ২-২ ড্র করে ম্যাচটি হারায়। এই ফলাফল দলের জন্য অত্যন্ত হতাশাজনক ছিল। বিশেষত তাদের সমর্থকদের জন্য যারা আশা করেছিল দলের পারফরম্যান্সে উন্নতি হবে। তবে, কয়েল জানিয়েছেন যে তাদের এখন পুরানো ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে, নিজেদের অবস্থান উন্নত করার জন্য একত্রিত হয়ে কাজ করতে হবে। ওয়েন কয়েল চেন্নাইয়িন এফসির আগামী দিনের লক্ষ্যের কথা জানিয়েছেন। আইএসএলে আরও কিছু ম্যাচ বাকি থাকা সত্ত্বেও কয়েল জানিয়েছেন, ‘‘এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আমরা যেন ম্যাচগুলো জিততে পারি। আমি জানি, আমাদের প্রক্রিয়াটি সঠিক হতে হবে এবং ধীরে ধীরে ফলাফল পেতে হবে। তবে, সত্যি কথা বলতে, বর্তমানে যদি কেউ আমাকে বলত যে আমরা টপ সিক্সে থাকতে চাই, তবে আমি একে মেনে নিতাম।’’ কয়েল আরও বলেন, ‘‘ওড়িশা ম্যাচে দেখেছিলাম, আমাদের কিছু ভুল হয়েছে, তবে সেই ভুলগুলো থেকে আমরা শিখেছি। আইএসএল খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ লিগ এবং আমাদের আরও ভালো খেলতে হবে।’’ তিনি আসন্ন ম্যাচ প্রসঙ্গে বলেন, ‘‘আমাদের এখন শুধু ভালো পারফরম্যান্স প্রদর্শন করতে হবে। মহামেডান এসসির বিরুদ্ধে বড় একটি জয় ছিনিয়ে নিতে হবে এবং তারপর সেই সাফল্য ধরে রেখে পরবর্তী ম্যাচগুলোতে আমাদের প্রমাণ করতে হবে।’’ চেন্নাইয়িনের সামনে আরও কঠিন সময় আসছে। তারা বুধবার কলকাতায় মহামেডান এসসির বিরুদ্ধে খেলতে যাচ্ছে, যাদের বিরুদ্ধে এই মরসুমের প্রথম পর্বে তাদের হারতে হয়েছিল। সাদা-কালো ব্রিগেড গত ম্যাচে বেঙ্গালুরু এফসিকে ১-০ গোলে পরাজিত করার পর আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। এই দলের কাছে চেন্নাইয়িনের জন্য ম্যাচটি কঠিন হতে চলেছে, তবে কয়েল আশাবাদী যে তার দল এই ম্যাচে ভালো পারফরম্যান্স করতে পারবে। চেন্নাইয়িনের পরবর্তী ম্যাচগুলো আরও চ্যালেঞ্জিং হতে চলেছে। মহামেডান এসসির পর, তারা ঘরের মাঠে মহামেডান এসসির বিরুদ্ধে খেলবে এবং তার পর গিয়ে গোয়ার শক্তিশালী দলটি ভারতের অন্যতম শীর্ষ দল এফ সি গোয়ার সঙ্গে খেলতে হবে।

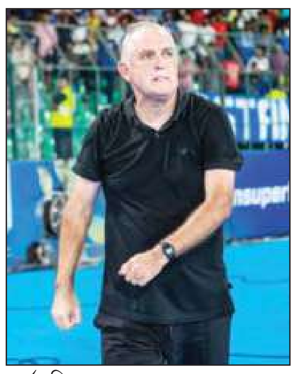

এরপর জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে, চেন্নাইয়িন তাদের প্রিয় দক্ষিণী প্রতিদ্বন্দ্বী কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে। কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ চেন্নাইয়িনের জন্য একটি বড় লক্ষ্য হতে পারে, কারণ তাদের গত ম্যাচটি কেরালা ব্লাস্টার্সের বিপক্ষে দুর্বল পারফরম্যান্সের ফলেই বড় হার হয়েছিল। চেন্নাইয়িনের এখন যে পরিস্থিতি, তা অনেকেই সহজ ভাবে নেবে না। তবে কয়েল দলের মনোবল এবং সকারের প্রতি তাদের আবেগের কথা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, ‘‘আমরা জানি কিভাবে কঠিন সময়ে নিজেদের মনোবল ধরে রাখতে হয়। দলের মধ্যে শক্তিশালী মানসিকতা রয়েছে এবং আমরা জানি কীভাবে এই মুহূর্তে জয়ী হতে হবে। বিশেষ করে, মরসুমের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ের কাছে আমাদের জয়ের দিকেই মনোযোগ দিতে হবে।’’ চেন্নাইয়িন এফসির সামনে কঠিন পরবর্তী কয়েকটি ম্যাচ রয়েছে, কিন্তু কোচ কয়েল তাদের প্রতি আশাবাদী। আইএসএলের পরবর্তী পর্যায়ে চেন্নাইয়িনকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হলে, তাদের আরও শক্তিশালী হতে হবে এবং ফলাফলগুলো নিজেদের পক্ষে নিতে হবে। দলের পারফরম্যান্সে ধারাবাহিকতা আনার জন্য কোচের সামনে এখন মূল চ্যালেঞ্জ। চেন্নাইয়িন এফসি যদি তাদের সাম্প্রতিক খারাপ ফর্ম কাটিয়ে ওঠে, তবে আইএসএলের প্লে-অফের দিকেও তাদের প্রত্যাবর্তন সম্ভব। তবে সেজন্য তাদের ম্যানেজার ওয়েন কয়েলের দৃষ্টিভঙ্গি ও দলের দৃঢ় মনোবল বজায় রাখতে হবে।

এখনই অবসর নয়! রাহানেদের সঙ্গে রঞ্জির প্র্যাক্টিসে রোহিত শর্মা

মুম্বই, ১৪ জানুয়ারিঃ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অবিশ্বাস্য পারফর্ম করেছিলেন রোহিত শর্মা। নেতৃত্বও প্রশংসনীয়। দীর্ঘ ১৭ বছর পর টি-টোয়েন্টিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত। বিশ্বকাপ জিতেই দেশের জার্সিতে এই ফরম্যাটকে বিদায় জানিয়েছিলেন রোহিতও। লক্ষ্য ছিল বাকি দুই ফরম্যাটে ফোকাস করা। কিন্তু বিশ্বকাপের পর থেকেই হতাশার শুরু। গৌতম গম্ভীরের প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট শ্রীলঙ্কা সফরে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজে ব্যর্থ। টেস্ট ক্রিকেটেও সেই হতাশার ফর্ম জারি ছিল। কিছুদিন আগেই শেষ হওয়া বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে এতটাই ছন্দহীন ছিলেন যে সিরিজের শেষ ম্যাচে একাদশেই ছিলেন না রোহিত। সিডনিতে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির শেষ ম্যাচে খোদ ক্যাপ্টেনকে ছাড়াই একাদশে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। জোর জল্পনা, রোহিত শর্মাও অবসরের পথে। যদিও ম্যাচের দ্বিতীয় দিন সম্প্রচারকারী চ্যানেলে রোহিত দাবি করেন, তিনি শুধুমাত্র সিডনি টেস্টেই খেলছেন না। এখনই অবসর নয়, সেটাও পরিষ্কার করে দেন। ভারতীয় দলের পরবর্তী টেস্ট সিরিজ ইংল্যান্ডের মাটিতে। সেটা দিয়ে পরবর্তী বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের সফর শুরু হবে ভারতের। সেখানে কি সুযোগ পাবেন রোহিত শর্মা? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই যেন নেমে পড়লেন রোহিত শর্মা। সামনে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। ওয়ান ডে ফরম্যাটে টুর্নামেন্ট। এরপর আইপিএল। বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট আইপিএলের পর ইংল্যান্ড সফরে যাবে ভারতীয় দল। ফর্ম খুঁজে পেতে ঘরোয়া ক্রিকেটে খুব বেশি ম্যাচ খেলার সুযোগ হয়তো পাবেন না। তবে মুম্বই রঞ্জি দলের সঙ্গে এ দিনই প্র্যাক্টিসে নেমে পড়েছেন রোহিত। অজিঙ্ক রাহানেদের সঙ্গে জমিয়ে অনুশীলন করলেন। রঞ্জি ট্রফি এ মরসুমে দুটি পর্বে। দ্বিতীয় পর্বে গ্রুপ লিগের বাকি ম্যাচ এবং নকআউট। যা শুরু হচ্ছে ২৩ জানুয়ারি থেকে। ষষ্ঠ রাউন্ডের ম্যাচে ঘরের মাঠে জম্মু-কাশ্মীরের বিরুদ্ধে নামছে মুম্বই। রোহিত শর্মা খেলবেন কি না, এখনও নিশ্চিত নয়। তবে সম্ভাবনা রয়েছে। সে সময় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট বলতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ফলে রঞ্জি ট্রফিতে সেই ম্যাচটি খেলতেই পারেন রোহিত। এরপর ওয়ান ডে সিরিজে জাতীয় দলের হয়ে নেমে পড়তে পারেন। সেই সম্ভাবনাই জোরালো।

মাঠে নামার আগেই বড় ধাক্কা আইপিএলের ৩ টিমের!

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারিঃ আইপিএল শুরু হতে ২ মাস বাকি। তার আগেই বড়সড় ধাক্কার সামনে আইপিএলের তিন টিম। যার মধ্যে আবার এক টিমের ক্ষতি হবে সবচেয়ে বেশি। অন্য দুটো টিমের বোলিং ক্ষতিগ্রস্থ হতে ভালো রকম। এই পরিস্থিতি থেকে কি পরিত্রাণ নেই? হবে, যদি রিজার্ভে থাকা কোনও প্লেয়ার অভাব পুষিয়ে দিতে পারেন। মোদ্দা কথা, চাপের মুখে পড়তে হবে এই তিন টিমকে। ট্রফির স্বপ্ন যদি থাকে, তাও ঘেঁটে যেতে পারে অনেকটাই। যা এখন থেকেই চিন্তায় ফেলে দিচ্ছে তিনটে টিমকে। আইপিএলের তিনটে টিম চার বিদেশিকে পাবে না। শুরুতে নয়, প্লে-অফে পৌঁছলে। এই চার বিদেশি আর কেউ নন, অস্ট্রেলিয়ার চার ক্রিকেটার- প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্ক, জশ হ্যাজলউড আর ট্রাভিস হেড। ভারতকে ঘরের মাঠে সিরিজ হারিয়ে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেছে অজিরা। আইপিএল শেষ হলেই দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ফাইনাল খেলতে হবে। আইপিএল ফাইনাল খেলে গেলে প্রস্তুতির সময়ই পাওয়া যাবে না। সেই কারণেই প্লে-অফের আগেই অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট টিমের চার ক্রিকেটার দেশে ফিরবেন। যা চাপে ফেলে দিতে পারে তাদের টিমকে। এই তিনটে টিম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। যারা গতবার কামিন্সের ক্যাপ্টেন্সিতে ফাইনাল খেলেছিল। কেকেআরের কাছে হেরে যায়। কামিন্স ছাড়াও এই টিমে রয়েছে হেডও। এই দু’জনের পারফরম্যান্সের উপর নির্ভর করবে হায়দরাবাদের সাফল্য। সেই তাঁদেরই যদি প্লে-অফে না পাওয়া যায়, হায়দরাবাদকে ভুগতেই হবে। অন্য দুটো টিম দিল্লি ক্যাপিটালস ও আরসিবি। কলকাতাকে চ্যাম্পিয়ন করে দিল্লিতে গিয়েছেন স্টার্ক। টিমকে সাফল্য দেওয়ার জন্য তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন, কেকেআরেই দেখিয়ে দিয়েছেন। দিল্লির হয়েও একই ভূমিকায় দেখা যেতে পারে তাঁকে। দিল্লি কখনওই আইপিএল ট্রফি জেতেনি। স্টার্ক ভালো খেললে টিমের ট্রফির স্বপ্ন স্পষ্ট হতে পারে। আরসিবির ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। কখনও খেতাব না জেতা আরসিবি এ বার হ্যাজলউডকে বোলিং বিভাগের মুখ হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। কিন্তু বিরাট কোহলির টিম প্লে-অফে উঠলে সেরা অস্ত্রকেই হাতছাড়া করতে হবে।

পেনাল্টি মিসে দল বাদ পড়ায় আর্সেনাল তারকার অনাগত সন্তানকে হত্যার হুমকি

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

রবিবার রুদ্ধশ্বাস এক লড়াইয়ের পর টাইব্রেকারে হেরে এফএ কাপের তৃতীয় রাউন্ড থেকে বিদায় নিয়েছে আর্সেনাল। সেদিন ম্যাচের অনেকটা সময় ১০ জনের ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে পেয়েও শেষ পর্যন্ত জয়সূচক গোলটি আদায় করতে পারেনি এমিরেটসের ক্লাবটি। তবে ম্যাচের ফল ভিন্ন হতে পারত যদি আর্সেনাল ফরোয়ার্ড কাই হাভার্টজ একাধিক সহজ সুযোগ নষ্ট না করতেন। হাভার্টজ শুধু নির্ধারিত সময় ও অতিরিক্ত সময়ে নয়, দলকে সাহায্য করতে পারতেন টাইব্রেকারে পেনাল্টি শুট আউটেও। কিন্তু সেদিন তাঁর ভাগ্যটাই যে ছিল খারাপ, ফলে কোনো কিছু শেষ পর্যন্ত পক্ষে থাকেনি। দুই দল মিলিয়ে টাইব্রেকারে হাভার্টজই শুধু পেনাল্টি মিস করেছিলেন। আর জার্মান তারকার সেই মিসই দুই দলের মধ্যে পার্থক্য গড়ে দেয়। টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে হেরে এফ এ কাপ থেকে বিদায় নেয় আর্সেনাল। আর্সেনালের হারে হাভার্টজের এমন পারফরম্যান্স স্বাভাবিকভাবেই মানতে পারছেন না অনেক আর্সেনাল সমর্থক। ম্যাচ শেষে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও ব্যাপকভাবে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে তাঁকে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেসব সমালোচনা সীমা ছাড়িয়ে রীতিমতো আঁতকে ওঠার মতো হুমকিতে রূপ নিয়েছে। হাভার্টজ ও তাঁর পরিবারকে উদ্দেশ্য করে আসা দুটি হুমকিমূলক পোস্ট ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে পোস্ট করেছেন হাভার্টজের স্ত্রী সোফিয়া হাভার্টজ। যেখানে বাড়িতে এসে তাঁর অনাগত সন্তানকে ‘হত্যা’ করার মতো ভয়ংকর হুমকিও আছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই ধরনের হুমকির জবাবে সোফিয়া লিখেছেন, ‘কেউ যদি মনে করে, এরকম কিছু লেখা ঠিক, তবে আমার কাছে সেটা খুবই অবাক করা ব্যাপার...আশা করি, (এই ব্যক্তি) নিজের কাজে নিজেই লজ্জিত হবে।’ হাভার্টজের অনাগত সন্তানকে হত্যার হুমকি দিয়ে পোস্টটিতে লেখা ছিল, ‘আমি তোমার ঘরে আসব এবং তোমার সন্তানকে হত্যা করব। আমি কৌতুক করছি না, অপেক্ষা করো।’ এই পোস্টের জবাবে সোফিয়া লিখেছেন, ‘আমি আসলে বুঝতে পারছি না, কী বলব! তবে দয়া করে মানুষকে আরও সম্মান দিতে শিখুন। আমরা এর চেয়ে ভালো...।’ এদিকে সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, আর্সেনাল এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তারা শিগগিরই ব্যবস্থা নেবে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com